I – Main

II – Sub–I

III = ~~Sub II~~ Main

IV – Subplot II

V Subplot I

VI – Main plot

VII – Subplot II

VIII – Subplot I (Linking up scene)

IX – Main plot

X – Subplot – II

XI Subplot – I

XII – Main plot –

XIII – – Main plot

জানোয়ার

[সামাজিক নাটক]

শাহেন শা আকবর, কবি বিদ্যাপতি, কান্না-ঘাম-রক্ত, পদধ্বনি প্রণেতা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

—কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ—

লোকনাট্য অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৭৩।১৮ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭

মূল্য ৫'০০ টাকা

জনপ্রিয় নাটকের তালিকা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একটি ফুলের মৃত্যু	(সামাজিক)	৪.৫০
জানোয়ার	"	৪.৫০
কান্না-ঘাম-রক্ত	"	৪.৫০
একটি পয়সা	"	৪.৫০
রক্তে রোয়া ধান	"	৪.৫০
পাঁচ পয়সার পৃথিবী	"	৪.৫০
নিহত গোলাপ	"	৪.৫০
পদধ্বনি	"	৪.৫০
মাটির কেল্লা	(ঐতিহাসিক)	৪.৫০
শাহেন শা আকবর	"	৪.৫০
বেগম আশমান তারা	"	৪.৫০
অরুণ বরুণ কিরণমালা	"	৪.৫০
ফেরারী বান্দা	"	৪.৫০
কবি বিদ্যাপতি	"	৪.৫০
শেরিনা বেগম	"	৪.৫০

শ্রীকানাইলাল নাথের

আঁধার ঘরের আলো	(সামাজিক)	৪.৫০
কবরের কান্না	(ঐতিহাসিক)	৪.৫০

শ্রীরঞ্জন দেবনাথের

রক্তস্নাত বাংলাদেশ	(কাল্পনিক)	৪.৫০
শত্রুপক্ষের মেয়ে	(ঐতিহাসিক)	৪.৫০
লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার	(সামাজিক)	৪.৫০

শ্রীদেবেন নাথের

গীতা-কোরাণ	(কাল্পনিক)	৪.৫০

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—

সত্য চক্রবর্ত্তি

— স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক—

অগ্রদূতের

রক্তে বোনা ধান	২.৫০
বেকারের জ্বালা	২.৫০
সৈনিক ধর হাতিয়ার	২.৫০
খুনী	২.৫০

ডাঃ অরুণকুমার দে'র

ঘূর্ণি	২.৫০
আগন্তুক	২.৫০
রক্তধারা	২.৫০
কার দোষ	২.৫০
বাঘনখ	২.৫০
অপদার্থ	২.৫০
জল্লাদ	২.৫০
জোনাকি	২.৫০

—ছেপেছেন—

কে, সি, ধর

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৩৭১, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫

যে কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবক আজও আমার সঙ্গে মাঠে, প্রান্তরে,
ঘাসের আসনে বসে আকাশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে,
'আকাশের নক্ষত্রগুলোর কত বয়স বলতো ?' কিম্বা
'বাতাসের প্রথম সৃষ্টি কি করে হল ?' অথবা
'মানুষগুলো স্বার্থের লোভে জানোয়ার
হয়ে যাচ্ছে।' সেই অভিন্ন-হৃদয়
সুহৃদ্ মহম্মদ গোলাম নবীকে
দিলাম আমার "জানোয়ার" ;

ইতি—

গ্রন্থকার।

সেই প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের কোন এক শ্বাপদ শঙ্কুল পার্ব্বত্য অঞ্চলে তখন গভীর কালোরাত···ছুটি পাহাড়ী গহ্বর থেকে ছুটি আদি মানব মানবীর ছায়া কিসের সন্ধানে এগিয়ে আসছে···তখন মানুষ মানুষ হয়নি। সৃষ্টির ক্রম বিবর্ত্তনে প্রকৃতির বুকে সবেমাত্র মানব-জাতির জন্ম···বর্ত্তমান কালের সভ্য মানুষ সেই আদি মানব তথা জানোয়ারদের বংশধর। একথা বলে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারুইন। মনীষী ডারুইনের মতবাদকে কেন্দ্র করে আমি রচনা করেছি এই নাটক। আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি···মানুষের বাইরের চেহারার বদল হলেও ভীতরের সেই পাশব প্রবৃত্তি এখনও ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে। স্বার্থের নেশায় লোভের লিপ্সায় মানুষ তার আদীম প্রবৃত্তির তাড়নায় হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর জানোয়ার।

এ নাটক আমার নবতম প্রচেষ্টার নতুন আঙ্গিকের অন্যতম ফসল।

ইতি—

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

—পুরুষ—

অরণ্য সেন	...	চিত্রকর।
পল্লব	...	ঐ মধ্যম ভ্রাতা।
টুকুন	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
জয়দীপ	...	চা বাগানের মালিক।
বাদশা	...	ঐ ভৃত্য।
অমিত রায়	...	ঐ ম্যানেজার।
অরিন্দম বোস	...	চা বাগানের ডাক্তার।
সাজন, ভুটান	...	চা বাগানের শ্রমিক।
বঙ্কিম বক্সি	...	পুলিশ-অফিসার।
সোমনাথ	...	সত্যান্বেষী।

—স্ত্রী—

বনানী	...	অরণ্যের মা।
শিউলী	...	অরণ্যের বোন।
ঈশিতা	...	জয়দীপের বোন।
পাখী	...	চা বাগানের মেয়ে শ্রমিক।

—:•:—

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক—

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার—শ্রীরঞ্জন দেবনাথ প্রণীত। অশ্রুঝরা সামাজিক নাটক। অগ্রদূত নাট্য সংসদে অভিনীত। ঘুঘুডাকা, ছায়ায় ঘেরা যে গ্রামটি দেখছেন, তারই নাম পলাশডাঙ্গা। বকুলবীথির পাশে, ঝাউবনের ধারে ওই ভাঙ্গা বাড়ীটাই ছিল শচীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তির বাড়ী। এই ত সেদিনের কথা, প্রাসাদোপম বিশাল বাড়ীতে ছিল কত মানুষের আনাগোনা। নাটমন্দিরের চত্বরে দাঁড়ালে আজও শুনতে পাবেন নৃত্য পটিয়সী নর্ত্তকীর পায়ের পায়েল ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম। শচীন্দ্রনাথের খেয়ালের রথ তখন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। লক্ষ্মীপ্রতিমা লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাধাও মানলেন না। উঠল ধ্বংসের ঝড়। বন্ধুর মুখোস পরে এল পুরন্দর··· বিশ্বাস ও বিলাসের ছুরিতে নিহত হল লক্ষ্মীপ্রিয়ার সুখের স্বপ্ন। জমিদার হল পথের ভিখারী। তারপর? না, আর বলব না। চলুন, ওই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে গিয়ে দেখি কেমন করে চলছে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার? ৪·৫০।

নবাব হোসেন শা--শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি, প্রণীত। ভাবে ভাষায় অতুলনীয় ঐতিহাসিক নাটক। জনতা অপেরার বিজয় নিশান। জন্মে বিদেশী, কর্ম্মে বাঙ্গালী, ধর্ম্মে মানুষ সৈয়দ আলা-উদ্দিন হোসেন খাঁর চমকপ্রদ জীবন নাট্য। সুবুদ্ধি রায়ের ক্রীতদাসত্ব, চাঁদ কাজীর গৃহে বিদ্যাভ্যাস, গৌড়ের সিংহাসনলাভ, বাংলার মাটি বাংলার জলের প্রতি অপরিসীম দরদ যে কর্ম্মবিপুল বৈচিত্র্যময় জীবনকে ইতিহাস সোনার আখরে ধরে রেখেছে, তারই এই নাট্যগ্রন্থন। ৪·৫০।

রাজা দেবিদাস—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। নট্ট কোম্পানীর বিজয়-শঙ্খ। ছাতকের রাজা দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম ও সোফিয়ার রাজভক্তি, কার্ত্তিক রায় ও দায়ুদ খাঁর মহানুভবতা, শিখিধ্বজের বিশ্বাসঘাতকতা, সোলেমান কররাণীর ক্রুর ষড়যন্ত্রের জীবন্ত আলেখ্য। এতবড় একজন যোদ্ধা কি করিয়া ঘরভেদী বিভীষণের চক্রান্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন? দাম ৪·৫০।

১। অরণ্য সেন—বয়স ৩০এর মধ্যে। কুৎসিত-দর্শন। মুখে দাড়ি, এলোমেলো চুল। স্বভাব—ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে, আধুনিক সভ্যতা বিদ্বেষী। পোষাক—কখনও হাফপ্যাণ্ট, হাফসার্ট, কখনও ধুতি-পাঞ্জাবী।

২। পল্লব—বয়স ২৬এর মধ্যে। সুন্দর-দর্শন। স্বভাব—উচ্চাভিলাষী। পোষাক—প্যাণ্ট সার্ট।

৩। টুকুন—বয়স ২২এর মধ্যে। সুন্দর-দর্শন। স্বভাব—কোমলপ্রাণ। পোষাক—পাজামা, পাঞ্জাবী।

৪। জয়দীপ—বয়স ২৫এর মধ্যে। সুন্দর-দর্শন। স্বভাব—খেলোয়াড় সুলভ চঞ্চল। পোষাক—প্যাণ্ট সার্ট। কখনও পাজামা পাঞ্জাবী।

৫। অরিন্দম বোস—বয়স ৩০এর মধ্যে। স্বভাব—উচ্চাভিলাষী, খল এবং সুদক্ষ অভিনেতা। পোষাক—প্যাণ্ট কোট-টাই।

৬। অমিত রায়—বয়স ৩০এর মধ্যে। স্বভাব—গম্ভীর মেজাজী। পোষাক—প্যাণ্ট-কোট-টাই।

৭। সোমনাথ—বয়স ৩৫এর মধ্যে। ছদ্মবেশী। পোষাক—দৃশ্যপট অনুযায়ী।

৮। সাজন—বয়স ২৫এর মধ্যে। স্বভাব—প্রেমিক। পোষাক—ধুতি, মালকোঁচা দিয়ে পরা। খালি গা, কখনও বা সস্তা রঙিন হাফসার্ট।

৯। ভুটান—বয়স ২৪এর মধ্যে। স্বভাব—সরল। পোষাক—সাজনের মত।

১০। বঙ্কিম বক্সি—বয়স ৪০এর মধ্যে। স্বভাব—উগ্র, চিন্তাশীল। পোষাক—পুলিশ-অফিসার সুলভ।

১১। বাদশা—বয়স ৪০এর মধ্যে। বিশ্বস্ত স্বভাব। পোষাক—খাটো করে পরা ধুতি ও গায়ে ফতুয়া।

১২। বনানী—বয়স ৪৫এর মধ্যে। ভীরু স্বভাবা, বিধবা। পরণে সাদা থান। প্রৌঢ়দর্শনা।

১৩। শিউলী—বয়স ২০এর মধ্যে। পরণে আটপৌড়ে শাড়ী, হাতে কাঁচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোনও অলংকার নেই। স্বভাব—প্রেমিকা, সুন্দরী।

১৪। ঈশিতা—বয়স ২২এর মধ্যে। স্বভাব—প্রেমিকা। অত্যাধুনিকা। যথাসম্ভব স্বল্পবাসা। মিনিস্কার্ট হলে ভাল হয়। সুন্দরী।

১৫। পাখী—বয়স ১৮এর মধ্যে। স্বভাব—সরল, প্রেমিকা, ডানপিটে। পরণে ডুরেল আটপৌড়ে শাড়ী। খালি গা, কখনও বা ব্লাউজ। ফুল খুব ভালবাসে।

—:০:—

নান্দী

চিত্র প্রদর্শনী মেলা।

[অনেক মানুষ হল্লা করে। সহসা মঞ্চে আসে চিত্রকর অরণ্য সেন। তার মাথায় অবিন্যস্ত চুল, দাড়ি-গোঁফে মুখমণ্ডল ভরা। তার হাতে তুলি ও ক্যানভাস। সে বলে—]

অরণ্য। জানোয়ার…জানোয়ার…হ্যাঁ, জানোয়ারই ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। না—না, উত্তেজিত হবেন না। রাগ করবেন না। কথাটা আমাকে শেষ করতে দিন। আজ্ঞে হ্যাঁ, মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল জানোয়ার। গুহাবাসী, অরণ্যচারী একদল বিকট দর্শন উলঙ্গ জানোয়ার। প্রকৃতির ক্রম বিবর্ত্তনের ফলে ধীরে ধীরে মানুষে রূপান্তরীত হল। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারুইন বলেছেন একথা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি বিজ্ঞানের কথাই বলছি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম…আজকের মানুষের সঙ্গে আদিম জানোয়ারের আকৃতিগত অনেকটা মিল থাকলেও প্রকৃতিগত মিল ছিল না। আদিম অরণ্যচারীরা ছিল ভয়ঙ্কর হিংস্র, উলঙ্গ এবং অসভ্য। তখন সমাজ ছিল না, সভ্যতা ছিল না। তারা দেখতে কেমন ছিল? তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কেমন ছিল? আপনারা অনেকেই হয়ত এ প্রশ্ন করতে পারেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ভেবেই আমি এই ছবিগুলি এঁকেছি… এই দেখুন, মানুষের পূর্ব্বপুরুষের ছবি।

[একখানি আদিম মানবের তৈলচিত্র বার করে দেখায় ও বকতে থাকে।]

অরণ্য। এই হচ্ছে মানব...আদি মানব...

[তৈলচিত্রের অনুরূপ দর্শন আদি মানব এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।]

অরণ্য। আমার আঁকা তৈলচিত্রের অনুরূপ এই আদি মানবটিকে আমি কল্পনা করে নিলাম। কল্পনা করে নিলাম এক আদি মানবী। ঠিক যেমন আমি এঁকেছি।

[আদি মানবীর তৈলচিত্র দেখায়। অনুরূপ দর্শন একজন আদি মানবী এসে দাঁড়ায়। অরণ্য বলে—]

অরণ্য। এই হচ্ছে মানবী...আদি মানবী। এরা গুহায়-গহ্বরে জঙ্গলে-জলাশয়ের ধারে বাস করত। এদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি না থাকলেও ছিল ক্ষুধা। ক্ষুধার জ্বালায় এরা গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ত খাদ্যের সন্ধানে। আমার কল্পনার আদিম প্রাণী দুটি খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে...

[প্রস্থান।

[আদিম মানব মানবী নৃত্যের তালে তালে খাদ্যের সন্ধান করে। তাদের প্রায় উলঙ্গ দেহ, ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, দাঁত, হিংস্র-ভাব। প্রকৃতির বুকে বেজে ওঠে আদিম মূর্চ্ছনা। রাত্রির গভীর অন্ধকারে আদিম মানব মানবী সম্মুখে বুঝি কোন গাছের মূলের সন্ধান পায়। উভয়ের অজ্ঞাতে উভয়ে মূলের দিকে হাত বাড়ালে উভয়ের হাতে হাত লাগে। একে অপরকে দেখে হিংস্র হয়ে ওঠে। মূলটি ছিনিয়ে নেবার জন্য লড়াই সুরু হয়। শেষে মূলটি দ্বিখণ্ডিত হলে উভয়ে আপন অংশ খেতে সুরু করে। খাওয়া হলে জলাশয় থেকে আঁজলা ভরে জলপান করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অবসানে উভয়ের মনে নামে প্রশান্তি...কিন্তু উভয়ের মনে জাগে আদিম ক্ষুধা। উভয়ে

উভয়ের প্রতি অগ্রসর হয়। আদি মানব পায় আদিম মানবীর স্পর্শ। উল্লাসে নৃত্য করে দুটি প্রাণী। নৃত্যের তালে তালে একে অপরকে আলিঙ্গন করে। কালের ইঙ্গিতে হয় পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন…তারা চলে যায়। আরণ্যক পৃথিবীতে শুরু হয় সৃষ্টির উন্মাদনা।]

পুনঃ অরণ্য আসিল।

অরণ্য। সৃষ্টির অভিনব বৈচিত্রের ফলশ্রুতি শত সহস্র মানব-মানবীর জন্ম। পরবর্ত্তি কালে মানুষ লজ্জা নিবারণের জন্য চেষ্টা করে। ঘর বাঁধে, সমাজ গড়ে। পৃথিবীর মাটিতে হয় প্রস্তর যুগের সূচনা। দিন যায়, যুগ যায়, আসে লৌহযুগ, তাম্রযুগ। সভ্যতার স্বর্ণশিখরে পৌছে গেছি…কবি দার্শনিকদের ভাষায় আমরা মানব সভ্যতার স্বর্ণযুগের সোণার মানুষ। কিন্তু সত্যিই কি আমরা সোণার মানুষ হতে পেরেছি? না। মানুষের মনে আজও জেগে ওঠে সেই আদিম অরণ্য জীবনের তৃষ্ণা। স্বার্থসিদ্ধির প্রচণ্ড লোভে মানুষ হয়ে ওঠে বর্ব্বর জানোয়ার। আমরা, মানুষেরা বুঝতে পারি না কখন কি ভাবে আমাদের অবচেতন মনে সেই পাশব প্রবৃত্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিছুদিন আগের একটা ঘটনা বলছি! গ্রীনভিউ চা বাগানের মালিক বিশ্বদীপ চৌধুরী পাহাড়ের ধারে শিকার করতে এলেন—

[প্রস্থান।

শিকারী বিশ্বদীপ আসিল।

[কিছুক্ষণ পদচারণা করে। বিবিধ জানোয়ারের ডাক শোনা যায়। বিশ্বদীপ রাইফেল তাক করেন। পিছন থেকে কালো আচ্ছাদনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে অরিন্দম বোস আসে, এবং বিশ্বদীপ চৌধুরীকে গুলি করে। বিশ্বদীপ আর্ত্তনাদ করে মারা যায়। তার মৃতদেহ অরিন্দম

পাহাড়ী খাদে ফেলে দেয়। অরিন্দম বিকট হেসে ওঠে। বনতলে সেই হাসির প্রতিধ্বনিত হয়। অরিন্দম চলে যায়।]

পুনঃ অরণ্য আসিল।

অরণ্য। বিশ্বদীপ চৌধুরী নিহত হলেন। পাশব প্রবৃত্তি খুন করল সুন্দর একটি মানুষকে। কিন্তু সমাজে সংসারে প্রচারিত হল অন্য কাহিনী। বিশ্বদীপ চৌধুরীকে মেরেছে বন্য জানোয়ার। সে সংবাদ চলে গেল কলকাতায়। বিশ্বদীপ চৌধুরীর ছেলে-মেয়ে কলকাতা থেকে চলে এলেন চা বাগানে। সহরের শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী ঈশিতা চৌধুরী রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়লেন তার পিতাকে যে খেয়েছে, সেই জানোয়ারটাকে মারতে। চোখে তার ঘুম নেই, বুকে নেই শান্তি···মুখে শুধু একটি কথা—

[প্রস্থান।

—:•:—

* [এ্যামেচার ইউনিট প্রয়োজনবোধে এই অংশ বাদ দিতে পারেন।]

জানোয়ার

-:(*):-

প্রথম দৃশ্য। — Main plot

পিয়ালী নদীর তীর।

[সকালের সূর্য্যালোক দিগন্ত রাঙ্গা। পাখীরা কাকলী করিতেছিল।]

ঈশিতা চৌধুরী আসে।

[পরণে অত্যাধুনিক পোষাক। কাঁধে রাইফেল। গলায়
ঝুলন্ত বায়নাকুলার। সে বলে—]

ঈশিতা। জানোয়ার…জানোয়ার এসেছে পিয়ালীর জঙ্গলে। সে আমার বাবাকে খেয়েছে। সুখনীকামিনের ফুটফুটে বাচ্চাটাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেছে। শনচারিয়ার দুধল্ গাইটার বুক চিরে দিয়েছে…আতঙ্কে শুখিয়ে গেছে চা বাগানের কুলি কামিনদের মুখ। জানোয়ারটাকে মারতেই হবে। হিংস্র বুনো জানোয়ারটাকে খতম না করে ঈশিতা চৌধুরী সাহেব কুঠিতে ফিরছে না।

[ঈশিতা চোখে বায়নাকুলার লাগায়, ইতস্ততঃ দৃষ্টি
নিক্ষেপ করে জানোয়ার খোঁজে।]

বাদশা আসিল। কাঁধে বড় তোয়ালে।

বাদশা। মেমদিদি…মেমদিদি…

ঈশিতা। কি হল রে বাদশা?

বাদশা। যা হোক বাবা, ধন্যি মেয়ে তুমি।

ঈশিতা। কেন, হল কি?

বাদশা। হল কি মানে! ভোরবেলায় জানোয়ার শিকার করতে এসেছ, তা বলে আসবে ত?

ঈশিতা। আমার জন্যে খুব ভাবছিলি বুঝি?

বাদশা। তা ভাববো না? ঘুম থেকে উঠে দেখি, সাহেবকুঠির দুয়োর হাট করে খোলা…ম্যানেজারসাহেব ত রেগে আগুন। চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, মনে রাখিস বাদশা, তোর মেম-দিদির কোন রকম ক্ষতি হলে তোর চাকরী থাকবে না।

ঈশিতা। [হাসিয়া] তাই বুঝি! তা তুই কি বললি?

বাদশা। কি আর বলব। ভয়ে ভয়ে তোমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম।

ঈশিতা। কেন, ভয় কিসের? তার মুখের উপর বলতে পারলি না, যে মেমদিদি যেখানেই যাক না কেন, তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কিসের?

বাদশা। মেমদিদি!

ঈশিতা। হুঁ, ম্যানেজার বলে একেবারে মাথা কিনে রেখেছে… লোকটা যেন কি! সব সময় আমাকে চোখে চোখে রাখতে চায়।

বাদশা। চাইবেই ত মেমদিদি।

ঈশিতা। কেন—কেন?

বাদশা। বারে, ম্যানেজারসাহেব যে তোমাকে ভালবাসে।

ঈশিতা। বাদশা! বাজে বকিস নি।

বাদশা। তাহলে কাজের কথা বলি।

ঈশিতা। বল।

বাদশা। কুঠিতে ফিরে চল।

ঈশিতা। কখনও না। জানোয়ারটাকে না মেরে আমি এক পা নড়ছি না।

বাদশা। জানোয়ার তোমার জন্য বসে আছে।

ঈশিতা। সে আমি বুঝব।

বাদশা। কিছু বুঝবে না মেমদিদি। কলকাতা থেকে তুমি নতুন এসেছ। এ অঞ্চলের পথ-ঘাট, মানুষজন সবই তোমার অচেনা। সঙ্গে পুরুষমানুষ নেই। একা একা বেশী দূর এগোনো কি ঠিক হবে?

ঈশিতা। আহারে! পুরুষেরা মেয়েদের রক্ষাকবচ। হাটে-বাজারে দেখিস না আগে চলছে মেয়ে, তার পিছনে পুরুষ?

বাদশা। চাকা উল্টে গেছে মেমদিদি! মেয়েরা পুরুষ হয়েছে, আর পুরুষেরা হয়েছে মেয়ে।

ঈশিতা। ঠিক বলেছিস বাদশা। [হাসি]

বাদশা। হেসো না মেমদিদি। ফিরে চল। জায়গাটা ভাল নয়। জানোয়ার ত আছেই, সাপ-খোপও কম নেই। তাছাড়া মাঝে মাঝে এদিকে আসে।

ঈশিতা। কে! কে আসে রে মাঝে মাঝে?

বাদশা। অরণ্য পাগলা।

ঈশিতা। সে আবার কে?

বাদশা। তাকে তুমি চিনবে না। মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকে বেড়ায়। অদ্ভুত চরিত্র…খুব কড়া মেজাজ…এ অঞ্চলে তাকে সবাই ভয়ও করে, আবার ভালও বাসে।

ঈশিতা। তোদের অরণ্য পাগলা সুন্দরী মেয়ে দেখলে গিলে খায় নাকি?

বাদশা। মেমদিদি! তুমি তাকে—

ঈশিতা। স্পিকটি নট্। [বায়নাকুলার চোখে লাগায়]

বাদশা। কি হল?

ঈশিতা। জানোয়ারের বদলে অন্য একটা শিকার পেয়েছি।

বাদশা। হরিণ বুঝি?

ঈশিতা। না। ওই দেখ, সুন্দর একটা বুনো রাজহাঁস টিলার উপর পাখনা মেলে বসে আছে।

[ঈশিতা রাইফেল ধরে লক্ষ্য স্থির করে গুলি চালায়। বিকট শব্দে বনতল কেঁপে ওঠে। ঈশিতা বলে—]

ঈশিতা। লেগেছে…পায়ে লেগে হাঁসটা জখম হয়েছে…

বাদশা। এই যা…উড়ে গেল।

ঈশিতা। ইস্, হাসটা নদীর জলে পড়ল যে…কি হবে?

বাদশা। শুধু হাতে বাড়ী চল।

ঈশিতা। ইম্পসেবল! শুধু হাতে ফিরতে আমি রাজী নই। রাইফেলটা ধর…[রাইফেল বাদশাকে দেয়] কোটটা থাকল…[কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলে]

বাদশা। মেমদিদি!

ঈশিতা। বকবক করিস না। সোয়েটারটাও দেখিস। [সোয়েটার খুলে মাটিতে ফেলে]

বাদশা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

ঈশিতা। লজ্জায় মরে গেলি যে…তোর তোয়ালেটা ছুঁড়ে দে।

বাদশা। [নিজের তোয়ালে ঈশিতাকে ছুঁড়ে দেয়] কোথায় চললে?

ঈশিতা। হাঁসটাকে তুলতে।

বাদশা। সে এতক্ষণ কোথায় ভেসে গেছে।

ঈশিতা। তবু তাকে খুঁজব। না পাই কাকচক্ষু পিয়ালীর জল, ওই জলে আমি সাঁতার কাটব!

বাদশা। শোন মেমদিদি!

ঈশিতা। কিছু ভাবিস না। আমি ঈশিতা চৌধুরী—পিয়ালীর বুকে রাজহংসীর মত খেলা করব। আমি ডুববো, উঠবো, কোন এক রাজহংসের সন্ধানে পিয়ালীর কালো জলে আমি হারিয়ে যাব—হারিয়ে যাব—হারিয়ে যাব···

[প্রস্থান।

বাদশা। হায় ভগবান! মেমদিদি করল কি! পটপট করে সব পোষাকগুলো খুলে হুড়মুড় করে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল! এই সময় কেউ যদি এসে পড়ে···সর্ব্বনাশ! যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। [একপাশে দাঁড়ায়]

ক্যানভাস ও রং তুলি হাতে অরণ্য আসে।

অরণ্য। পাহাড় ঘুমচ্ছে। পাখীরা উড়ে যাচ্ছে। ওই বুনো বাতাবী গাছে শিশির ভেজা সবুজ পাতায় কে যেন সূর্য্যটা গুলে দিয়ে গেছে। আঃ, কি মশা। পিয়ালীর ওই কালো জলের কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে কত মানুষের পদচিহ্ন। তবু আমার খেয়ালী পিয়ালী ছুটছে ছুটছে। আরে—

[সহসা নদীর দিকে চোখ পড়ে। অরণ্য ক্যানভাসে তুলির টান দেয়।]

বাদশা। বাবু!

অরণ্য। আঁকছি রে আঁকছি। বিংশ শতাব্দীর খেয়ালের সমুদ্রে বর্তমান সভ্যতা কেমন সাঁতার কাটছে সেই ছবিই ত আঁকছি।

বাদশা। শুনছেন!

অরণ্য। শুনছি ফ্যাসানের জল কল্লোল। দেখছি একে একে কেমন করে ডুবছে ভারতের শাশ্বত সাধনা চিরন্তন সংস্কৃতি।

বাদশা। ও ছবি আঁকবেন না বাবু।

অরণ্য। নিশ্চয়ই আঁকব। আমি আগামীকালের মানুষের জন্য এঁকে রাখব জীবন্ত এক ছবি, সে ছবি উলঙ্গ সভ্যতার হাতে নিহত ভারতদর্শন।

ঈশিতা আসে। হাতে মরা রাজহাঁস।

ঈশিতা। লোকটা কে রে বাদশা?

অরণ্য। শিল্পী। দেখতে পাচ্ছেন না, ছবি আঁকছি।

ঈশিতা। কার ছবি আঁকছ?

অরণ্য। ওই যে একটা মেয়ে পিয়ালীর জলে সাঁতার কাটছে, তারই—আরে, আপনিই ত সেই মেয়েটা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঈশিতা। হাসতে লজ্জা করছে না?

অরণ্য। কথাটা আপনি আমাকে বলছেন?

ঈশিতা। সাট আপ!

বাদশা। বাড়ী চল মেমদিদি। তখনই বলেছিলাম···জায়গাটা ভাল নয়।

ঈশিতা। চুপ কর। ওর কাছ থেকে ছবিটা কেড়ে নে।

বাদশা। বাবু! মেমদিদির ছবিটা—

অরণ্য। দেব না।

বাদশা। উনি দেবেন না মেমদিদি।

ঈশিতা। আমার পরিচয় দিয়েছিস ?

অরণ্য। জানি বাবা, জানি। নূতন করে আর পরিচয় দিতে হবে না।

ঈশিতা। এইভাবে কোন অপরিচিতা ভদ্রমহিলার ছবি আঁকা কত বড় অপরাধ, তা জান ?

অরণ্য। সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও গা থেকে খুলে ওইভাবে সাঁতার কাটাও যে কত বড় অপরাধ—সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে ?

ঈশিতা। আমার খুশী আমি সাঁতার কাটব।

অরণ্য। আমারও খুশী আমিও ছবি আঁকব।

ঈশিতা। এর ফল কি হবে ভেবেছ ?

অরণ্য। মোক্ষ ফল নিশ্চয় নয়।

ঈশিতা। ঈশিতা চৌধুরীকে তুমি চেন না ছোটলোক।

অরণ্য। নাম শুনেছিলাম, আজ চিনলাম।

ঈশিতা। ছোটলোকটার সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না করছে। বাদশা, ছবিটা ছিঁড়ে ফেল।

অরণ্য। উপায় নেই। মনের ক্যানভাসেও আপনার ছবি আঁকা হয়ে গেছে।

বাদশা। কথা শুনুন বাবু। মেমদিদির ছবিটা আমাকে দিন। [অগ্রসর]

অরণ্য। খবর্দার বাদশা ! আর এক পা এগিয়ে এলে তোকে আমি তুলে আছড়ে দেব।

ঈশিতা। এত সাহস ! বাদশা, দেখি আমার রাইফেল। [সহসা রাইফেল নিয়ে রুখে দাঁড়ালে বলে]

বাদশা। না মেমদিদি, না।

ঈশিতা। না কি রে বাদশা! ওকে আমি উচিৎ শিক্ষা দেব। এখনি ওই লোফারটাকে—

অরণ্য। গুলি করে মারবে?

ঈশিতা। হ্যাঁ মারব। গুলি করেই মারব তোমাকে।

অরণ্য। আমাকে চেনো?

ঈশিতা। খুব চিনি। তুমি একটা জানোয়ার।

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঈশিতা। জানোয়ারের হাসি আমি এখনি শেষ করে দিচ্ছি।

[রাইফেল তাক করিলে অরণ্য তাহা কাড়িয়া লইল।]

অরণ্য। শহরের মানুষ, অরণ্যকে চেন না।

বাদশা। বাবু—বাবু!

অরণ্য। তোর মেমদিদিকে এখান থেকে চলে যেতে বল বাদশা। জানিস ত আমার মেজাজ ভাল নয়। যা, তুই এই রাইফেলটা নিয়ে মেমদিদিকে বাড়ী নিয়ে যা—যা বাদশা। [রাইফেল দেয়]

অরিন্দম আসিল।

অরিন্দম। না, যাবে না।

বাদশা। ডাক্তারবাবু!

ঈশিতা। তোমরা কি জঙ্গলে বাস কর অরিণ?

অরিন্দম। না, মানে—

ঈশিতা। থাক, মানে আমি অনেক আগেই বুঝেছি। বাদশা! তুই কুলি কামিনদের বলে আয়, জঙ্গলের জানোয়ার পরে মারব, তার আগে লাশ হয়ে পড়ে থাকবে ওই বুনো বর্ব্বর অসভ্য জানোয়ার।

[প্রস্থান।

অরণ্য। হাঃ-হাঃ হাঃ, মেয়েটা রাজকন্যের মত মেজাজ দেখিয়ে গেল।

অরিন্দম। বাদশা! তুই তোর মেমদিদির সঙ্গে যা।

বাদশা। তা যাচ্ছি ডাক্তারবাবু। আপনি ওই বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেমদিদির ছবিখানি চেয়ে নিন। ভারী খারাপ ছবি।

অরিন্দম। তুমি ঈশিতার ছবি এঁকেছ?

অরণ্য। তাইত মনে হচ্ছে স্যার।

অরিন্দম। অন্যায় করেছ।

অরণ্য। আজ্ঞে না। আমি কখনও অন্যায় করি না, তাই অন্যায় সইতেও পারি না।

অরিন্দম। দেখি ছবিখানা।

বাদশা। না বাবু, না। আপনি পদ্মফুল দেখেছেন, সেই ভাল, তার ডাটার নীচে কালো পাঁক আর দেখতে চাইবেন না।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। এই নাও, সিগারেট খাও।

অরণ্য। আমি বিড়ি খাই স্যার।

অরিন্দম। ছবিটা কেমন এঁকেছ, দেখাও।

অরণ্য। না।

অরিন্দম। না মানে?

অরণ্য। না।

অরিন্দম। অরণ্য সেন!

অরণ্য। চেঁচাচ্ছেন কেন স্যার! কাছেই ত রয়েছি।

অরিন্দম। তোমার কথাবার্ত্তা আপত্তিকর।

অরণ্য। হবেই। কারণ আমি সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলি না।

অরিন্দম। তোমাকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দেব।

অরণ্য। চলুন, থানায় পৌছে দিয়ে আসি।

অরিন্দম। সাট আপ ননসেন্স!

অরণ্য। থ্যাঙ্কয়ু ডঃ অরিন্দম বোস্! ঠিক ওই কথাটা আমিই আপনাকে বলব ভাবছিলাম। গেলাম—নমস্কার।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। অসভ্য…বর্ব্বর…জানোয়ার…

ওরাওঁ যুবকের ছদ্মবেশে সোমনাথ আসে। মাথায় গামছা, কাঁধে গাঁইতি।

সোমনাথ। মোকার পেন্নাম লেবঁয় বাবু।

অরিন্দম। কে তুই?

সোমনাথ। মোকে চিনলক নাই আজতা। নাম তুখন ওরাওঁ বটে। সিবার ছোয়াকের বুখার আলক। তয় আপনকার দাবাই—

অরিন্দম। আঃ, বাংলা করে বল।

সোমনাথ। আপনার কাছকে দাবাই নিয়ে গেলাম মোকার ছোয়াকের লেগে। অখন মোকে চিনতে পারছো তয়…

অরিন্দম। চা বাগানের কত কুলি, কত আর চিনে রাখি বল দেখি।

সোমনাথ। সি ত ঠিক বলছেন বাবু। তয় আমি ছুটি লিয়ে ঘরকে ছিলাম…শুনলাম, মালিকবাবু মারা গেঁইছেঁ।

অরিন্দম। ঠিকই শুনেছিস।

সোমনাথ। তয় কিয়ে উনি মারা গেল?

অরিন্দম। শিকার করতে গিয়ে জানোয়ারে মেরে ফেলেছে।

সোমনাথ। কেনে তিনি শিকার খেলতে পাহাড়ে গেল। আর বাবু তয় মইৎ আবয়ঁ। পেন্নাম লিবেন তঁয়।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। হু, যত ঝামেলা কাজের সময়। কুলিটা যেন লাট-সাহেবের বাচ্ছা। মালিক কিসে মল, তাও কৈফিয়ৎ চাই। না—না, বাজে চিন্তার টাইম নেই। জানোয়ার অরণ্য সেন মাথায় উঠে গেছে। তাকে টাইট দিতেই হবে। ইয়েস, ঈশিতাকে বলে এখনি দ্বারোয়ান পাঠাব অরণ্য সেনের বাড়ীতে।

[প্রস্থান।

— :০: —

দ্বিতীয় দৃশ্য ;

বনানীর বাড়ী।

শিউলী আসে। মুখে বেদনার ছাপ।

শিউলী। বাড়ীতে লোক এসেছে···আমাকে দেখতে এসেছে··· আবার আমাকে সেজে-গুজে ওদের সামনে বসতে হবে। না—না, আর আমি পারব না···আর আমার ভাল লাগে না।

বনানী আসে। হাতে তেলের শিশি, আয়না, চিরুণী।

বনানী। তা বললে কি হয় মা! কত সংসারে এমন হচ্ছে। কথায় বলে লক্ষ কথা না হলে বিয়ের ফুল ফোটে না। বস মা তোর চুল বেঁধে দিই।

শিউলী। না।

বনানী। না মানে?

শিউলী। চুল বাঁধব না।

বনানী। পাগলামী করিস না শিউলী! বাড়ীতে লোকজন এসে গেছে। এখন কি আর ছেলেমানুষী করার সময়? পল্লব শুনলে রাগ করবে।

শিউলী। করে করবে। রাগ করতে ত আর পয়সা লাগে না।

বনানী। শিউলী!

শিউলী। কেন বিরক্ত কচ্ছ মা! আমি কি খেলনার পুতুল, যে সকলেই একবার করে নেড়ে চেড়ে দেখবে, আর দর দস্তুর করবে? দরে পোষাল না বলে ঘাড় দুলিয়ে চলে যাবে? না মা, না, আমিও মানুষ, আমারও সাধ-আহ্লাদ ইচ্ছা মন সবই আছে।

বনানী। কিন্তু গরীবের মনের দাম কে দেয় শিউলী! ওসব কথা আমাদের ভাবাও অপরাধ। আয়, বোস—দেরী হয়ে যাচ্ছে··· আর আমাকে জ্বালাস নি বাছা।

শিউলী। কাউকে আমি জ্বালাতে চাই না মা। নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলি। তোমার পায়ে পড়ি মা! আর আমাকে সং সেজে কারও সামনে বসতে বলো না।

বনানী। তুই ত বলেই খালাস···আমার দিকটা একবার ভেবে দেখেছিস?

শিউলী। মা!

বনানী। বড় ছেলে পাগল! সংসারের কোন খোঁজই সে রাখে না। ছোট ছেলে বেকার···একমাত্র মেজ ছেলের সামান্য আয়ে এতবড় সংসার কত কষ্টে চালাতে হয়। তার উপর কুড়ি বছরের আইবুড়ো মেয়ে গলায়—না—না, আর আমি পারি না বাছা···

সংসারে এত জ্বালা আমি আর সইতে পারি না। মানুষটা মরে দুনিয়ার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছে। তেলের শিশি, আয়না, চিরুণী সব থাকল, তোদের যা খুশী তাই কর। আমি এ বাড়ী থেকে চললাম।

শিউলী। আমার উপর রাগ করলে মা!

[শিউলীর কথা শুনে প্রস্থানোদ্যতা বনানী থমকে দাঁড়ায়। দুচোখ জলে ভরে যায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শিউলীর মাথায় হাত দিয়ে বলে।]

বনানী। একদিন রাগ করে তোকে এক ঘা মেরেছিলাম বলে তোর বাবা সাতদিন আমার সঙ্গে কথা বলেন নি। তুই তখন ছোট। মার খেয়ে তার কোলে গিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি।

শিউলী। সে কথা আজ থাক মা। চোখের জল মোছ। আমি বসছি, তুমি চুল বেঁধে দাও।

[শিউলী বসে। বনানীও বসে। চিরুণী দিয়ে চুল আচরায় আর বলে—]

বনানী। তিন ছেলের পর তুই জন্মালি। আদর করে তোর নাম রাখলেন শিউলী···চুলের কি অবস্থা করেছিস বাছা···হাজার দিন বলেছি, চুল কখনও ভিজে রাখবি না। বেশ করে শুখিয়ে নিবি।

শিউলী। বড়দা আজও বাড়ী এল না।

বনানী। সময় কোথায়! চা-বাগানের কুলি-কামিনদের দুঃখ ঘোচাচ্ছেন। দেশের কাজ কচ্ছেন···

শিউলী। আশ্চর্য্য! ছোটদাও সেই সকালে বেরিয়েছে—

বনানী। ও বাবা! তিনি আবার এক কাঠি সরেস। গান শিখছেন…হেমন্তকুমার হবেন…

টুকুন আসে।

টুকুন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা। সা, নি, ধা, পা, মা, গা, রে, সা। সারেগা, রেগামা, গামাপা, মাপাধা, পাধানি, ধানিসা। [উচ্চগ্রাম] সারেগা, রেগামা,—[বনানীর চোখে চোখ পড়ে, টুকুন খাবড়ে যায়] একটা টাকা হবে মা?

বনানী। কাঁটাগুলো কোথায় রাখলি শিউলি?

শিউলী। এই যে মা। [আঁচল থেকে কাঁটাগুলো বার করে দেয়।]

টুকুন। আমার কথা কেউ শুনতে পায় না।

বনানী। মুখটায় একটু পাওডার বুলিয়ে নিবি শিউলী।

টুকুন। বুঝেছি। জননী আমার রাগ করেছে। সকাল থেকে বাড়ীর বাইরে ছিলাম। কিন্তু কেন যে ছিলাম…

বনানী। মাথাটা একটু তোল শিউলী। [কাঁটা খোঁপায় গোঁজে]

শিউলী। উঃ মাগো! মাথায় ফুটে গেছে….

টুকুন। বেশ হয়েছে…আমার মনে সুখ হয়েছে। জান মা, চার ঘণ্টা চেষ্টা করে একখানা গান যা তুলেছি না…

[সহসা টুকুন গায়।]

টুকুন। **গীত:**

কোন এক গাঁয়ে এক ছিল মা, ভুল করে কভু হাসত না।
মা বলে ডাকলে মুখটি নামাত, ছেলের কাছে ত আসত না।।

ফুলের নামে নামটি মিলিয়ে ছিল গো একটি মেয়ে।
মায়ের আঁচল ধরেই থাকত, মেয়েটি সব সময়ে।
হতভাগা ছোট ছেলেটিকে মাগো—একটুও ভালবাসত না।

বনানী। পাগল ছেলে কোথাকার…আয়, কাছে আয়।

শিউলী। ছোটদা কি চালাক…

টুকুন। চুপ কর মুখপুড়ি। [খোঁপা ভেঙ্গে দিতে যায়]

শিউলী। না—মাগো…[বনানীর পাশে গিয়ে] খবর্দ্দার ছোটদা! আজ খোঁপায় হাত দিবি না।

টুকুন। দিলে কি করবি?

[শিউলীর দিকে এগিয়ে যায়। শিউলী বনানীর চারদিকে ঘোরে, টুকুনও তাকে ধরতে চেষ্টা করে।]

পল্লব এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে।

পল্লব। টুকুন!

[টুকুন জিভ বার করে একপাশে দাঁড়ায়।]

পল্লব। সকাল থেকে কোথায় ছিলি?

টুকুন। চন্দনদের বাড়ীতে।

পল্লব। কি করছিলি সেখানে?

টুকুন। গান শিখছিলাম।

পল্লব। গান শিখলেই পেট ভরবে ত?

টুকুন। শিখতে পারলে নিশ্চয়ই ভরবে। হেমন্তকুমার, মান্না দে, মহম্মদ রফির ভরছে না?

পল্লব। শিউলীকে দেখতে এসেছে—সে খবর রাখিস?

টুকুন। না—মানে ‥

বনানী। আয় শিউলী, তাড়াতাড়ি শাড়ীটা বদলে নিবি। টুকুন! তুইও একবার আয়, ওঘর থেকে মাদুরটা এনে এঘরে পেতে দিবি। কি হল শিউলী, আয়।

[প্রস্থান।

শিউলী। ছোটদাকে আজকের মত ক্ষমা করে দাও মেজদা।

[ইশারায় টুকুনকে ডেকে প্রস্থান।

পল্লব। বড়দা ত বাড়ীই আসে না, তুইও গান নিয়ে মত্ত, আমার দিকটা একবার ভেবেছিস?

টুকুন। কিছুটা ভেবেছি।

পল্লব। কি ভেবেছিস শুনি?

টুকুন। মাদুরটা আনতে হবে।

[প্রস্থান।

পল্লব। একটা আসন নিয়ে আসবি।

টুকুন। [নেপথ্যে] আচ্ছা!

পল্লব। শিউলীর বিয়েটা দিতে পারলে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। চেষ্টার ত ত্রুটি করছি না, দেখেও অনেকে গেল, কিন্তু—না, টাকার জন্যে আর পিছুব না। দরকার হলে ভিটে বাড়ীটা বন্ধক দিয়েও শিউলীর বিয়ে দিয়ে দেব।

টুকুন আসে। হাতে মাদুর ও একটি আসন।

টুকুন। কোনখানে মাদুরটা পাতব মেজদা?

পল্লব। ওই দিকে।

[টুকুন মাদুর পাতে]

টুকুন। আসনটা?

পল্লব। এইখানে পেতে দে। [মাদুরের সম্মুখভাগ দেখায়]

টুকুন। ভদ্রলোকেরা তোমার বন্ধু বুঝি?

পল্লব। বন্ধু ঠিক নয়, একসঙ্গে কাজ করি। বয়স্ক ভদ্রলোক ছেলের ভগ্নীপতি। আমাদের বাগানের ওজন বিভাগের—আসুন—আসুন গজাননবাবু আসুন। বসুন—বসুন।

গজানন ও কমল আসে।

গজানন। তাহলে আর আমাদের দেরী করে দেবেন না। সাতটা আটের ট্রেনটা ধরতেই হবে। কথা বুঝেছেন?

পল্লব। বুঝেছি গজাননবাবু। টুকুন, মাকে ডাক।

দুটি ডিসে মিষ্টি নিয়ে বনানী আসে।

বনানী। ডাকতে হবে না বাবা! আমি এসে গেছি। আপনারা একটু মিষ্টিমুখ করুন। টুকুন, আয় ত বাবা, জল দু গ্লাস নিয়ে আসবি।

[প্রস্থান।

গজানন। আবার মিষ্টি কেন, এসে থেকেই ত খাচ্ছি। আমার আবার বেশী মিষ্টি ভাল লাগে না।

কমল। নোনতা খাবার হলে—

গজানন। চুপ কর। মাছের কোর্মাটা যা রান্না হয়েছিল না। [ঢেঁকুর তোলে]

টুকুন। জল নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

কমল। কপির ডালনা আমার মুখে যেন লেগে আছে।

গজানন। নে, মিষ্টিগুলো খেয়ে নে।

কমল। জল দেয়নি যে।

গজানন। সেবার কি একটা কাজে কলকাতা যাবার পথে শক্তি-গড়ে নেমেছিলাম। কথা বুঝেছেন?

পল্লব। বুঝেছি। তারপর?

গজানন। জি, টি, রোডের উপরেই মিষ্টির দোকান। ঢুকে পড়লাম।

পল্লব। তাই বুঝি?

গজানন। হ্যাঁ মশাই। একটা চেয়ারে বসে বললাম, এই, গোটা দশেক ল্যাংচা দাও। কথা বুঝেছেন? [কাশতে থাকে]

দু গ্লাস জল নিয়ে টুকুন আসে। গ্লাস দুটি নামায়।

টুকুন। এই যে জল…

[গজানন ও কমল মিষ্টি খেতে খেতে কথা বলে।]

গজানন। কি ফাষ্টক্লাশ মাল মশাই! কামড় দিতেই ফিজকিরি দিয়ে—

কমল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গজানন। হাসছিস যে? বল দেখি ফিজকিরি দিয়ে কি?

আগে কণে সাজে সজ্জিতা শিউলী ও পিছনে বনানী এসে দাঁড়ায়। কমল শিউলীর দিকে চেয়ে বলে।

কমল। বস।

বনানী। শুখনো মিষ্টিগুলো খেতে খুব কষ্ট হল। কি করব বাবা, গরীব আমরা, কোন রকমে মানরক্ষা…প্রণাম করে বস মা।

[শিউলী সকলকে প্রণাম করে আসনে বসে।]

গজানন। তোমার নাম কি?

শিউলী। কুমারী শিউলী সেন।

কমল। ফুলের নাম আর কি—

গজানন। বাবার নাম?

শিউলী। ঈশ্বর রমেশ চন্দ্র সেন।

গজানন। লেখাপড়া কতদূর করেছ?

শিউলী। ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত।

কমল। গান জান? মানে জানেন? আধুনিক…

শিউলী। জানি।

কমল। ইয়ে মানে…

গজানন। থাম ত কমল। কথা বুঝেছেন? আজকালকার ছেলেরা—যাক সে কথা…নাচ আমরা শিখিয়ে নেব। কিন্তু রান্না-বান্না—

বনানী। সব জানে বাবা। আমি নিজে ওকে শিখিয়েছি… তাছাড়া হাতের কাজও দেখবার মত।

পল্লব। তিনদিনে একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারে।

টুকুন। এই যে আমার গায়েরটা তিনদিনও লাগেনি।

পল্লব। আমার সেকেণ্ডারী পাশ করাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বুঝতেই ত পাচ্ছেন, সামর্থে কুলোল না।

বনানী। মেয়ের আমার সব গুণ আছে বাবা। শুধু গরীবের ঘরে জন্মেছে, এই হল অপরাধ।

কমল। আ—আমিও ত গরীব।

গজানন। থাম ত কমল। মেয়ে ত দেখলাম…এবার আসল কথায় আসা যাক্। কথা বুঝেছেন?

বনানী। সবই বুঝেছি বাবা। কিন্তু—

পল্লব। আপনাকে শুধু একটু দয়া করতে হবে। আমাদের অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছেন…

টুকুন। বড়দা যদি সংসারের দিকে একটু লক্ষ্য করত, তাহলে—

বনানী। আমি একটা কথা বলছি বাবা। আমার কথা তোমাকে রাখতেই হবে। ছেলের কাছে মায়ের অনুরোধ—[গজাননের হাত ধরে] গরীব মেয়েটিকে দয়া করে উদ্ধার করতেই হবে।

গজানন। তাহলে উঠি। কমলা, ওঠ। কথা বুঝেছেন ?

পল্লব। মেয়ে আপনাদের পছন্দ হয়েছে ত ?

গজানন। কমল বাড়ী গিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে। কথা বুঝেছেন ?

কমল। আমাকে বলছ ?

শিউলী। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ী গিয়ে চিঠি লিখে জানাতে হবে না। আমাকে পছন্দ হয়েছে কি না এখানেই বলে যান।

পল্লব। }
টুকুন। } শিউলী !
বনানী। }

শিউলী। তোমরা চুপ কর। বলুন গজাননবাবু! আমাকে পছন্দ হয়েছে ? কি হল, চুপ করে আছেন কেন ? গজাননবাবু! আপনি আমার কথার জবাব দিন। রূপ, দেহ, যৌবন সবই ত দেখলেন। লেখাপড়া, রান্না-বান্না সব খবরই ত নিলেন, এবার বলুন কেমন লাগল আমাকে ?

গজানন। বুঝলেন পল্লববাবু!

শিউলী। পল্লববাবু পরে বুঝবেন। আগে আমার কথার জবাব

দিন। আপনাদের মত অনেকেই আমাকে দেখে গেছেন…যাবার সময় বলে গেছেন, চিঠি দিয়ে খবর দেব। মাসের পর মাস চলে গেছে, কিন্তু তাদের কারও চিঠি আসে নি।

বনানী। তুই চুপ কর মা।

শিউলী। না।

টুকুন। শিউলী!

শিউলী। কথা বলবে না?

পল্লব। তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

শিউলী। কেন? কেন আমি পাগল হব? কথাগুলো কি আমার মিথ্যা? শুনুন গজাননবাবু! সম্বন্ধিকে বিক্রি করে যত টাকা পাবার আশায় এখানে আপনি এসেছিলেন, তত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার দাদার নেই। আর টাকা যখন নেই, তখন পছন্দও আপনাদের হয়নি। কাজেই অনর্থক সময় নষ্ট না করে আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে যান।

কমল। কি, বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এসে এইভাবে অপমান!

গজানন। বুঝলেন পল্লববাবু, এ অপমান আমার মনে থাকবে।

কমল। আমরা এর প্রতিশোধ নেব।

শিউলী। বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বলছি।

গজানন। চললাম পল্লববাবু! মনে রাখবেন, আমার নাম গজানন ঘোষ। চা বাগানের গুজনবাবু। আপনার সঙ্গে চা বাগানেই আবার দেখা হবে। এই কমলা, চলে আয়।

[প্রস্থান।

কমল। হুঁ, ছোটলোকেরও অধম। চললাম।

[প্রস্থান।

বনানী। এ তুই কি করলি মা, এ তুই কি করলি!

পল্লব। মান ইজ্জত সব গেল।

টুকুন। লোকে শুনলে বলবে কি?

শিউলী। লোকে যা বলে বলুক ছোটদা, শুধু তোরা জেনে রাখিস, আমি কোন অন্যায় করিনি।

পল্লব।
বনানী। } শিউলী!
টুকুন।

শিউলী। শিউলী রাতের ফুল—তাকে রাতের আঁধারে ফুটতে হবে, এই ত ললাট লিখন। তোমরা অনেক তপস্যা করে হয়ত আনবে, কিন্তু ভোর আসার অনেক আগেই শিউলী ঝরে যাবে।

[প্রস্থান।

বনানী। যাসনা, শোন। ওরে, ও টুকুন! হতভাগিকে ধর, হয়ত মনের দুঃখে কিছু একটা করে বসবে।

টুকুন। তাই যদি করে মা, তাতে ওর কোন দোষ নেই। সব দোষ এই বর্ব্বর সমাজব্যবস্থার।

[প্রস্থান।

বনানী। কি হবে বাবা?

পল্লব। আমি জানি না।

বনানী। তা বললে কি হয় পল্লব।

পল্লব। কেন হয় না, কেন? কত বোঝা আমি বইব বলতে পার? মাইনের সবকটি টাকা ত তোমার হাতে তুলে দিই। ধার করে—দেনা করে মাথা আমার বিকিয়ে আছে। তোমরা কি চাও, আমি আত্মহত্যা করি!

বনানী। না—না, ওরে না…আমাকে তুই ক্ষমা কর পল্লব। আর আমি কখনও তোকে ও কথা বলব না। শিউলীর বিয়ে না হয় না হোক, এ পোড়া সংসার না চলে না চলুক, তবু যে কথা তুই মুখে বললি বাবা, সে কথা যেন স্বপ্নেও কখনও ভাবিস না। স্বপ্নেও কখনও ভাবিস না।

[প্রস্থান।

পল্লব। ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললাম। মাকে শুনিয়ে দিলাম কতকগুলো কথা। কিন্তু মার কি দোষ—কি বলব দাদাকে—সে যদি এই সংসারটার দিকে একটু নজর দিত—

বাদশা আসে।

বাদশা। নমস্কার কেরাণীবাবু।

পল্লব। নমস্কার। তারপর কি খবর বাদশা?

বাদশা। আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে বাবু।

পল্লব। কোথায়?

বাদশা। ম্যানেজারবাবুর অফিসে।

পল্লব। কি ব্যাপার বল ত। বাগানে কোন গণ্ডগোল হয়েছে?

বাদশা। আজ্ঞে না।

পল্লব। তাহলে…

বাদশা। আপনার দাদা মেমদিদির ছবি এঁকেছেন, সেই নিয়ে—

পল্লব। বুঝেছি। তুমি চল বাদশা, আমি এখনি যাচ্ছি।

বাদশা। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসুন। মেমদিদি, ডাক্তারবাবু, ম্যানেজার সাহেব সবাই আপনার জন্যে বসে আছে। আর একটা কথা—

পল্লব। বল।

বাদশা। দারোগাবাবুও আছেন।

পল্লব। দারোগাবাবু!

বাদশা। কিছু ভয় করবেন না। আপনার দাদার চেয়ে মেম-দিদির দোষ বেশী। আপনিই বলুন না, অত বড় মেয়ের উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটা কি উচিৎ!

পল্লব। বাদশা!

বাদশা। কি আর বলব বলুন, ওরা সহরের লোক, ওদের সবই সাজে। আমাদের কাছে যা পাপ, ওদের কাছে তা ফ্যাশান।

[প্রস্থান।

পল্লব। টুকুন! সাইকেলটা বার করে দে। সাইকেলেই যাই। দেখি, কপালে কি লেখা আছে। থানা পুলিশ দারোগা…সবার উপর সাপের চেয়েও হিংস্র ম্যানেজার অমিত রায়। তারা কি সহজে ছেড়ে দেবে। হয়ত অরণ্যের অপরাধে পল্লবের শাস্তি হবে।

[প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য ঃ-

ম্যানেজার সাহেবের কুঠি।

ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কষ্টুম পরে জয়দীপ আসে।

জয়দীপ। না—না, তা কেন হবে! বল করতে পারল না, মুখে বলছে পীচের দোষ। যতসব…ক্লাস জমেছিল খেলাটা…ভেস্তে দিলে ঈশিতা। মেয়েটা যেন…না বাবা, শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না। তার চেয়ে গান গাওয়া যাক।

[জয়দীপ গান গায়।]

জয়দীপ। **গীত ঃ**

এই পৃথিবীটা যেন ক্রিকেটের মাঠ, খেলোয়াড়রা শুধু খেলছে।
গ্যালারীতে বসে বসে বোবা দর্শক—ভয়ে ভয়ে চোখ দুটি মেলছে।
ধাপ্পাবাজীর ব্যাট ধরে কেউ সংসারে তুলছে শতরাণ,
শোষণের ময়দানে কত লোক কাঁদছে, নিয়ে বুকভরা ব্যথা অফুরাণ।
সত্যের সংসার একদম লক আউট মিথ্যার কারখানা চলছে।

শালোয়ার পাঞ্জাবী পরে ঈশিতা আসে। ব্যঙ্গ করে হাততালি দিয়ে বলে।

ঈশিতা। বাঃ—বাঃ, চমৎকার।

জয়দীপ। ঈশিতা!

ঈশিতা। বাদশা তোকে ডাকেনি?

জয়দীপ। নিশ্চয়ই।

ঈশিতা। আসিস নি কেন? জানিস, তোর জন্যে ওরা সকলে বসে আছে?

জয়দীপ। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

ঈশিতা। ওরা ঠিক করেছে...জানোয়ার অরণ্য সেনকে না পেলে তার ভাই পল্লবকেই শাস্তি দেওয়া হবে।

জয়দীপ। হতেই পারে না।

ঈশিতা। নিশ্চয়ই পারে।

জয়দীপ। তোর কথায় পারে?

ঈশিতা। তোর কথায় পারে না?

জয়দীপ। না, পারে না।

ঈশিতা। হ্যাঁ পারে।

জয়দীপ। দেখ ঈশিতা, মাত্র একটি রাণের জন্যে সেঞ্চুরী হল না, উইকেট কীপারের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মন মেজাজ খিচরে গেছে—এ সময় আজে-বাজে কথা ভাল লাগে না।

ঈশিতা। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

জয়দীপ। হয়ে থাকলে, তোর জন্যেই হয়েছে।

ঈশিতা। কি বলতে চাস তুই?

জয়দীপ। অরণ্য সেন অন্যায় করে নি। পাহাড়ের মত উঁচু তার মাথা—অরণ্যের মত ছায়াঘন তার হৃদয়...তোর আধুনিকতা তার কাছে ব্যভিচার মনে হয়েছে। তাই সেদিন ছবি এঁকে প্রমাণ করেছে, এদেশে এখনও মানুষ আছে।

ঈশিতা। না। সে মানুষ নয়—জানোয়ার।

জয়দীপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, রাইফেলটা পর্য্যন্ত হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

ঈশিতা। দাদা!

জয়দীপ। বড়লোকের মেয়েকে একফোঁটাও খাতির করে নি।

ঈশিতা। দাদা!

অরিন্দম আসে।

অরিন্দম। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই ঈশিতা। ঘরশত্রু বিভীষণ বলে একটা কথা আছে।

ঈশিতা। তুমি ঠিক বলেছ অরিন।

জয়দীপ। সে ত ব'লবেই...এক রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর।

অরিন্দম। জয়দীপ!

জয়দীপ। কি ভেবেছ ডাক্তার অরিন্দম? বেলা তিনটে থেকে থানা-অফিসারকে আটকে রেখেছ, বাদশাকে পাঠিয়েছ পল্লবকে ডাকতে, ব্যাপারটা কি? তোমরা কি একটা প্রহসন না করে ছাড়বে না বলছ?

অরিন্দম। এতবড় ঘটনাটাকে তুমি প্রহসন বলতে চাও?

জয়দীপ। তাছাড়া কি?

অরিন্দম। তুমি জান, অরণ্য সেন কুলি-কামিনদের তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে?

অমিত রায় আসে।

অমিত। মিথ্যা কথা।

অরিন্দম। মিঃ রায়!

অমিত। আমি এই চা বাগানের ম্যানেজার। কুলি-কামিনদের খবর আপনার চেয়ে আমি বেশী রাখি।

ঈশিতা। খবর রাখেন ঠিকই, প্রকাশ করেন না।

অমিত। ঈশিতা দেবী!

ঈশিতা। মিস চৌধুরী বললে খুশী হব।

অমিত। ইয়েস, কথাটা আমি স্মরণ রাখব। একটা কথা বলছিলাম মিঃ চৌধুরী।

জয়দীপ। আজ্ঞে না। আমি মিঃ চৌধুরী নয়, আমি জয়দীপ। মনটা খুব খারাপ, বুঝলেন ম্যানেজারবাবু...ব্যাট করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু কি যে হল···ইস্, মাত্র একটি রাণ...

ঈশিতা। এটা ক্রিকেটের মাঠ নয়। দারোগা সাহেব আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

দারোগা বঙ্কিম বক্সি আসে।

বঙ্কিম। না, আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

জয়দীপ। আপনি এখানে নতুন এসেছেন, তাই না?

বঙ্কিম। হ্যাঁ। আমি ছিলাম সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে। হঠাৎ নোটিশ পেলাম, আমাকে আপনাদের এখানে বদলি করা হয়েছে। এখানে নাকি একদল সমাজবিরোধীদের দৌরাত্মে জনজীবন বিপর্য্যস্থ।

অমিত। তাদের কি আপনি শায়েস্তা করতে পারবেন?

বঙ্কিম। আপনিই বুঝি এই বাগানের ম্যানেজার? [মুখের দিকে চায়]

অমিত। কেন বলুন তো?

বঙ্কিম। না, কিছু না।

[অরিন্দম ঈশিতাকে ইশারায় কি বলে।]

জয়দীপ। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বঙ্কিম। বুঝতে পারবেন কিছুদিন পরে। ম্যানেজারবাবু বললেন, সমাজবিরোধীদের আমি শায়েস্তা করতে পারব না।

অরিন্দম। উনি আপনাকে বুঝতে পারেন নি।

জয়দীপ। বুঝতে পারলে কি এক রাণের জন্যে—

ঈশিতা। চুপ কর্।

বঙ্কিম। আচ্ছা ম্যানেজার সাহেব, যদি কিছু মনে না করেন—তাহলে আপনার নামটা—

অমিত। আমার নাম—অমিত রায়।

বঙ্কিম। আপনি কতদিন এখানে চাকরী কচ্ছেন?

অমিত। পাঁচ বছর হবে।

ঈশিতা। [ঘড়ি দেখে] দেখলে অরিন! পল্লব এল না?

অরিন্দম। ওই এসে গেছে।

পল্লব আসে।

পল্লব। আমাকে ডেকেছেন?

অমিত। হ্যাঁ। কিন্তু এত দেরী করলে কেন?

পল্লব। দেরী হয়ে গেল স্যার।

বঙ্কিম। তোমার নাম কি?

পল্লব। পল্লব সেন।

বঙ্কিম। অরণ্য সেন তোমার কে হয়?

পল্লব। দাদা।

বঙ্কিম। তোমার দাদা কোথায় থাকে?

পল্লব। ঠিক জানি না।

অরিন্দম। বে-ঠিক কি জান তাই বল?

পল্লব। দাদার সঙ্গে আমার দশদিন দেখা হয়নি।

ঈশিতা। মিথ্যা কথা।

অমিত। আজ্ঞে না…ও মিথ্যা কথা বলে না।

ঈশিতা। আপনি থামুন ম্যানেজারবাবু।

জয়দীপ। কেন? যা সত্যি তা উনি বলবেন না?

অরিন্দম। উনি কি জ্যোতিষী, যে মুখ দেখে সত্য মিথ্যা বলে দেবেন?

বঙ্কিম। তুমি এই চা বাগানে চাকরী কর?

পল্লব। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি একজন সামান্য কেরাণী।

বঙ্কিম। সাতদিনের মধ্যে তোমার দাদাকে তুমি থানায় হাজির করে দিতে পারবে?

ঈশিতা। পারবে মানে? পারতে হবে।

অরিন্দম। যেমন করেই হোক।

জয়দীপ। জীবিত না মৃত?

অমিত। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ভাল প্রশ্ন করেছেন।

ঈশিতা। ম্যানেজারবাবু ভুলে যাচ্ছেন, যে আপনি আমাদের কর্ম্মচারী!

অমিত। আজ্ঞে না মিস চৌধুরী…তা আমি ভুলি নি।

অরিন্দম। ভোলেন নি ত গুরুত্বপুর্ণ একটা আলোচনার মধ্যে হাসেন কি করে?

জয়দীপ। চুপি চুপি হাসলেই পারতেন।

ঈশিতা। তুই এখান থেকে যেতে পারিস।

জয়দীপ। সে ত যাবই। তবে—

বঙ্কিম। শুনুন! পল্লব সেনকে অর্থাৎ অরণ্য সেনের ভাইকে

আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি, সাতদিনের মধ্যে অরণ্য সেনকে থানায় হাজির না করলে—

ঈশিতা। পল্লব সেনের চাকরি থাকবে না।

পল্লব। কি বলছেন আপনি!

ঈশিতা। তর্ক করো না। সামান্য একটা কেরাণীর সঙ্গে ঈশিতা চৌধুরী তর্ক ত দূরের কথা, কথা বলতে ঘৃণা করে।

জয়দীপ। বুঝলেন ম্যানেজারবাবু! বলটা একটু কায়দা করেই দিয়েছিল। নইলে—

পল্লব। দাদা কি অপরাধ করেছে জানি না। ধরে নিলাম সে অপরাধি, কিন্তু তার জন্যে আমার চাকরী,—

ঈশিতা। থাকবে না।

অমিত। থাকবে।

অরিন্দম। ম্যানেজারবাবু! আপনি কি ভেবেছেন···

অমিত। আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই ডাক্তার অরিন্দম। যদি কখনও পেসেণ্ট হয়ে আপনার চেম্বারে যাই—তখন আলাপ হবে।

জয়দীপ। থ্যাঙ্কয়ু মিঃ রয়। যাকে বলে বোল্ড আউট—

অমিত। দারোগা সাহেবের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

বঙ্কিম। নো। আপনার সঙ্গে আমার কথা থাকতে পারে না।

অমিত। অল রাইট! শোন পল্লব! অরণ্যবাবুকে থানায় হাজির করা না করার সঙ্গে তোমার চাকরীর কোন সম্বন্ধ নেই। তুমি যেমন আসছিলে তেমনি আসবে। যদি তোমার কাজে কেউ বাধা দেয়, তুমি আমাকে জানাবে।

বঙ্কিম। তাহলে কি বুঝব, সমাজবিরোধীদের পিছনে আপনাদের ম্যানেজার সাহেবের গোপন মদৎ আছে?

অমিত। বুঝতে যখন ট্যাক্স লাগে না, অবশ্যই বুঝতে পারেন।

অরিন্দম। শুনুন ম্যানেজারবাবু—

অমিত। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি আপনার পেসেণ্ট নই।

[প্রস্থান।

বঙ্কিম। ভদ্রলোক অত্যন্ত দাম্ভিক।

অরিন্দম। আমার ত সন্দেহ হচ্ছে…

ঈশিতা। হচ্ছে মানে! দাদার আস্কারা পেয়ে ভদ্রলোক মাথায় উঠে গেল। ও আমাদের কোম্পানীর ক্ষতি করবে।

জয়দীপ। করলেও করতে পারে।

বঙ্কিম। পল্লব সেন! আমার কথাটা মনে রেখো। আরও মনে রেখো, বাদা অঞ্চলের অনেক কুখ্যাত জানোয়ার আমার চাবুকের ঘায়ে জব্দ হয়ে গেছে। তারা আমাকে দেখে বলত, দারোগা বঙ্কিম বঙ্কি মানুষ নয়, শয়তান। আমি যে পথ দিয়ে যেতাম, সে পথের মানুষগুলো আতংকে কুঁকড়ে যেত। দুষ্টু ডানপিটে ছেলের মা, তার ছেলেকে ভয় দেখাত, বলত—ওই আসছে…বঙ্কিম দারোগা আসছে।

পল্লব। কিন্তু আমি—

বঙ্কিম। হ্যাঁ তুমি। তুমি অরণ্য সেনের ভাই। তোমার দাদার বিরুদ্ধে থানায় অনেক রিপোর্ট আছে। সাতদিনের মধ্যে তাকে তুমি থানায় হাজির করবেই। না হলে চাকরী তোমার থাকতে পারে, কিন্তু পিঠের চামড়া থাকবে না।

ঈশিতা।
জয়দীপ। } দারোগাবাবু!
অরিন্দম।

বঙ্কিম। দারোগা বঙ্কিম বক্সি অসংখ্য মানুষকে গুলি করে মেরেছে। চুলের মুঠি ধরে ফেলে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়েছে সব কটি দাঁত—উত্তপ্ত সাঁড়াসী দিয়ে পেটের চামড়া টেনে ধরে বার করে নিয়েছে প্রয়োজনীয় কথা। সুতরাং অরণ্যকে না পেলে পল্লবকে আমি সহজে ছাড়ব না। ইউ ইয়ংম্যান! এই কথাটা তুমি মনে রেখো।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। কথাগুলো শুনলে ত?

পল্লব। শুনলাম।

ঈশিতা। ভবিষ্যত ভেবে কাজ করবে।

পল্লব। ভবিষ্যত! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অরিন্দম। হাসছ যে!

ঈশিতা। ঠিক সেই অরণ্যের হাসি।

পল্লব। হবেই ত। আমি যে তার ভাই। অবশ্য তার মত হাসি আমি হাসিনি—মানে, হাসতে পারি না।

জয়দীপ। কেন পার না?

পল্লব। তার মত দরাজ বুক আমার নয়। আমি ছোট—অনেক ছোট। আমাকে অংক কষে পথ চলতে হয়, হিসাব করে কথা বলতে হয়। কারণ আমি বিশাল অরণ্য নই, সামান্য পল্লব।

[প্রস্থান।

জয়দীপ। ব্যস হয়ে গেল।

ঈশিতা।
অরিন্দম। } কি হয়ে গেল?

জয়দীপ। সেঞ্চুরী কমপ্লিট।

ঈশিতা। }
অরিন্দম। } তার মানে?

জয়দীপ। এতক্ষণ বামবল চলছিল, কিছুতেই কানেক্ট করতে পারছিলাম না। একবার ব্যাটে যেই ঠেকেছে, ফাষ্ট শ্লিপ দিয়ে আবার চার।

[প্রস্থান।

ঈশিতা। দাদার যা বুদ্ধি, তাতে এতবড় ব্যবসা কি করে যে চালাবে, ভেবে পাচ্ছি না।

অরিন্দম। তুমি ত রয়েছ।

ঈশিতা। না, আমি নেই।

অরিন্দম। নেই মানে?

ঈশিতা। সেই জানোয়ার অরণ্যটাকে শায়েস্তা না করা পর্য্যন্ত আমি অসুস্থ।

অরিন্দম। দেখি তোমার হাতটা। [ঈশিতার হাত ধরে নাড়ী দেখে।]

ঈশিতা। কি হল! হাত ছাড়।

অরিন্দম। ছাড়তে ইচ্ছা করছে না।

ঈশিতা। বাদশাকে বন্দুক আনতে বলব?

অরিন্দম। বন্দুক লাগবে না। ধনুক ত রয়েছে।

ঈশিতা। ধনুক!

অরিন্দম। হ্যাঁ। তোমার কাজল কাজল মিষ্টি দুটি চোখ।

[প্রস্থান।

ঈশিতা। কি সুন্দর কথা বলে অরিন। অরিন আমার রূপের পূজো করে। আর সেই বুনো জানোয়ার অরণ্য! সে আমাকে অপমান করে হাসতে হাসতে ফিরে গেছে। না—না, তার সেই অপমান আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। দারোগা বঙ্কিম বক্সি তাকে শায়েস্তা করতে পারে ভালই, না হলে কারও কথা শুনব না, কারও মুখ চাইব না—সেই অসভ্য অরণ্য সেনকে আমি গুলি করে মারব।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

মিঠিবাড়ীর ময়দান।

চা বাগানের শ্রমিক ভুটান আসে। নেশায় মৃদু টলায়মান।

ভুটান। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মারবে—মারবে…সব শালা ফুটানী মারে। আগে নাম খেলায় জেত, তারপর ত রোয়াবী ছাড়বি।

সাজন আসে। সেও নেশায় মৃদু টলায়মান।

সাজন। চুপ ভুটান…লকসা দিস না…শালা আজ তোকে দু' কোট লাগান না দিই ত আমার নাম কেটে লিস,—

ভুটান। ডাক—ডাক তোর দল।

সাজন। এ্যাই শুক্রা, মঙ্গরু, তোরা এসে যা—

ভুটান। এ্যাই বিলে, কিশেন তোরা আয়…

চারজন যুবক আসে। দুজন করে ভাগ হয়ে দুই পক্ষে দাঁড়ায়।

সাজন। লে ভুটান, মাঝে শির দাগ দিয়ে লে।

ভুটান। হ্যাঁ, দিয়ে লিলাম… [মাঝে পায়ে করে দাগ দেয়] তৈয়ার তু?

সাজন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তৈয়ার।

ভুটান। তাহলে ডাক দিয়ে যা,…এ্যাই তোরা কাণিতে থাকিস—

সাজন। হুঁসিয়ার—হা-ডু ডু ডু…

[সাজন ডাক নিয়ে যায় এবং দম ফুরাবার আগে ফিরে আসে।]

ভুটান। চল…চল…হা-ডু-ডু ডু…

[ভুটান ডাক নিয়ে যায় এবং দম ফুরালে ফিরে আসে।]

শ্রমিক যুবতী পাখী আসে। মৃদু নেশায় টলায়মান পা। কণ্ঠে গান।

পাখী। গীত ;

জুন্‌খা এরপা ছোঁড় দেলক তঁয় আলক মোকায় ঘর।
লাজোমে মরলক সুরজ কা মাঙ্গত হে—কা…

সাজন। এ্যাই পাখী! তু এখানকে কেনে আসলি, এঁ্যা?

পাখী। আমি খেলা করব।

ভুটান। আই বাবা, কি বলছে রে?

সাজন। তুই খেলা করবি—

পাখী। কেন? তোরা আমাকে খেলায় নিবি না?

সাজন। না।

পাখী। তোরা? নিবি না?

ভুটান। না।

পাখী। কেন নিবি না রে?

সাজন। তুই ত শালা মেয়েমানুষ।

পাখী। মেয়েমানুষ ত কি হয়েছে।

ভুটান। বাজে বকিস না—হঠ—হঠ—এখান থেকে।

পাখী। আরে বাবা! আমি ভাল খেলতে পারে। দে—দেনা আমাকে একটা ডাক দিতে—তোদের শিরখেলীকে ঠিক মেরে দিয়ে আসব। তুই আমাকে ধরতে আসবি…একটা হাত ধরবি, কিন্তু রুখতে পারবি না…মিরিক মাছের মত হিড়িক দিয়ে তোকে নিয়ে দাগ ছুঁয়ে ফেলবো।

সাজন। শালার মেয়েমানুষটাকে নিয়ে মুস্কিল হলো বটে।

ভুটান। যা-না পাখী—ঘরকে যা-না।

পাখী। উঁহুঁ—যাবো না।

সাজন।
ভুটান। } যাবি না?

পাখী। না।

সাজন। পাখী!

পাখী। পাখী বলছে খেলা বন্ধ।

ভুটান। খেলা বন্ধ!

সাজন। খেলা হবে না?

পাখী। কি করে হবে! আমি যে তোদের মাঝের দাগে শুয়ে পড়লাম।

[পাখী উভয় পক্ষের মাঝের দাগে সটান শুয়ে পড়ে ।]

বল্টু । }
ফুলু । } আমরা তাহলে পালাচ্ছি ।

বিলে । }
কিশন । } হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমরা চললাম ।

[বল্টু, ফুলু, বিলে, কিশনের প্রস্থান ।

ভুটান । এ্যাই পাখী ওঠ—

পাখী । না ।

সাজন । এখনও বলছি উঠে যা—

পাখী । [হাসি] না—না—না । [উবু হয়ে শুয়ে সাঁতার দেয়]

ভুটান । শালা বেহেট মেয়েটাকে নিয়ে কি করা যায় বল ত ?

সাজন । দাঁড়া খানিক ভেবে দেখি । [বসে]

ভুটান । তুই ভাবতে বসলি ?

সাজন । বসলাম ।

ভুটান । তাহলে আমিও বসি । [বসে]

সাজন । হ্যাঁ বস । বসে বসে ভাব । ভেবে ঠিক কর ।

ভুটান । তুই ভাব । [উভয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবে]

সাজন । আমি ত ভাবতে লেগে গেছি ।

[পাখী হাসে । ওঠে বসে । বসে বলে ।]

পাখী । কি ভাবছিস রে তোরা ?

সাজন । তোকে নিয়ে কি করা যায় ।

ভুটান । হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমিও ওই কথাই ভাবছি ।

পাখী । আমিও ত ওই কথা ভাবছি ।

সাজন। }
ভুটান। } কি ভাবছিস?

পাখী। আমাকে নিয়ে আমি কি করব।

সাজন। }
ভুটান। } পাখী!

পাখী। [হাসিয়া] কি দেখছিস রে…ট্যারা হয়ে কি দেখছিস?

সাজন। তোকে। তোকে দেখছি…

ভুটান। আমিও দেখছি…

পাখী। দুজনে আমাকে দেখছিস?

সাজন। হ্যাঁ।

ভুটান। হ্যাঁ।

পাখী। কেন রে, তোরা কি আগে আমাকে দেখিস নাই? চা বাগানে তোদের সাথ কাজ করি, তখন দেখিস নাই? আমি যখন পিয়ালী নদী থেকে কলসী ভরে জল নিয়ে আসি, তখন দেখিস নাই?

অরণ্য আসে। হাতে ক্যানভাস ও রং তুলি।

অরণ্য। হ্যাঁ, দেখেছি…দেখেছি, দেখেছি বলেই ত আমি রংয়ের যাদু দিয়ে জীবন্ত করে রেখেছি…[পাখীর দিকে চায়]

সাজন। পেন্নাম নাও গো বাবু। [প্রণাম করে]

ভুটান। আমারও নাও। [প্রণাম করে]

পাখী। আমার পেন্নাম নেবে বাবু! [প্রণাম করে]

অরণ্য। যা বাবা, তোরা যে আমাকে একেবারে দেবতা বানিয়ে দিলি।

সাজন। তা তুমি ত দেবতাই বটে গো বাবু!

ভুটান। আলবৎ বটে।

পাখী। ইবার কি ছবি এঁকেছ গো দেবতাবাবু!

অরণ্য। দেখবি? দেখ—

[ছবি দেখায়। সকলে ছবি দেখে। দেখা যায় ভয়ঙ্কর একটা বাঘের ছবি।]

পাখী। আয় বাবা।

সাজন।
ভুটান। } এ যে জানোয়ার!

অরণ্য। হ্যাঁ, এটা জানোয়ার। ভয়ঙ্কর জানোয়ার। এরা আগে বনে-জঙ্গলে বাস করত। নিরীহ প্রাণীদের ঘাড় মটকে, বুক চিরে রক্ত খেত। কিন্তু এখন এরা সমাজে, সংসারে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশে মানুষের সঙ্গে মিশে গেছে।

সাজন।
ভুটান।
পাখী। } বাবু!

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আজকের সংসারে কে মানুষ আর কে জানোয়ার চেনাই যায় না—

পাখী।
সাজন।
ভুটান। } বাবু!

অরণ্য। এঁ্যা! ওঃ, কোথায় কি বলছি...তোরা এসব কথা বুঝতে পারবি না। কিন্তু বুঝতে যে হবে? মানুষের ভিড় থেকে জানোয়ারগুলোকে বেছে বার করে তাদের শাস্তি দিতে হবে।

সাজন। সে কি করে হবে বাবু?

ভুটান। আমরা পারব নাই।

পাখী। আমরা পড়া-লেখা জানচি নাই।

অরণ্য। শিখতে হবে।

সাজন ও ভুটান। বাবু!

অরণ্য। লেখা-পড়া শিখতে হবে তোদের।

পাখী। আয় বাবা···বাবু কি বলছ গো—

অরণ্য। ঠিকই বলছি পাখী! দেশের বুক থেকে নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর করতে হবে। শিক্ষার ছাঁকনায় মানুষগুলোকে ঢেলে দেখে নিতে হবে জানোয়ারের সংখ্যা কত।

সাজন। বাবু আবার পাগল হয়ে গেছে।

অরণ্য। সাজন!

ভুটান। সাজন ঠিক কথা বলছে বাবু!

পাখী। আমরা কিছু বুঝতে লারছি।

অরণ্য। বুঝতে হবে—তোদেরও বুঝতে হবে পাখী। খুঁজে বার করতে হবে কার অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে বিশ্বদীপ চৌধুরী মারা গেল?

সাজন। বাবু ত জানোয়ারের পেটে চলে গেল।

অরণ্য। না।

সাজন।
ভুটান। } বাবু!
পাখী।

অরণ্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোরা ঠিকই বলেছিস। তা তোদের চা বাগানের কাজ কেমন চলছে?

ভুটান। ভাল নয় বাবু।

সাজন। ম্যানেজারবাবু বহুৎ কষ্ট দিচ্ছে।

পাখী। একটা কথা বললে চাবুক নিয়ে তেড়ে আসে।

অরণ্য। তোরা কিছু বলিস না?

সাজন। কি বলব বাবু!

পাখী। তুমি আমাদের লিডার হবে?

অরণ্য। না। খবর্দ্দার ও কথা বলবি না। তোদের সঙ্গে মিশি, তোদের সুখ-দুঃখের খবর রাখি, কিন্তু লিডার হতে বললে আর এখানে আসব না।

পাখী। কেন গো বাবু?

অরণ্য। লিডার হবার ভয়ে।

ভুটান। বাবু!

অরণ্য। কি গুণ আছে আমার, লিডার হবার কতটুকু জ্ঞান আছে? আমি রাজনীতি বুঝি না, মানুষকে ঠকাতে পারি না, মিথ্যা কথা বলতে বুক কেঁপে ওঠে,—মদ খেয়ে তাড়ি খেয়ে কোথায় কখন পড়ে থাকি তার ঠিক নেই, আমি হব লিডার? না—না, লিডার হতে আমি চাই না—আমি চাই মাতাল হতে।

তাড়িওয়ালার ছদ্মবেশে সোমনাথ আসে।

[হাতে হাঁসুয়া, কোমরে দড়ি, কাঁধের লাঠিতে ঝোলানো মাটির কলসী। সে গান গায়।]

সোমনাথ। গীত ;

তাড়ি চাই তাড়ি, জিরেন কাটা তাড়ি।
একটু খেলেই হাতের মুঠোয় আসবে দুনিয়া দাড়ী॥

অরণ্য। এই তাড়িওয়ালা, এদিকে এস।

[তাড়িওয়ালা সোমনাথ গাহিতে গাহিতে আসে।]

সোমনাথ। পূর্ব্বগীতাংশ;

চিন্তাপোকা কুড়ছে মাথা টেনে নাও এক গেলাস,
দুনিয়ার রং বদলে যাবে আহা রে হাইকেলাস,
চোখের সামনে নাচবে রুমঝুম দীল পিয়ার পিয়ারী॥

সাজন। সাবাস তাড়িওয়ালা।

সোমনাথ। তাড়ি চাই, তাড়ি?

ভুটান। চাই—চাই। তা তুমি নতুন এসেছ, নয়?

সোমনাথ। হ্যাঁ নতুন। আজ পেথম বটে।

অরণ্য। দেখি তোমার তাড়ি।

সোমনাথ। দেখেন না বাবু। একদম জিরেন কাটা। ফুর ফুর করে ফানা উঠছে।

পাখী। দেখি—দেখি—

সাজন। আমিও দেখি—

ভুটান। দেখি।

[তিনজনে ঝুঁকে পড়ে তাড়ি দেখে।]

অরণ্য। তোমার নাম কি?

সোমনাথ। ভগবান তাড়িওয়ালা।

সাজন। }
ভুটান। } হাঃ-হাঃ-হাঃ! [তিনজনে তিনদিকে মুখ করে হাসে]
পাখী। }

অরণ্য। এই ভগবান, সবাইকে এক গেলাস করে দিয়ে দাও।

সাজন।
ভুটান। } বাবু ভাল বটে।
পাখী।

সোমনাথ। পয়সা কিন্তু নগদ আজ্ঞে।

অরণ্য। ঠিক আছে বাবা ভগবান। দিয়ে দাও। এই তোরা সার দিয়ে বস।

সাজন। আমি এখেনে বসলাম।

ভুটান। আমি এখেনে।

অরণ্য। পাখী বসবি না?

পাখী। না।

অরণ্য। কেন?

পাখী। ঘরকে খেয়ে আসলাম। আর খাব না।

অরণ্য। এক গেলাস খা।

পাখী। তবে বসলাম। দাওগো ভগবান, টুকুসখানি খেয়ে দেখি।

[তিনজনে তিন জায়গায় বসে। সোমনাথ প্রত্যেককে এক-
গ্লাস করে তাড়ি দেয়। সাজন খেয়ে বলে—]

সাজন। তুমি খাবে না লিডারবাবু?

অরণ্য। খাব, নিশ্চয়ই খাব। দেখি ভগবান, দিয়ে যাও।

[সোমনাথ দেয়, অরণ্য খায়। তিনগ্লাস খাওয়ার
পর পাখী বলে—]

পাখী। লিডারবাবু!

অরণ্য। খবর্দ্দার শালা, লিডার বলবি না। আমি লিডার নই।

ভুটান। কতবার বললাম।

অরণ্য। না। কখনও বলবি না। লিডার, শালা সবাই লিডার বানাতে চায়। লিডার বানিয়ে তোরা আমাকে অকেজো করে ফেলতে চাস? মানুষের কথা ভাবতে পাব না, দেশের কথা চিন্তা করতে পাব না। না—না, আমি লিডার নই। আমি অরণ্য··· শুধু অরণ্য। এই ভগবান সাহেব, ফিন এক গেলাস করে বোলাও।

[সোমনাথ আবার দেয়, সকলে খায়।]

সোমনাথ। আর লাগবে?

সাজন। না।

সোমনাথ। তুমি?

ভুটান। না।

সোমনাথ। তুমি! তোমার লাগবে?

পাখী। হ্যাঁ লাগবে। অনেক লাগবে···মনটায় নেশা ধরেছে··· বুকটা কিমন কিমন করছে···তোমার করছে না লিডারবাবু?

অরণ্য। লিডারবাবু! নর্থ প্লানটেশনে গেলাম···ওরা বললে লিডার-বাবু। তোদের এখানে এলাম তোরা বলছিলি লিডারবাবু···তফাৎ যাও—তফাৎ যাও শালার লিডারবাবু···

পাখী। ওটা কি গো বাবু?

অরণ্য। এটা! মালা। ওরা আমার গলায় দিয়েছিল—বিশ্বাস কর, আমি মালাটা গলা থেকে খুলে ছুটে···হ্যাঁরে, একছুটে পালিয়ে এসেছি···হাঃ-হাঃ-হাঃ, তুই শালা পর এই মালাটা। [পকেটের মালা পাখীকে দেয়]

পাখী। না পড়ব না।

অরণ্য। কেন? খাসা মানাবে।

সাজন। পরনা শালা।

সোমনাথ। সোন্দর মালা বটে—

পাখী। হোক সোন্দর। আমি লিব না।

অরণ্য। কেন?

পাখী। লাজ কর়ছে···

অরণ্য। পাখী···

[অরণ্য মালা দিতে গেলে পাখী উঠে পড়ে। ঈষৎ টলে, জড়ানোকণ্ঠে গান গায়।]

পাখী। গীত :

না—না, দিও না মালা,
ও মালায় বিষম জ্বালা,
খেলা করো না আমার সঙ্গে।
বুকে যদি থাকে তোমার ভালবাসার আয়নাখানা,
দেখে নাও কত রূপ এক অঙ্গে।

সাজন। শালা, বাংলা গান গাইছে।

[সকলে হাততালি দেয়। পাখী গাইতে গাইতে সকলের কাছে যায়। নাচে পাখী। সকলে বাহবা দেয়।]

সকলে। বাহবা!

[পাখী গাইতে থাকে।]

পাখী। পূর্ব্বগীতাংশ :

যদি মনভোমরা তোমার মধু খোঁজে ফুলে ফুলে,
আমার এই লাজুক লাজুক ঘোমটা আমি দিলাম খুলে,
এ বুকের বকুল তুমি কুড়তে চাও গো যদি,
দুটি মন ভাসাও প্রেমতরঙ্গে।

গজানন আসে।

গজানন। সাবাস—সাবাস! একেবারে প্রেমের হাট মাইরী।

অরণ্য। কে রে সাজন!

সাজন। নাপিবাবু। পেন্নাম হই—

গজানন। ও বাবা! তাড়ির হাড়া মজুত। দেখি বাবা, তোমার মালটা কেমন?

অরণ্য। একদম টাটকা, চলবে নাকি?

গজানন। আরে, অরণ্যবাবু যে…আপনার বোনকে সেদিন—

অরণ্য। আঃ, চুপ।

গজানন। ঠিক আছে বাবা। প্রেমের বাজারে বাজে কথা ভাল নয়। কথা বুঝেছেন?

সাজন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বুঝেছি—বুঝেছি…[বসে বসে ঢোলে]

ভুটান। টুকুসখানি বুঝলাম নাপিবাবু। [বমি করে] ওয়াক্—

পাখী। উরা মাতাল হয়ে গেল বাবু!

অরণ্য। মরুক শালারা।

সোমনাথ। বাবু চলবে। টাটকা—

গজানন। কি রকম টাটকা? ওই ছুকরীর মত?

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাখী। নাপিবাবু!

[সাজন আপনমনে বকে।]

গজানন। কি?

পাখী। ও নাপিবাবু!

গজানন। এ্যাঁ।

পাখী। নাপিবাবু গো!

গজানন। কি গো সখী।

পাখী। তুমি আমাকে ভালবাসবে?

[ভুটান বমি করে

গজানন। তাড়িওয়ালা!

সোমনাথ। আজ্ঞে,—

গজানন। এক গেলাস দে মাইরী। চুমুক দিয়ে মনটা লাল করে নিই। কথা বুঝেছিস…

সোমনাথ। বুঝেছি, আজ্ঞে। [তাড়ি দেয়, গজানন খায়]

গজানন। আঃ! পাখী!

পাখী। কি?

গজানন। পাখী, আমার পাখী।

পাখী। কি বাবু, কি?

গজানন। একবার ধরা দাও…

অরণ্য। চুপ কর শালা ঘুঘু।

পাখী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গজানন। আচ্ছা! তোকে আমি দেখে নেব পাখী। কথা বুঝেছিস?

অরণ্য। বুঝেছে। এবার তোমাকে বুঝিয়ে দেব। শালা, তোমাদের মালিককে পেয়েছ?

গজানন। অরণ্যবাবু!

অরণ্য। শালা ইনফরমার। জবরদস্ত দারোগা বঙ্কিম বক্সির দালাল। আমাকে ধরিয়ে দিতে চাও!

সাজন। মারব এক ঝাপ্পড়।

ভুটান। ওয়াক—ওয়াক—

সোমনাথ। বাবু, আমার পয়সা?

গজানন। এঁ্যা, পয়সা নিবি! জেলে পাঠাব। সব শালাকে জেলে পাঠাব। কথা বুঝেছিস?

অরণ্য। যা ভাগ এখান থেকে। দারোগাবাবুকে বলগে—রবিবারে আমি নিজে গিয়ে দেখা করব। তার আগে আমার সময় নেই।

গজানন। আচ্ছা, বঙ্কিম বক্সিকে চেনো না।

পাখী। আই বাবা! দেওতার পারা উঁচু। [হাসি]

গজানন। চুপ কর ছুকরী। মিঠাবাড়ীর ময়দানে রাসলীলে করা বার করে দিচ্ছি। পাখীর পাখনা দুটো পট পট করে ভেঙ্গে দেব, তবেই আমার নাম গজানন তল্পাপাত্র। কথা বুঝেছিস? [প্রস্থান।

[সাজন টলতে টলতে ওঠে বলে—]

সাজন। তুমি দারোগাবাবুর সাথে সত্যি দেখা করবে বাবু?

অরণ্য। হ্যাঁরে। তিনি আমাকে খুঁজছেন যে—

[ভুটান বমি করতে করতে ওঠে বলে—]

ভুটান। শালা দারোগা—

অরণ্য। চুপ। তাড়ি খেয়েছিস, মাতাল হয়েছিস, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে। নেশার ঘোরে মুখ খারাপ করিস না।

পাখী। তুমি যে মুখ খারাপ করছো!

অরণ্য। কান মলে দে…একশোবার কান মলে দে।

সাজন।
ভুটান। } বাবু!
পাখী।

অরণ্য। আমরা বোকা জানিস? কেবল গালাগাল দি, খুনোখুনি করি, কি করলে ভাল হবে, কেউ তা ভাবি না। বাবা ভগবান, এই নাও তোমার মালের দাম। [পাঁচ টাকার নোট দেয়]

সোমনাথ। খুচরো ফেরৎ নিবেন না?

অরণ্য। না ভগবান, না। ভগবানের কাছ থেকে শুধু খুচরো ফেরৎ নেব না। যদি পারি মানুষের সংসার থেকে যা কেড়ে নিয়েছ তার সবটুকু আদায় করে নেব।

[প্রস্থান।

পাখী। বাবু! বাবুজী! [অরণ্যের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।]

সোমনাথ। আচ্ছা, বাবু যে বললো মালিককে পেয়েছিস—

ভুটান। হঁ্যা—হঁ্যা, নাপিবাবুকে বললে বটে।

সোমনাথ। মালিকবাবু কি করে মারা গেল?

সাজন। হুই পাহাড়ের উপর থেকে খাদে পড়ে গিয়ে।

ভুটান। আমার বিশ্বাস হয় না বটে।

সোমনাথ। তোমার কি মনে হয় বটে?

ভুটান। মালিকবাবুকে কেউ মেরে দিয়ে উই পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়েছে।

সোমনাথ। তাড়ি চাই—তাড়ি—একদম টাটকা তাড়ি—

[প্রস্থান।

[অরণ্যের ফেলে যাওয়া মালাটা পাখী কুড়িয়ে নিয়ে দেখে। গলায় পরে। বলে—

পাখী। সোনার একটা পাহাড়। সেই সোনার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা হীরের মানুষ।

সাজন। কি বলে রে ছুকরী মেয়েটা।

ভুটান। শোন না কেনে।

[দুজনে দুইধারে গিয়ে পাখীর কথা শোনে। পাখী বলে—]

পাখী। সেই মানুষটাকে আজ লতুন করে দেখলাম। তাকে আমার পরাণটা দিয়ে দিলাম।

ভুটান। হাঃ হাঃ হাঃ, নেশাড়ী মেয়েটা মাতাল হয়ে গেছে রে সাজন। ওর বুকে রং লেগেছে…টলছে,…পড়ে যাবে। তু থাক, আমি চললাম। ওই ছাখ না, টুকনী উঁকি দিয়ে আমাকে ডাকছে… আয় বাবা! আরে যাচ্ছি—যাচ্ছি—টুকুসখানি সবুর কর।

[প্রস্থান।

সাজন। এ্যাই পাখী!

পাখী। বল।

সাজন। যে মানুষটার কথা বলছিস, সে বোধহয় আমি?

পাখী। থুঃ-থুঃ-থুঃ।

সাজন। পাখী!

পাখী। গোষা হয়ে গেল লয়? কি করব বল। মনটা যে দিয়ে ফেলেছি…যখন জানতে পারলাম, তখন মানুষটা কে চিনলাম। দেখলাম সোনার পাহাড়ের সেই হীরের মানুষটা আর কেউ লয়, আমাদের লিডারবাবু। [প্রস্থান।

সাজন। না—না—না, সেটি হবে না। তু আমার। তুকে আমি পরাণ দিয়েছি। তু আমার বুকের খাঁচায় বসে বসে বুলি বলবি, আর আমি পচুইয়ের লেশায় চোখ দুটো মেলে দেখব, তোর সোন্দর শরীলটা…তু হাসবি, আমি বলব—চল পাখী, একসাথে উড়ে হুই চা বাগানে কাজে যাই। [প্রস্থান।

Subplot
T পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্যসেনের বাড়ী।

খবরের কাগজ হাতে শিউলী আসে।

শিউলী। চা বাগান থেকে মেজদা এখনও ফিরল না। বলে গেল ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দেব, তাও দিল না। জ্বরে মায়ের গা পুড়ে যাচ্ছে…কি যে করি ছাই…[কাগজ পড়ে] "পাত্রী চাই। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম্মে নিপুণা কায়স্থ পাত্রী চাই"।

বনানী আসে।

বনানী। কি পড়ছিস শিউলী।

শিউলী। তিস্তা নদীতে প্রবল বন্যা…

বনানী। কর্ম্মখালি পড়েছিস? দেখনা, টুকুনের যদি একটা গতি হয়। ছেলেটা বেকার বলেই ত উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

শিউলী। জ্বরে ধুকছ…কি জন্যে উঠে এলে? যাও, ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। হ্যাঁ, রাত্রে কি খাবে মা? এক কোয়া কমলা লেবু পর্য্যন্ত নেই।

বনানী। ছাই ত আছে শিউলী।

শিউলী। মা! [মাকে ধরে] ইস, গা পুড়ে যাচ্ছে।

বনানী। যাবেই ত মা। মনে যে আগুন লেগেছে।

শিউলী। মেজদা কি ভাবে জানি না। তিনদিন হল তবু এক-ফোঁটা ওষুধ পড়ল না।

বনানী। ওষুধে কাজ নেই। এমনি করে যে কটা দিন যায় যাক। হ্যাঁরে শিউলী!

শিউলী। কি মা!

বনানী। অরণ্যের কোন খবর পেয়েছিস?

শিউলী। না।

বনানী। কোথায় যে থাকে ছেলেটা…এম-এ, পাশ করল, কত আশা ছিল ছেলেটার ওপর…কিন্তু…

পল্লব আসে।

পল্লব। মা! মা! এই যে তুমি এ ঘরে…ঠিক আছে…ডাক্তার-বাবু এসেছেন। আসুন—আসুন ডাক্তারবাবু! শিউলী, চেয়ারটা মুছে দে। [শিউলী আঁচল দিয়ে মোছে]

অরিন্দম আসে।

অরিন্দম। ঠিক আছে—ঠিক আছে, ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বসছি। [বসে]

পল্লব। উনি আমার মা।

অরিন্দম। নমস্কার। [নমস্কার করে]

বনানী। নমস্কার। [নমস্কার করে]

পল্লব। আর ওই আমার বোন শিউলী।

অরিন্দম। আচ্ছা—আচ্ছা! শিউলী…ভেরী সুইট নেম। [চেয়ার ছেড়ে] শিউলী! চেয়ারটা মার সামনে দাও ত।

শিউলী। এই যে…

[বনানী বসে আছে চেয়ারে, শিউলী অন্য চেয়ারটা মা'র সামনে সরিয়ে দেয়।]

পল্লব। ডাক্তারবাবুর জন্যে চা করে নিয়ে আয় শিউলী।

শিউলী। যাই।

অরিন্দম। না, আমি এখন চা খাই না। দেখি মা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানুন ত।

[বনানী নিঃশ্বাস টানে, অরিন্দম ষ্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করে।]

বনানী। উঃ! ওইখানটায় বড্ড ব্যথা বাবা।

অরিন্দম। হুঁ।

শিউলী। [পল্লবকে মৃদুস্বরে বলে] ডাক্তারবাবুর জন্যে কিছু মিষ্টি আনলি না কেন?

পল্লব। ভুল হয়ে গেছে। টুকুন কোথায় গেল?

অরিন্দম। দেখি, থার্মোমিটারটা মুখে রাখুন ত।

[অরিন্দম বনানীর মুখে থার্মোমিটার দিয়ে শিউলীর দিকে চায়। শিউলী মাথা নত করে। থার্মোমিটার তুলে নিয়ে দেখে। অরিন্দম বলে—]

অরিন্দম। একশো দুই।

শিউলী। } একশো দুই!
পল্লব। }

অরিন্দম। তা হোক। ভাবনার কোন কারণ নেই। প্রেসক্রিপসেন লিখে দিচ্ছি…কাল সকালে কাউকে চেম্বারে পাঠিয়ে দেবেন।

[ব্যাগ থেকে প্যাড বার করে প্রেসক্রিপসেন লেখে।]

শিউলী। [পল্লবকে ইশারায়] টাকা পেয়েছিস?

পল্লব। না।

বনানী। অসুখটা কি বাবা?

অরিন্দম। তেমন কিছু নয়। ঠাণ্ডা লেগেছে...ভিটামিন সর্ট... সেই জন্যে...এই নিন পল্লববাবু! আর একটা কথা...কিছুদিন ভাল খাবার খাওয়াতে হবে।

শিউলী। ভাল খাবার বলতে—

অরিন্দম। দুধ, ছানা, আঙ্গুর, আপেল—

বনানী। কিন্তু ওসব ত রোজই খাচ্ছি বাবা।

অরিন্দম। হাঃ-হাঃ হাঃ!

শিউলী। ডাক্তারবাবু!

অরিন্দম। কেন হাসলাম জানেন? সত্যি ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলেছি।

পল্লব। না মানে—

অরিন্দম। লজ্জার কোন কারণ নেই পল্লববাবু। এ দেশের প্রায় প্রতিটি সংসারের চেহারাই এক। ভাল খাদ্যের অভাবে আপনার মা'র মত অনেক মাকেই অসুস্থ দেখতে পাবেন।

শিউলী। আপনি—

অরিন্দম। কিছু মনে করো না শিউলী! তোমার মেজদা... ভদ্রলোক বড্ড চাপা। কোন কথাই আমাকে জানায় নি।

পল্লব। কিন্তু—

অরিন্দম। থাক। কিছু বলতে হবে না। ঈশিতাকে বলে আপনার মাইনা আমি বাড়িয়ে দেব। আপনি—

পল্লব। এবার থেকে আপনি আমাকে তুমি বলবেন ডাক্তারবাবু।

অরিন্দম। আচ্ছা, ঠিক আছে...তোমাকে সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি...অরণ্যবাবু শিক্ষিত লোক হয়ে...যাক সে কথা, সেদিনের

ব্যবহারের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও, আর এই নাও···এই টাকাটা রাখ। [টাকা দিল]

পল্লব। একশো টাকা! কিন্তু—

অরিন্দম। কোন কিন্তু নয়। সাধারণ ঘরের ছেলে আমরা। তোমার দুঃখ আমি বুঝব, আমার দুঃখ তুমি বুঝবে। এই হল গিয়ে ব্যাপার। টাকাটা সময় মত ফেরৎ দিও, তাহলেই ত হবে।

বনানী। না বাবা। পল্লব, টাকা নেওয়া ঠিক হবে না। ফেরৎ দিয়ে দে।

অরিন্দম। ছেলে যদি মাকে প্রণাম করে সামান্য কিছু দেয়, তাহলে মা কি তা ফেরৎ দেয়? [বনানীকে প্রণাম করে]

বনানী। দীর্ঘজীবী হও বাবা।

অরিন্দম। পল্লব! শিউলী বেকার বসে কেন? আমাদের কোম্পানী ত একজন নার্স খুঁজছে···

বনানী। না। মেয়েকে আমি চাকরী করতে দেব না।

অরিন্দম। ক্ষতি কি মা। ওর রোজগারের টাকা দিয়েই ওর বিয়ে দেবেন।

পল্লব। ডাক্তারবাবু!

অরিন্দম। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সংসারের অভাব মাপবার থার্ম্মোমিটার আমার বুকে লুকোনো আছে পল্লব। কারণ আমিও একদিন তোমার মত গরীব ছিলাম। আচ্ছা, আজ চলি।

[প্রস্থান।

পল্লব। লোকটার সম্বন্ধে ধারণাই বদলে গেল।

শিউলী। লোকটা খুব মিসুক, তাই না।

বনানী। পল্লবকে চা করে দে শিউলী।

শিউলী। যাচ্ছি। আচ্ছা মেজদা, নার্সের চাকরী আমি পারব?

বনানী। না।

শিউলী। খুব পারব।

বনানী। পারলেও করতে দেব না।

পল্লব। ক্ষতি কি মা! কত মেয়ে ত কত জায়গায় চাকরী করছে?

বনানী। এ বংশের কোন মেয়ে কখনও চাকরী করেনি!

শিউলী। এ বংশের কোন মা'র পয়সার অভাবে চিকিৎসা হয়নি বলতে পার?

বনানী। শিউলী!

পল্লব। আঃ, মা! চেঁচাচ্ছ কেন? অসুস্থ শরীর। এখনি কিছু হচ্ছে না। শিউলী, মার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করিস না···আমি একটু বাজারে যাচ্ছি। তোর কিছু আনতে হবে?

শিউলী। এক পিস ব্লাউসের ছিট···আর···

বনানী। একসেট হাইহিল চপ্পল আনবি। ধিঙ্গি মেয়ে উড়বে, রঙ্গীন পাখা গজিয়েছে।

[প্রস্থান।

শিউলী। মা!

পল্লব। রাগ করিস না শিউলী। মা'র কথা ধরিস না···তোর সাহস থাকলে নার্সিংএর চাকরী আমি করে দেব।

[প্রস্থান।

শিউলী। মেজদা খুব ভাল। এই যা—মেজদাকে যদি এক শিশি সেণ্ট আনতে বলতাম···

[হঠাৎ যেন শিউলী খুশী হয়ে ওঠে। আনন্দে গান গায়।]

শিউলী। গীত :

গাগরী ভরণে চলিল নাগরী শুনেছে শ্যামের বাঁশী।
চরণে নূপুর বাজিছে ঝুমুর চোখে জল মুখে হাসি।

গাইতে গাইতে টুকুন আসে।

টুকুন। গীত :

মন বড় চঞ্চল, তায় ওড়ে অঞ্চল, জড়ায়ে জড়ায়ে ধরে পা।
যদি সে পাখী হত, এখনি উড়িয়া যেত, এত দেরী প্রাণে সয় না।

[শিউলী গায়।]

পথ যে কমে না—
যত যায়—

[টুকুন গায় ও এগিয়ে আসে।]

—তত বাড়ে,
পথ ত কমে না।
বাঁশী আরও দূরে বাজে,
পথ ত কমে না।
বিহান বেলায়, আসিয়া দাঁড়ায় কদম্বের তলে।
লোকে বলে কলঙ্কিনী—কালি দিল কুলে।

[টুকুন শিউলীর সামনে আসে।]

শিউলী। গানটা আমায় শেখাবি ছোড়দা?
টুকুন। শেখাব। কিন্তু মা কাঁদছে কেন রে?
শিউলী। আমি নার্সের চাকরী করব বলেছি।
টুকুন। তুই নার্সের চাকরী করবি?

শিউলী। তবে কি ব্যারিষ্টারি করব?

টুকুন। কেন, সংসার করবি না?

শিউলী। ছোটদা!

টুকুন। ছোট্ট একটা সংসার। উঠোনের একপাশে থাকবে তুলসী তলা, তুই বৌ হয়ে, গলায় আঁচল জড়িয়ে, প্রদীপ জ্বালবি, শাঁখ বাজাবি, তোর বধূর মন ভরে উঠবে মিষ্টি মধুর স্বপ্নে।

[প্রস্থান।

শিউলী। মিথ্যা···মিথ্যা, শিউলীর জীবনে সে স্বপ্ন কোনদিন আসবে না। হুঁ, ছোট্ট সংসার···হাতে সন্ধ্যা-প্রদীপ···হাতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ···[হাসি] বধূর মনে মিষ্টি মধুর স্বপ্ন। [কাগজটা টেনে পড়ে] এক অজ্ঞাত কুলশীল তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার·· পুলিশ আত্মহত্যা বলেই সন্দেহ করছে।

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

—:০:—

Main plot

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সাহেব কুঠি।

অমিত রায় আসে।

অমিত। সন্দেহ করছে…সন্দেহ করার ফলটা একবার বুঝিয়ে দেব। তোমরা জান না, অমিত রায়ের মনের ভিতরে কি আছে। খুব ত দুজনে মিলে—

বাদশা আসে।

বাদশা। পিং পং খেলছে।

অমিত। আমার কথা বললি?

বাদশা। হ্যাঁ।

অমিত। কি বললি?

বাদশা। বললাম, ম্যানেজারবাবু দেখা করতে চান। জরুরী দরকার।

অমিত। কি বললে?

বাদশা। শুনতে পেলো না।

অমিত। শুনতে পেলো না!

বাদশা। পেয়েও পায়নি।

অমিত। হুঁ…ঠিক আছে…[পায়চারি করে]

বাদশা। বাবু, যে লোকটা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে, সে কে?

অমিত। কার কথা বলছিস···ওহো, সে আমার মামাত ভাই।

বাদশা। সেদিন যে বললেন, আপনার মামার বংশের কেউ নেই?

অমিত। হ্যাঁ—মানে—সম্পর্কে মামাত ভাই।

বাদশা। অঃ!

অমিত। আর একবার যা বাদশা।

বাদশা। আবার যাব?

অমিত। হ্যাঁ। বলবি, ম্যানেজারবাবু অপেক্ষা করছেন।

বাদশা। দেখি, এবার দয়া হয় কি না।

[প্রস্থান।

অমিত। বাদশা ইনটেলিজেন্ট। সাবধানে এগোতে হবে। কিন্তু [পকেট থেকে নোটবুক বার করে দেখে] ইস্, ডাঃ অরিন্দম বোস, তোমার সন্ধানী দৃষ্টি—

বাদশা আবার আসে।

বাদশা। বাপরে বাপ···

অমিত। কি হল?

বাদশা। রেগে লাল।

অমিত। একা আছে?

বাদশা। মাণিকজোড়।

অমিত। কি বললে?

বাদশা। বোমা ফাটল।

অমিত। তার মানে?

বাদশা। বললে, "টাইম নেই"।

অমিত। জয়দীপবাবুকে ডাক ত।

বাদশা। তাঁর অসুখ।

অমিত। কবে থেকে?

বাদশা। তা জানি না বাবু। বড়ঘরের কথা যখন তখন জানা যায়?

অমিত। আচ্ছা, পল্লববাবু ডাক্তারের কাছে কেন আসে জানিস?

বাদশা। কেরাণীবাবুর মায়ের অসুখ, তাই।

অমিত। হুঁ।

বাদশা। বাবু।

অমিত। কি?

বাদশা। মেমদিদি কি ডাক্তারবাবুকে বিয়ে করবে?

অমিত। মনে হয়। তাছাড়া...তোর মেমদিদির বাবার ত সেই ইচ্ছাই ছিল।

বাদশা। না। শেষকালে মত বদলেছিলেন...আমি ত ভেবে-ছিলাম—

অমিত। কি ভেবেছিলি?

বাদশা। আপনিই মেমদিদিকে বিয়ে করবেন।

অমিত। কি বললি!

বাদশা। ঠিকই বলছি বাবু। আপনি ত মেমদিদিকে ভালবাসেন।

অমিত। বাদশা!

বাদশা। হ্যাঁ বাবু! আমি দেখেছি মেমদিদিকে দেখলেই আপনি যেন কেমন হয়ে যান। পড়ার ঘরে মেমদিদি যখন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যান, আপনি তখন চুপি চুপি গিয়ে একনজরে চেয়ে থাকেন।

অমিত। সাটআপ্।

বাদশা। তাড়া দিয়ে মুখ না হয় বন্ধ করলেন, কিন্তু চোখ? চাকর বাদশার চোখ দুটো ত আপনি বন্ধ করতে পারবেন না বাবু।

[প্রস্থান।

অমিত। বাদশা ধরে ফেলেছে। [পকেট থেকে ছবি বার করে] একে আমি ভুলতে পারি না। সমুদ্রের মত চোখ…হাসি মাখা মুখ…না—না, ঈশিতা ডাক্তারের স্ত্রী হবে, এ আমি কিছুতেই—

লুঙ্গি ও সার্ট পরে ঈশিতা আসে।

ঈশিতা। ভাবতে পারেন না?

অমিত। কি ভাবতে পারি না?

ঈশিতা। আমাদের সময়ের কত দাম! [ঘড়ি দেখে] যাক, তাড়াতাড়ি বলুন, কি বলবেন। কুইক বলুন। বেশীক্ষণ টাইম দিতে পারব না।

অমিত। অসুবিধা হলে আসতে পারেন।

ঈশিতা। তার মানে! [ঘড়ি দেখে]

অমিত। ডাক্তারের সঙ্গে খেলা করবার সময় ওইভাবে ঘড়ি দেখেন না ত।

ঈশিতা। আপনার হিংসা হয়?

অমিত। না, মায়া লাগে।

ঈশিতা। ম্যানেজারবাবু, আপনার—

অমিত। কিছু অভিযোগ আছে।

ঈশিতা। নিশ্চয়ই অরিণের বিরুদ্ধে?

অমিত। না। আপনার বিরুদ্ধে।

ঈশিতা। হোয়াট ডু ইউ মিন?

অমিত। য়ু আর গোয়িং অন রং ওয়ে।

ঈশিতা। থ্যাঙ্কস্। অয়েল ইয়োর ওন মেসিন। বাই—

অমিত। ওয়েট মিস চৌধুরী। আসল কথা বাকি আছে।

ঈশিতা। উঃ, কি জ্বালাতন! [ঘড়ি দেখে] বলুন।

অমিত। মিঃ চৌধুরী ত প্লানটেশনের কথা ভাবেনই না। আপনিও একটু লক্ষ্য করবেন না?

ঈশিতা। আপনি আছেন কি করতে?

অমিত। চাকরী করতে।

ঈশিতা। তাহলে চাকরী করুন। চা বাগানের সুবিধা অসুবিধা দেখুন।

অমিত। দেখেই ত বলতে এলাম।

ঈশিতা। কাল বলবেন। [প্রস্থানোদ্যত]

অমিত। বাগানের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে।

ঈশিতা। আপনি ত তাই চান মিঃ রয়।

অমিত। কি বলছেন!

ঈশিতা। ঠিকই বলছি। জানোয়ার অরণ্যসেনের সঙ্গে আঁতাত করে, চা বাগান বন্ধ করে দিতে চান। না হলে আমি যখন পল্লবকে তাড়াতে চেয়েছিলাম তখন আপনি দিয়েছিলেন বাধা, কিন্তু এখন আবার বলছেন পল্লবকে তাড়াতে হবে। আপান কি মনে করেন, কলকাতা থেকে নতুন এসেছি বলে আাম কিছুই বুঝি না? মনে রাখবেন, আমার পিছনেও—

অস্সুস্থ জয়দীপ আসে।

জয়দীপ। দুটো চোখ আছে।

ঈশিতা। তুই বল্ ত দাদা।

জয়দীপ। বলছি ভাই, বলছি। শরীরটা অসুস্থ...হ্যাঁ—ম্যানেজার সাহেব, ঈশিতাকে বোকা মনে করবেন না। বাবার মৃত্যুর পর থেকে ও যে ভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে...

ঈশিতা। দাদা!

জয়দীপ। অরণ্য সেনকে সেদিন দেখলাম। কুলী বস্তীতে কলেরা হয়েছে। লোকটা কি সেবাই না করছে...

ঈশিতা। আমার সামনে সেই জানোয়ারটার নাম করবি না।

বঙ্কিম বক্সি আসে। হাতে ঘোড়ার চাবুক।

বঙ্কিম। না করে নাই করবে। দেখি, সে কতদিন দেখা না করে বেঁচে থাকে।

অমিত। শুনলাম ওজনবাবুকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে?

বঙ্কিম। সাহস সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাকে আমি এমন শায়েস্তা করব।

জয়দীপ। জীয়ন্ত পেলে ত?

বঙ্কিম। তার মানে?

জয়দীপ। সে মারা গেছে।

অমিত। কবে?

জয়দীপ। আজ সকালে।

ঈশিতা। আত্মহত্যা করেছে নিশ্চয়ই?

অমিত। সে ছেলে অরণ্য নয়।

বঙ্কিম। তাহলে মলো কিসে?

জয়দীপ। গুলি খেয়ে।

বঙ্কিম। কে গুলি করল?

জয়দীপ। আমার বোন ঈশিতা।

ঈশিতা। ওয়ার্থলেশ।

বঙ্কিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ঈশিতা। হাসছেন! লজ্জা করছে না হাসতে? সামান্য একটা জানোয়ারকে আপনি শায়েস্তা করতে পারলেন না? পুলিশ নেই থানায়? তাদের অর্ডার দিন, খুঁজে আনুক সেই জানোয়ারটাকে!

জয়দীপ। অত ঝঞ্ঝাট না করে প্রেসিডেণ্ট নিক্সনকে খবর দে, ভিয়েৎনামে বোমা ফেলার মত অরণ্যের উপর একখানা বোমা ঝেড়ে দিয়ে যাক।

ঈশিতা। বাদশা! আমার রাইফেলটা নিয়ে আয়। আমিই আজ তাকে—

অরণ্য আসে।

অরণ্য। ফিনিষ করে দেবে। তাই দাও, অরণ্য হাজির।

বঙ্কিম। তুমিই অরণ্য সেন!

অরণ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ রবিবার। গজাননকে কথা দিয়েছিলাম। কথা মত থানায় গিয়ে শুনলাম, আপনি এখানে চলে এসেছেন। তাই এখানেই এলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কি হল, দেখছেন কি অমন করে? বিশ্বাস করুন, আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। ঘোড়াটা চরছে…ওটা বুঝি আপনার? ফাষ্টক্লাশ দেখতে কিন্তু…

বঙ্কিম। শুনলাম তুমি ফিলোজফিতে এম-এ?

অরণ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ…ওই সামান্য একটু বিদ্যে।

বঙ্কিম। আমার কাছে আসতে তোমার ভয় করল না?

অরণ্য। ভয় করবে কেন! আমি অন্যায় করি না, অন্যায় সইতে পারি না।

বঙ্কিম। মিস চৌধুরীর ছবি এঁকে অন্যায় করনি?

অরণ্য। না।

ঈশিতা। গজাননকে অপমানটাও অন্যায় নয়?

অরণ্য। না।

বঙ্কিম। চা শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুমি আন্দোলন করছ না?

অরণ্য। মিথ্যা কথা।

অমিত। আপনি বাড়ী যান না, সংসার দেখেন না, মা ভাই বোনের খোঁজ খবর রাখেন না কেন?

অরণ্য। কে বললে রাখি না? গোটা দেশটা আমার সংসার। সারা দেশের ছেলে-মেয়েরা আমার ভাই-বোন। আমি জন্মভূমি মায়ের কোলে বসে দেশের অসংখ্য ভাই-বোনদের কথাই ত দিন-রাত ভাবছি।

জয়দীপ। আপনি নেশা করেন?

অরণ্য। করি।

বঙ্কিম। মদ খাওয়া অন্যায় নয়।

অরণ্য। আমাদের বেঁচে থাকাটাও বোধহয় অন্যায়?

বঙ্কিম। সাটআপ।

অরণ্য। অলরাইট।

বঙ্কিম। বল, মিস চৌধুরীর ছবি কেন এঁকেছ?

অরণ্য। তার আগে জিজ্ঞাসা করুন মিস চৌধুরীকে, কেন সে কদর্য্য দৃশ্যের অবতারণা করে।

ঈশিতা। চুপ, জানোয়ার!

অরণ্য। কি দারোগাবাবু! মুখে কি তালা লাগানো হল? সমাজের শান্তিরক্ষক আপনি, অশান্তি সৃষ্টিকারী ওই মহিলাটিকে ত একটি কথাও বলছেন না?

বঙ্কিম। অরণ্য সেন!

অরণ্য। চিৎকার করবেন না দারোগাসাহেব। কাজ করুন। অসাধু ব্যক্তিদের ইঙ্গিতে নির্দোষ কতকগুলো মানুষের পিছনে না দৌড়ে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিন। শুধু চাকরী আর অর্থের কথা না ভেবে দেশের কথা চিন্তা করুন...নরনারায়ণদের মুখে যারা বিষ তুলে দিচ্ছে...শিশুর খাদ্য যারা গুদামজাত করে অগ্নিমূল্যে বিক্রি করছে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যারা ব্যভিচার ছড়িয়ে দিতে দৃঢ়সংকল্প, তাদের ছেঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে দিন।

বঙ্কিম। তাই দেব স্কাউণ্ড্রেল।

[সহসা অরণ্যকে প্রচণ্ডভাবে চাবুক মারতে থাকে। অরণ্য নীরব। ঈশিতা হাসে।]

অমিত। কি করছেন দারোগাসাহেব?

জয়দীপ। না—না, আর মারবেন না।

ঈশিতা। ইস্, ভেরী নাইস সীন। [হাততালি দেয়]

বঙ্কিম। খুনে, শয়তান, জানোয়ার।

[চাবুক ফেলে দেয়। বঙ্কিম বক্সি হাঁফায়। সকলে নীরব। অরণ্য মৃদু হেসে বলে।]

অরণ্য। আমি তাহলে আসি দারোগাবাবু! নমস্কার।

[প্রস্থান]

অমিত। দারোগাবাবু, অরণ্য সেনের মত ছেলে আপনি বোধহয় জীবনে এই প্রথম দেখলেন।

[প্রস্থান।

ঈশিতা। তুই কিছু বলবি না দাদা?

জয়দীপ। বলছি,—

ঈশিতা। কি বলছিস?

জয়দীপ। ধন্যবাদ ঈশিতা! অশেষ ধন্যবাদ।

[প্রস্থান।

ঈশিতা। ননসেন্স…কি হল দারোগাসাহেব! কি এত ভাবছেন? আমি কিন্তু খুব খুশী হয়েছি। [চাবুকটা কুড়িয়ে] এই চাবুক সেই জানোয়ারটার পিঠে কতবার পড়েছে। আঃ, কি তৃপ্তি। ধরুন মিঃ বক্সি, আপনি খুব ক্লান্ত, আমি আপনার জন্যে এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

[বঙ্কিম বক্সি চাবুকটা ধরে কি যেন দেখে। কি ভাবে। পরে চাবুক ফেলে দিয়ে বলে—]

বঙ্কিম। দারোগা বঙ্কিম বক্সি! তোমার জীবনের ভুল আজ ধরা পড়ে গেল। তুমি ত দেখলে, ন্যায় কত নীরবে চলে যায়, আর অন্যায় উপহার পাঠায় এক পেয়ালা চা?

[প্রস্থান।

—:•:—

সপ্তম দৃশ্য

চা বাগান।

পাখী গান গাইতে গাইতে আসে।

তার পিঠে বাঁধা টুকরী।

পাখী। **গীত**

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি চা—
এতেই মোদের কান্না হাসি, এতেই মরা বাঁচা।
জীবন দিলাম মরণ দিলাম রক্ত দিলাম ছেঁচে,
মজুর দলের মেহনতে এরা আছে বেঁচে,
অনেক ফাগুন চুরি করে এরা সবুজ কাঁচা।

গানের মাঝে সাজন আসে।

[তার কাঁধে কোদাল। গানের শেষে সাজন পাখীর আঁচল টেনে বলে।]

সাজন। এ্যাই পাখী, শোন।

পাখী। মোকে কা বলতে চঁয় সাজন ?

সাজন। তুর সাথ মোকার সাদি বান্লক পাক্কা···তু মোকার জোনি···তুই আমার বৌ···

পাখী। চুপ মার বেহোর !

সাজন। গোষা করিস না পাখী। তোকে আমি পেরাণটা দিয়ে দিলেম।

পাখী। আয় বাবা। [হাসি]

সাজন। হাসিস না মাইরী। তোকে দেখলে মোকার পেরাণটা কেমন কেমন করে। তোকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব। দেখনা কেনে তঁয় মোকার বুকে হাত দিয়ে দেখ। [পাখীর হাত নিজের বুকে চেপে ধরে]

পাখী। আয় বাবা! ঢিপিস ঢিপিস করছে বটে।

সাজন। তোর করছে না?

পাখী। [হাসে] দেখবি?

সাজন। পাখী!

পাখী। রং লাগথে…তঁয় বুকে ভালবাসার রং লাগথে।

সাজন। জানছিস পাখী, ইবার বল, তঁয় বুকে রং লাগথেক নাই কি?

পাখী। হ্যাঁ।

সাজন। তাহলে বল তুই আমার বউ হবি?

পাখী। বৌ!

সাজন। হ্যাঁ। এই দেখ, তোর লেগে কি লিয়ে এসেছি।

পাখী। কি লিয়ে এসেছিস?

সাজন। দেখ…দেখ না কেনে। [কোঁচড় থেকে বার করে ফুলেল তেল, কাঁচের চুড়ি।]

পাখী। মোকার লগে আলক তঁয়?

সাজন। হ্যাঁ। লে, তু লে।

পাখী। না।

সাজন। কেনে?

পাখী। লিব না। আমার খুশী।

সাজন। পাখী!

পাখী। পাখী লিডারবাবুর খাঁচায় বাঁধা পড়ে গেছে।

সাজন। না। [চিৎকার করে]

পাখী। সাজন!

সাজন। তোকে আমি ছাড়ব না পাখী। তোকে আমি লিব। তু আমার।

[পাখীর হাত ধরলে পাখী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—]

পাখী। হুঁসিয়ার সাজন! ফির ওই কথা মুখে বললে ভাল হবে না।

সাজন। হওথে…জরুর হওথে…ই বাতকের ময় নেহি শুনবয়। তু মোকার বৌ হবি।

পাখী। তুর কথায়! থু—থু—

সাজন। পাখী!

[সাজন পাখীর দিকে এগোয়, হাসে। পাখী ভয় পায়, চেঁচায়।]

পাখী। বাঁচাও—মোকে বাঁচাও—

সাজন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গজানন আসে।

গজানন। এই, এই সাজন! সকালবেলায় পচুই টেনে কাজে এসেছিস উল্লুক? যা, ভাগ এখান থেকে…আর কোনদিন এই রকম করলে নাক কেটে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেব। কথা বুঝেছিস?

পাখী। বেহোর মোকে চিনলক নাই।

সাজন। তুঁয় চিনছিস মোকে?

গজানন। যা, যা বলছি উল্লুক। তিন নম্বর লাইনের সামনে জল যেন না জমে।

সাজন। আচ্ছা।

গজানন। তেরো নম্বর সারে কাল পাতিটেপা হবে কিনা দেখবি।

সাজন। দেখব নাপিবাবু। [কিছুদূর এগিয়ে] লিডারবাবুর খাঁচায় বান্ধা পড়ে গেছে! আমি গরীব, মজদূর, তাড়ি খাই...গায়ে ছিঁড়া জামা, তাই মোকে ফিরাই দেলক...আচ্ছা হোলক শালা সাজন, তুর ঠিক বে-ইজ্জত হয়েছে। [নিজের গালে চড় মারে আর বলে] বেশ হয়েছে...সোন্দর হয়েছে।

[প্রস্থান।

গজানন। কথা বুঝেছিস?

পাখী। বুঝলম। টুকুসখানি বুঝলম। [প্রস্থানোদ্যত]

গজানন। চললি কোথায়, খানিক দাঁড়া। কথা আছে। [পথ রোধ করে]

পাখী। পথ ছাড়, বেলা হচ্ছে।

গজানন। তা হোক...কাজের কথাই বলব। কথা বুঝেছিস?

পাখী। নাপিবাবু!

গজানন। তোর জন্যে একজোড়া রাঙ্গন ডুরেল শাড়ী এনেছি। এবং ছাপা ব্লাউজ...কথা বুঝেছিস?

পাখী। তোর মতলব কি নাপিবাবু?

গজানন। এই, তুই তোকারী করছিস কেন? আর মতলবের কথা বলছিস? সেদিন ত বুঝতেই পারলি। জানিস পাখী, আজ থেকে তোর চায়ের ওজন বাড়িয়ে দেব। আট পাউণ্ড পাতি তুলবি দশ পাউণ্ড লিখে দেব। কথা বুঝেছিস?

[পাখী গজাননের জামা ধরে উচ্চকণ্ঠে বলে—]

পাখী। কি ভেবেছিস রে তোরা, কি ভেবেছিস? সবাই মিলে আমাকে ছিঁড়ে খাবি, খাবি আমাকে ছিঁড়ে?

গজানন। আরে ছাড়—ছাড়, জামা ছেড়ে দে। কথা বুঝেছিস, জামা না ধরে আমার হাত ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাক, আমার কোন আপত্তি নেই•••কথা বুঝেছিস?

পাখী। ঘরে তোর মেয়ে নেই বুড়া?

গজানন। শ্বশুরের মেয়ে অবশ্যই আছে। কথা বুঝেছিস? নে কাজ কর—

ভুটান আসে।

ভুটান। কাম বন্ধ্।

গজানন। তার মানে?

ভুটান। কাজ চলবে না। তামাম চা বাগানের সব কাজ বন্ধ্।

পাখী। কেন রে ভুটান?

ভুটান। দারোগাবাবু লিডারবাবুকে মার দিয়েছে।

গজানন। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঠিক শাস্তি হয়েছে জানোয়ারটার।

পাখী। চুপ রও বুড়া। ফির উকথা বললে খারাবী হয়ে যাবে।

গজানন। ম্যানেজারবাবুকে ডাকব?

ভুটান। হ্যাঁ—হ্যাঁ ডাক। আসুক কেনে ম্যানেজারবাবু। কারও কথা শুনব না।

পাখী। আগে বিচার, তারপর কাজ।

পল্লব আসে।

পল্লব। সাবধান পাখী! কাজ বন্ধ করলে ভাল হবে না।

পাখী। আয় বাবা! কেরাণীবাবু বলছে ভাল হবে না। তা বাবু, কবে আমাদের ভাল হল? কিসে আমাদের ভাল হল গো?

গজানন। কি করে ভাল হবে? তোরা যে ভাল বুঝিস না, ভাল চাস না। কথা বুঝেছিস? এই যে একটু আগে তোকে আমি যে কথা বললাম, শুনলি? যদি শুনতিস তাহলে একটু নয়, ওই পাহাড়টার সমান ভাল হত। কথা বুঝেছিস?

[প্রস্থান।

পাখী। বুড়া হারামী...

ভুটান। চল পাখী।

পল্লব। না। ওরা কাজ করবে।

ভুটান। তোমার বড় ভাইকে মার দিয়েছে কেরাণীবাবু।

পল্লব। বেশ করেছে মার দিয়েছে।

পাখী। বাঃ—বাঃ, ই রকম না হলে ছোটা ভাই। থুঃ-থুঃ-থুঃ...

নার্সের পোষাক পরে মিতা আসে।

মিতা। খবর্দ্দার! ছোটলোকের মেয়ের সাহস ত কম নয়?

পাখী। আয় বাবা! মছলী টোপ গিলেছে...থুঃ!

শ্রমিকের ছদ্মবেশে সোমনাথ আসে।

সোমনাথ। তোকার জ্যাদা বাড় বাড়লক পাখী! উঁয় মরবি।

ভুটান। উঁয় থাম কেনে, চল কাজ হবে না...

সোমনাথ। কেনে হবে না? দারোগাবাবু মারল একটা জানোয়ারকে, তাতে আমাদের হলোক কি?

পাখী। কি বললি শালা হারামী?

সোমনাথ। উতো বাবুরা বলছে·· তাই আমি বললম।

পল্লব। এই, খেতে পাচ্ছিলি না। দয়া করে চাকরী দিলাম, আর একটা কথা শুনেই ওদের দলে লাইন দিয়ে দিলি?

মিতা। তখনই তোমাকে বলেছিলাম। আমার মামাতো ভাইকে চান্স দিয়েছ ভাল করেছ, ওইসব ছোটলোকগুলোকে কাজ দিওনা, ওরা সব পারে।

পাখী। না গো সিষ্টার দিদি! আমরা ছোটজাত, ওরাওঁ, কাজ করি ছোট, কিন্তু মন পেরাণ তোমাদের মতুন ছোট নয় গো।

ভুটান। হে কুলি কামিন মজদুর ভাই! কাম বন্ধ কর—

অরিন্দম আসিল।

অরিন্দম। একদম কাজ বন্ধ।

পল্লব। }
মিতা। } স্যার!

অরিন্দম। অরণ্যবাবুকে আমি সহ্য করতে পারি না, এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি তাকে পশুর মত চাবকানোও আমি সহ্য করতে পারছি না।

ভুটান। }
পাখী। } ডাগডারবাবু!
সোমনাথ। }

অরিন্দম। তোরা যা···অফিসে তোদের ম্যানেজারবাবু বাঘের মত লাফাচ্ছে। সে কাজ চালাতে বলবে, তোরা কিন্তু কিছুতেই কাজ করবি না।

পল্লব। ব্যাপারটা কেমন গোলমাল মনে হচ্ছে।

মিতা। আমি ত মাথা মুণ্ডু ভেবে পাচ্ছি না!

অরিন্দম। শোন ভুটান! ম্যানেজারবাবু তর্জ্জন গর্জ্জন যতই করুক, তোরা বলে দিবি,—

ভুটান। অন্যায়ের বিচার না হলে আমরা কিছুতেই কাজ করব না।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। ঠিক কথা। তুইও যা পাখী। ওদের সাহস কম। তুই ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবি,—

পাখী। ম্যানেজারবাবু! আপনি জবাব দিন, কেনে লিডারবাবুকে চাবুক মারল? তিনি জবাব দিবেন ত কাজ চলবে, না দিবেন ত মুখ বন্ধ, উদের মুখ ত তামাম চা বাগান জরুর বন্ধ্।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পল্লব। কি হল স্যার?

অরিন্দম। সূত্র পেয়েছি।

মিতা। কিসের সূত্র?

অরিন্দম। মালিক বিশ্বদীপ চৌধুরীর···উঃ, আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। কি ভালই না বাসতেন আমাকে...শুক্রা, তুই এখানে কেন?

সোমনাথ। শরীলটায় ব্যথা লাগছে বাবু। তাই—

অরিন্দম। এখানে নয়। ছুটির পর চেম্বারে যাবি। যা, ভাগ এখান থেকে।

সোমনাথ। তঁয় মোকার গড় লিবেন বাবু।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। হ্যাঁ, যা বলছিলাম…ঈশিতা-জয়দীপের বাবা বিশ্বদীপ-বাবুর মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক মনে হয় তোমাদের?

পল্লব। কেন স্যার! আপনিই ত স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়েছেন?

অরিন্দম। দিয়েছি কি আর এমনি? অনেক ভেবে তবে… মানে না দিলে আমিও হয়ত লাশ হয়ে যেতাম।

পল্লব।
মিতা। } স্যার!

অরিন্দম। পরে একদিন সব কথা বলব। হ্যাঁ, তোমার বোনের কথা…মানে তার চাকরীর কথা ঈশিতাকে বলেছি। তোমাদের মত হলে যে কোনদিন জয়েন করতে পারে। আর শোন। তোমরা দুজনে ম্যানেজার সাহেবের বাংলোর দিকে একটু লক্ষ্য রেখো ত।

পল্লব।
মিতা। } স্যার!

অরিন্দম। কোন সময়ে কে আসে, চেনা কিংবা অচেনা, সম্ভব হলে কি নিয়ে আলোচনা হয়, তার ডিটেলস্ সংবাদ আমি যেন ডেফিনিট পাই।

[প্রস্থান।

পল্লব। আমার কিন্তু ভয় করছে।

মিতা। কেন, ভয় কেন?

পল্লব। চা বাগানে ঝামেলা, ম্যানেজারবাবুর ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস কর ভীষণ ভয় করছে।

মিতা। তোমার সব তাতেই ভয়। সংসারের ঘানি টানতে

টানতে অকেজো হয়ে গেছ। জীবনভোর করবে কি? সময় থাকতে নিজের গণ্ডা বুঝে নাও, বুঝলে?

পল্লব। তুমি কাছে থাকলে সাহস পাই মিতা।

মিতা। কাছে ত থাকবই। চির জীবনের সাথী হয়ে তোমার কাছে আমি থাকব।

পল্লব। মিতা, আমার মিতা। [মিতাকে কাছে টানে]

মিতা। ছাড় লক্ষ্মীটি…প্লিজ ছাড়…এখনি কেউ দেখবে যে।

পল্লব। দেখুক। আর আমি কাউকে ভয় করি না।

মিতা। মাকে?

পল্লব। না।

মিতা। তোমার গুণধর দাদাকে?

পল্লব। না।

মিতা। পল্লব!

পল্লব। হ্যাঁ গো রাণি। এখন থেকে তুমিই আমার সব। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি। কেন জান?

মিতা। কেন?

পল্লব। আমি তোমাকে ভালবাসি। [মিতাকে জড়াইয়া ধরে]

মিতা। তাহলে দুটো ভাল খবর তোমাকে দিচ্ছি। একটা শীঘ্রই তোমার প্রমোশন হবে।

পল্লব। মিতা! তুমি আমার লক্ষ্মী।

মিতা। আর একটা কানে কানে বলব। [উভয়ে কানে কানে কি কথা বলে]

[হাসতে হাসতে উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

অষ্টম দৃশ্য ঃ

অরণ্য সেনের বাড়ী।

প্রচণ্ডভাবে হাসিতে হাসিতে শিউলী আসে।

শিউলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ…হাঃ-হাঃ-হাঃ, বাবারে বাবা! কি চালাক মেয়ে বৈশালী…আর একটু হলে ধরে ফেলত। কি সুন্দর বাসর ঘরটা সাজিয়েছে। বরটা দেখতে যেন রাজপুত্র। বৈশালী খুব খুশী, আর আমি…[সহসা শিউলীর হাসি ম্লান হয়ে আসে। সে গান গায়—]

গীত ঃ

স্বপন সায়রে ঝিনুক কুড়ায়ে গেঁথেছি মুকুতা মালা।
শতেক স্মৃতির জোনাকি ধরিয়া বাসর প্রদীপ জ্বালা।
কণে-চন্দন কপালে আমার আঁখিপাতে ভীরু লজ্জা,
বুকের বীণায় পাতিয়া রেখেছি বেদনার ফুলশয্যা,
এলো না পথিক তাই তো নিঝুম এ-মন পান্থশালা।

জয়দীপ আসে।

জয়দীপ। এইটাই ত অরণ্যবাবুর বাড়ী?

শিউলী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জয়দীপ। তাহলে ঠিক এসেছি।

শিউলী। কোথা থেকে আসছেন?

জয়দীপ। গ্রীণভিউ চা বাগান থেকে। আপনি কি অরণ্যবাবুর বোন?

শিউলী। হ্যাঁ।

জয়দীপ। ভারী মিষ্টি আপনার গান…মানে…

শিউলী। কাকে চান বলেন নি কিন্তু…

জয়দীপ। ও হ্যাঁ…মানে অরণ্যবাবুকে চাই। তাঁর সঙ্গে দরকার আছে।

শিউলী। তিনি ত অনেকদিন বাড়ী আসেন নি।

জয়দীপ। ও, আচ্ছা…তিনি এলে বলবেন…মানে, দয়া করে বলবেন, এক ভদ্রলোক খুঁজছিলেন।

শিউলী। ভদ্রলোকের কি নাম নেই?

জয়দীপ। ইস, নাম বলিনি বুঝি? ভুল—সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আজ থার্ড টেষ্টের রেজাল্ট শুনেছেন…সারা মাঠে বিরাট হৈ-হুল্লোড়, যা খেলেছে না…তিন উইকেটে একশো নিরানব্বই রাণ…

শিউলী। ঠিক আছে, বড়দা এলে বলব।

জয়দীপ। কি বলবেন?

শিউলী। তোমাকে খুঁজছিলেন একশো নিরানব্বই রাণ। [হাসি]

জয়দীপ। ও-হো, আবার ভুল…আমার নাম জয়দীপ চৌধুরী।

শিউলী। আপনি জয়দীপবাবু! [অপলক চেয়ে থাকে]

জয়দীপ। কি হল! অমন করে কি দেখছেন? আমি মানে আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

শিউলী। অন্যায় মানে…আপনি ত চোর।

জয়দীপ। কি বললেন! আমি চোর! মানে আমি চুরি করেছি।

শিউলী। নিশ্চয়ই।

জয়দীপ। কি চুরি করেছি বলুন? রাত বেশী নয়, সামনেই দাঁড়িয়ে আছি…ইচ্ছা করলে আমাকে আপনি সার্চ করে দেখতে পারেন।

শিউলী। চুপ করুন। বেশী চেঁচাবেন না।

জয়দীপ। না—না, বলুন, আমি কি চুরি করেছি?

শিউলী। আপনার নাম, পরিচয়।

[উভয়ে তুমুল হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে।]

জয়দীপ। আমি ত ভাবলাম,—

শিউলী। কি ভাবলেন?

জয়দীপ। হয়ত আপনার কিছু চুরি গেছে।

[প্রস্থান।

শিউলী। ছিঃ-ছিঃ, কি লজ্জা! ছেলেটা সাংঘাতিক ত···ঠিক আছে, এবার দেখা হলে আমিও বলে দেব, গেছেই ত। আমার মন চুরি গেছে।

টুকুন আসে।

টুকুন। পুলিশ ডাকব?

শিউলী। কেন!

টুকুন। চোর ধরে দেবে।

শিউলী। যা···তুই যেন কি ছোটদা!

টুকুন। কেন—কেন?

শিউলী। তোর কিছু মনে থাকে না। সেই গানটা আজও শিখিয়ে দিলি না।

টুকুন। কোন গানটা বল ত?

শিউলী। [সুর করে] "মনের জানালা খুলে উঁকি দিয়ে দেখলাম, চুপি চুপি সে যেন আসছে।"

[প্রস্থান।

[টুকুন গান গায়।]

টুকুন। গীত

মনের জানালা খুলে উঁকি দিয়ে দেখলাম, চুপি চুপি সে যেন আসছে।
চিনি চিনি মনে হয়, হয়নি ত পরিচয়, চোখে চোখ রেখে শুধু হাসছে।

বনানী আসে।

বনানী। বাঃ-বাঃ-বাঃ, ও ঘরে মেয়ে গাইছে…এ ঘরে ছেলে গাইছে…বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে। তোর মত ছেলের মুখ দেখাও পাপ।

টুকুন। কেন মা! আমি করেছি কি?

বনানী। কি না করেছ তাই শুনি? সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে দুপুরবেলায় গিলতে আস। ছাই-পাঁশ একমুঠো গিলে আবার হাওয়া। বলি আমি কি অন্নপূর্ণা যে, সব সময়েই ভাণ্ডার মজুত? দাও বললেই সব জুগিয়ে দেব?

টুকুন। তা আমি কি করব মা? চাকরির চেষ্টা ত কম কচ্ছি না। মেজদা টাকা ঘুষ নিয়ে কত ছেলের চাকরী করে দিচ্ছে, অথচ আমার কথাটা একবারও ভাবছে না। কি করি বল ত মা?

বনানী। তা আমি কি জানি? আমি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি? কেন তোদের জন্যে আমাকে হাজার কথা শুনতে হবে শুনি?

টুকুন। বুঝেছি মা! মেজদা তোমাকে বলতে বলেছে যে,—

বনানী। গান-বাজনা বন্ধ করে, যেমন করেই হোক রোজগার করতে হবে। না হলে এ বাড়ীতে বসে অন্ন ধ্বংস করা চলবে না।

টুকুন। চাকরী যে পাচ্ছি না।

বনানী। চাকরী না পাস ভিক্ষা করগে। পকেট মারগে,—

টুকুন। মা! এ তুমি কি বললে মা! ছোটবেলায় তোমাকে না বলে একটা দোয়ানী নিয়েছিলাম বলে, তুমি কত বকেছিলে,—সে কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি মা!

বনানী। টুকুন...

টুকুন। ঠিক আছে মা! মেজদাকে বলো, টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারলে এ বাড়ীতে আসব। না হলে এই দেখা বোধহয় শেষ দেখা মা—শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

বনানী। টুকুন...টুকুন...[কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল ; এ আমি কি করলাম...টুকুনকে ভিক্ষে করতে বললাম...পকেট মারতে বললাম। না—না, কাঁদব না। হতভাগিনী মায়ের বুকে মরু-সাহারার জ্বালা, দুফোঁটা চোখের জলে সে জ্বালার কিছুই কমবে না। পল্লব যেন কেমন হয়ে গেছে। তার জেদ, শিউলীকে চাকরী করতেই হবে। অথচ কত স্বপ্ন ছিল টুকুন আর শিউলীকে নিয়ে। এই ত কিছু-দিন আগেও—[দুচোখ বয়ে অশ্রু ঝরে। তার ভাবনা জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়।]

ছোট্ট শিউলী পুতুল কোলে ছড়া বলতে বলতে আসে।

শিউলী। ছড়া :

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?

ছোট্ট টুকুন আসে।

টুকুন। গীত :

আমি বড় হব, আমি বড় হব, আরও বড়।
সাধনার মাটি খুঁড়িয়া দেখাব সুর মহেঞ্জদরো।

শিউলী। থামনা ছোটদা।

টুকুন। কেন?

শিউলী। দেখলি না, কত কষ্ট করে খোকনকে ঘুম পাড়ালাম।

টুকুন। বাজে বকিস নি শিউলী।

শিউলী। তোর নাম টুকুন হলে কি হবে, এই টুকুন বুদ্ধি নেই।

টুকুন। যত বুদ্ধি তোর। মেয়ে পাকা গিন্নী।

শিউলী। গিন্নীই ত। শাশুড়ী মরে যাবার পর আমার মাথায় সংসার। খোকনের বাবা চান করতে গেছে, এখনি ভাত খেয়ে অফিস যাবে...তাই ত তাড়াতাড়ি খোকনকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ালুম! নইলে ভাত রাঁধব কি করে শুনি?

টুকুন। আমার কত কাজ জানিস? বিমলদের বাড়ী যেতে হবে। ওখানে জলসা হচ্ছে...আমিও গান শিখব..বাপিকে বলব, একটা মস্ত হারমনিয়ম কিনে দিতে...

শিউলী। তোর গান হবে না ছাই হবে।

টুকুন। তোর ছেলের মুণ্ডু হবে।

শিউলী। খবরদ্দার আমার খোকনকে গাল দিবি না।

টুকুন। তোর খোকনের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।

শিউলী। এ্যাঁ, দিলেই হল। দেনা দেখি।

টুকুন। দিলে কি করবি?

শিউলী। মাকে বলে দেব।

টুকুন। এই ত দিচ্ছি...

[শিউলীর পুতুল কেড়ে নিতে যায়, শিউলী চিৎকার করে।]

শিউলী। মা—মাগো! ছোটদা আমার খোকনকে মারতে আসছে।

টুকুন। তা বল। মা আমাকে খুব ভালবাসে। কিচ্ছুটি বলবে না।

[প্রস্থান।

শিউলী। [ভেংচী কেটে] "খুব ভালবাসে···কিচ্ছুটি বলবে না।"

[প্রস্থান।

বনানী। সেদিনের টুকুন বড় হল। আমি তাকে তাড়িয়ে দিলাম। আর শিউলী, সেও বড় হল—কত স্বপ্ন তার বুকে। কিন্তু সে—

নার্সের কষ্টুম পরে শিউলী আসে। সঙ্গে এক রোগী।

রোগী। বাবারে···মাগো···মরে গেলাম···

শিউলী। কি হচ্ছে তোমার?

রোগী। যন্ত্রণা।

শিউলী। কোথায়?

রোগী। পেটে।

শিউলী। বেশী মদ খেতে বোধহয়?

রোগী। সাধে কি আর খেতাম। উঃ, মাগো···বাবাগো···মরে গেলাম···

শিউলী। বস—বস, এখনি ডাক্তারবাবু এসে পড়বেন।

রোগী। ঠিক আপনার মত আমার এক বোন ছিল। টাকা পয়সার অভাবে তার বিয়ে দিতে পারিনি। পাড়ার লোকে তার নামে বদনাম রটনা করল···লজ্জায় দুঃখে মেয়েটা আত্মহত্যা করল।

শিউলী। আত্মহত্যা করল!

রোগী। সেই থেকে আমি মদ ধরলাম···উঃ, মাগো···গেলাম··· মরে গেলাম···

শিউলী। কি হল! ডাক্তারবাবু এখনও এলেন না কেন। কখন খবর পাঠিয়েছি।

অমিত রায় আসে।

অমিত। ডাক্তার এখন আসবে না শিউলি।

শিউলী। ম্যানেজারবাবু!

অমিত। টিফিন টাইমে রোগী সে দেখবে না। এই, তুই ওই বেঞ্চটায় বসগে যা। আধঘণ্টা পরে দেখে ওষুধ দেবে। যা বলছি—

রোগী। উঃ, মাগো…বাবাগো…মরে গেলাম…

[প্রস্থান।

অমিত। শিউলী!

শিউলী। স্যার।

অমিত। আমার দিকে তাকাও।

শিউলী। কিন্তু—

অমিত। শোন শিউলী! তুমি কি বুঝতে পারনা, আমি তোমায় কি ভীষণ ভালবাসি?

শিউলী। আমি যাই স্যার।

[শিউলী চলে যেতে চায়, অমিত তার হাত ধরে বলে—]

অমিত। না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।

শিউলী। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন।

অমিত। কখনও না। তোমাকে আমি নিবিড় করে কাছে পেতে চাই।

[অমিত শিউলীকে কাছে টানতে চায়, শিউলী আর্ত্তনাদ করে। অমিত তাকে নিয়ে চলে যায়।]

বনানী। না—না—না। শিউলীকে আমি কিছুতেই চাকরী করতে দেব না।

পল্লব ও মিতা আসে।

পল্লব। সে কি মা! আমি যে সব রেডি করে ফেলেছি। ভাল মাইনা দেবে।

বনানী। লক্ষ টাকা মাইনে দিলেও চাকরী করা হবে না।

মিতা। বুঝলে পল্লব! মূর্খামী ছাড়া এ আর কিছু নয়। এই অগ্নিমূল্য মার্কেটে মাসে মাসে দুশো করে টাকা কম নয়। তা ছাড়া ষ্টাপেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওষুধ বিক্রির পয়সা, ঘুষের পয়সা…মানে আউট ইনকামও যথেষ্ট।

বনানী। মেয়েটি কে রে পল্লব?

পল্লব। ও…হ্যাঁ…মানে তোমাকে বলা হয়নি। ও আমাদের নার্স। নাম মিতা।

মিতা। পল্লব, আসল কথাটা বলতে এত হোঁচট খাচ্ছ কেন?

পল্লব। না…মানে…জান মা, মিতাকে আমি বিয়ে করব। মাকে প্রণাম কর মিতা।

মিতা। প্রণাম! মানে পায়ে হাত দিয়ে। দূর, বিশ্রী ব্যাপার, খালি পা, কত রোগের বীজাণু থাকতে পারে। তার চেয়ে নমস্কারই বেটার—নমস্কার।

রং তুলি, ক্যানভাস হাতে অরণ্য আসে।

অরণ্য। হাঃ হাঃ-হাঃ, মায়ের জাত মেয়েদের আজ এত অধঃ-পতন।

বনানী। অরণ্য! তুই এসেছিস বাবা!

অরণ্য। এলাম মা। তোমাকে দেখতে এলাম। তোমার পায়ের ধুলো—[বনানীকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়]

বনানী। দীর্ঘজীবি হ' বাবা—সংসারী হ'।

অরণ্য। মা—মাগো! একটা ছবি দেখ, দেখ...কি দেখছ বল।

বনানী। কতকগুলো পোকা।

অরণ্য। ওই পোকা ঢুকেছে মানুষের মনে। বুঝলি পল্লব। পোকা, লালসার পোকা, বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত পোকায় এ দেশের মানুষগুলোকে অমানুষ করে দিয়েছে।

পল্লব। থাম ত।

অরণ্য। শুনলাম, তোর পদোন্নোতি হয়েছে। খুব আনন্দ হল। সিষ্টার! তুমি ত এ বাড়ী আসতে চাইছ, মা কি তোমাকে মেনে নেবে?

পল্লব। মা!

বনানী। না পল্লব! অনেক কারণে ওই মেয়েটিকে আমি মেনে নিতে পারব না।

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমি জানি, ভারতের মা ওদের মানতে পারে না।

মিতা। চুপ করুন।

অরণ্য। না গো, না। তা হয় না। সীতা, সতী সাবিত্রীর দেশের মাটি তোমাদের মত ক্লিওপেট্রাদের সহ্য করতে পারে না।

পল্লব। পিঠে চাবুকের দাগ কি মিলিয়ে গেছে?

অরণ্য। ও চাবুক তোলা থাকল গোটা জাতির জন্য।

বনানী। অরণ্য!

অরণ্য। আজকের অবিমিশ্রকারিতা ভাবীকালের সমাজজীবনকে যখন অক্টোপাশের মত চেপে ধরবে, তখন ওই চাবুক নিজে ধরে নিজের পিঠেই মারতে হবে।

বনানী। কি হয়েছে বাবা, আমি ত কিছুই জানি না।

অরণ্য। জানতে চেয়ো না মা। ব্রতচারীর দেশে আজ অনাচারীর মেলা। যাক সে কথা। টুকুন কই মা?

বনানী। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

অরণ্য। কেন মা, কেন?

পল্লব। কে তাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে শুনি?

অরণ্য। তুই এত খারাপ কি করে হলি পল্লব?

মিতা। হুঁ! কি ভালমানুষটাই না কথা বলছেন!

অরণ্য। সিষ্টার!

পল্লব। সাবধান দাদা! আমার ভাবী স্ত্রীকে অপমান করলে আমি তোমাকে সম্মান দিতে পারব না। আর মা! শিউলীকে যদি চাকরী করতে না দাও, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকল না। চলে এস মিতা। [প্রস্থান।

বনানী। পল্লব!

মিতা। শোন পল্লবের মা! পল্লবের অনেক টাকা তোমরা গুষ্ঠিশুদ্ধ বসে খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছ। আর যেন একটা নয়া পয়সার প্রত্যাশা করো না। পল্লব এখানে আসবে না, তোমরা যদি তার কোয়ার্টারে কোনদিন যাও, তাহলে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেব।

[প্রস্থান।

বনানী। ভগবান! এ কথা শোনার আগে আমার মৃত্যু দিলে না কেন ঠাকুর!

[বনানী মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মত হলে, অরণ্য
তাকে ধরে বলে।]

অরণ্য। মা! মাগো! তুমি অরণ্যের মা পৃথিবী। এত সহজেই তোমার ভেঙ্গে পড়া চলবে না। তোমাকে সর্ব্বংসহা হতে হবে।

বনানী। কিন্তু এ সংসার কেমন করে চলবে অরণ্য?

অরণ্য। জিজ্ঞাসা কর মা, জিজ্ঞাসা কর প্রত্যেকটি মানুষকে। কেমন করে তোমাদের সংসার চলছে? তোমরা যে হাসছ, ও হাসি কি আনন্দের হাসি? তোমরা যে বেঁচে আছ, তা কি সত্যি করেই বেঁচে থাকা?

বনানী। অরণ্য! ওসব কথা আমি বুঝি না। আর আমি তোকে পালিয়ে যেতে দেব না।

বঙ্কিম বক্সি আসে।

বঙ্কিম। ঠিক বলেছেন মা। অরণ্যবাবু যাতে পালাতে না পারে আমিও সেই ব্যবস্থা করছি।

বনানী। অরণ্য! উনি কি তোকে—

অরণ্য। গ্রেপ্তার করতে এসেছেন।

বঙ্কিম। না অরণ্যবাবু! আমি এসেছি ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

অরণ্য। কি ব্যাপার, চাকরী ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?

বঙ্কিম। না, চাকরী নিয়ে এসেছি। আপনাকে সেই চাকরী করতে হবে। সংসারী হতে হবে।

বনানী। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা।

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বঙ্কিম। চাকরী করবেন না?

অরণ্য। শুধু চাবুক মারার চাকরী ত?

বঙ্কিম। আমাকে ক্ষমা করুন অরণ্যবাবু! সেদিনের সেই ব্যবহারের জন্য আমি মর্ম্মাহত। বিশ্বাস করুন আমি সেইদিনই বুঝেছি, জনসাধারণ পুলিশের কাছ থেকে কেন এত দূরে?

বনানী। তোমরা যে অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তি বাবা।

বঙ্কিম। আমাদের ব্যবহারই আজ আপনাদের মুখে ওই ভাষা এনে দিয়েছে। আসলে আমরা শান্তির দূত। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করে অশান্তির অন্ধকারে শান্তির আলো পৌঁছে দেওয়াই আমাদের ডিউটি।

অরণ্য। আপনার শুভবুদ্ধিকে স্বাগত জানাই।

বঙ্কিম। আপনাকে কিন্তু সংসারী হতে হবে।

অরণ্য। ভেবে দেখি।

বনানী। তাহলে আমাকে ভেবে দেখতে হবে অরণ্য।

অরণ্য। কি মা?

বনানী। এই ছন্নছাড়া সংসারে আর কদিন আমার বেঁচে থাকা চলবে।

[প্রস্থানোদ্যতা বনানীকে জড়াইয়া ধরে অরণ্য বলে—]

অরণ্য। চলে যেও না মা। কাঁদতে কাঁদতে চলে যেও না। তুমি কাঁদলে যে আমার যাওয়া হবে না মা।

বনানী। আবার পালাবি অরণ্য?

অরণ্য। ওরা যে আমাকে ডাকছে মা। আমার যে যাবার খবর এসেছে।

বনানী। খবর?

অরণ্য। হ্যাঁ মা, খবর। জান মা...[সহসা অরণ্য যেন গভীর অরণ্যে চলে যায়। মার চোখের দিকে চেয়ে আপনমনে বলে ওঠে—] খবর এসেছে অরণ্যক প্রথম শব্দ হতে। হিংস্র শ্বাপদের মুখে চাপ চাপ তাজা রক্ত থেকে এসেছে খবর। খবর এসেছে মাগো, গর্ভবতী জননীর নিদারুণ যন্ত্রণা হতে। আবার এসেছে খবর প্রথম যে জন্মাল শিশুটি—তার কান্না হতে। মুমূর্ষু সেই জীর্ণ বৃদ্ধ হেসে হেসে খবর পাঠাল—"কাকবন্ধ্যা পৃথিবীর আঁখিজলে ছাপা হল অনন্ত খবর। হে সভ্যতা! ফিরে দাও সে অরণ্য, লহ এ নগর"।

[প্রস্থান।

বনানী। তাই যা—তাই যা ওরে অরণ্য! মা-মাটি-মানুষের সেবায় তোর মত অসংখ্য ছেলে যদি সংসার ছেড়ে পালায়, তাহলে আমার মত কোন মা যেন দুঃখ করে না।

[প্রস্থান।

বঙ্কিম। দারোগা বঙ্কিম বক্সি, চাবুকটা নিজের পিঠে মারলে হত না। [প্রস্থানোদ্যত]

এক কাপ চা হাতে শিউলী আসে।

শিউলী। দাঁড়ান দারোগাবাবু! আপনার জন্য চা এনেছি।

বঙ্কিম। এত রাত্রে চা···ঠিক আছে, দিন। [চা নিল] আপনি,—

শিউলী। অরণ্যবাবুর বোন।

বঙ্কিম। দাদা পালিয়েছে, জানেন?

শিউলী। পালাবার জন্যেই ত দাদা আসে। আচ্ছা, মেয়েদের চাকরী করা কি খারাপ?

বঙ্কিম। তা কেন হবে? কত মেয়ে কত জায়গায় চাকরী করছেন।

শিউলী। কি যে করি…আপনি জানেন, গ্রীনভিউ চা বাগানে ডাক্তারখানায় জয়দীপবাবু আসেন কিনা?

বঙ্কিম। আমি ঠিক জানি না।

শিউলী। ছোটদা বলছিল,—"সংসার করবি না"? হুঁ, চাকরী করতে দেবে না…বিয়ে দেবে না…আমার কোন কাজ নেই…আমি কি নিয়ে থাকব বলতে পারেন? কি হল, কি দেখছেন?

বঙ্কিম। দেখছি সুন্দর, নিষ্পাপ একটা মানুষের মনে অপরাধ প্রবণতা কেমন চুপি চুপি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সৌগন্ধ ভরা একটা ফুলকে নোংরা পোকায় কেমন কুচি কুচি করে কাটছে।

শিউলী। কাপটা দিন।

বঙ্কিম। [কাপ দিয়ে] বিশ্ব সংসার আলোয় ভরিয়ে দেয় যে চাঁদ, সেই সুন্দর চাঁদে কত কলঙ্কের দাগ।

[প্রস্থান।

শিউলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এই কাপটা খুব সুন্দর; কিন্তু এর ভিতরে কিছু নেই। আমি চায়ের কাপ…আমার বুকটাও শূন্য। ধরে নিলাম আমি এক কাপ চা—তাহলে আমাকে কেউ চুমুক দিয়ে খায় না কেন?

[প্রস্থান।

—:০:—

নবম দৃশ্য ।

খালি পেয়ালা হাতে জয়দীপ আসে। মাথার চুল রুক্ষ। সে বলে—

জয়দীপ। কেন খাব না! কিন্তু ওরা দিচ্ছে কই খেতে। বাদশা! বাদশা! আর এক কাপ চা দিয়ে যা। [চেয়ারে বসে] ঘা-গুলো শুখিয়ে এসেছে। এবার ভাল হয়ে উঠব···ভাল হয়েই ক্রিকেট খেলব।

সহসা কালো আচ্ছাদনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে অরিন্দম আসে। হাতে রিভলভার।

জয়দীপ। কে! কে! কে! বাদশা—বাদশা—বাদশা!

কেটলি হাতে বাদশা আসে।

বাদশা। কি হল দাদাবাবু—কি হল?

[অরিন্দম চলে যায়।]

জয়দীপ। পালিয়ে গেল। সেই কালো ছায়াটা কাছে এসেছিল। আমার গলা টিপে মারতে এসেছিল। আমি চিৎকার করতেই তুমি এলে, আর তুমি আছ দেখেই কালো ছায়াটা পালিয়ে গেল।

বাদশা। থাম ত। রোজ রোজ তুমি কালো ছায়া দেখছ। দাও, কাপটা নামিয়ে দাও।

জয়দীপ। না, নামাব না। [বুকে নিয়ে] জানিস, এই সুন্দর কাপটাকে আমি কত ভালবাসি?

বাদশা। তা জানি। নামিয়ে দিন ওটা।

জয়দীপ। কেন, নামাব কেন?

বাদশা। ডাক্তারবাবুর হুকুম।

জয়দীপ। মানি না। আমি কারও হুকুম মানি না। ম্যানেজার সব সময় আমাকে লক্ষ্য রেখেছে···ডাক্তার খালি হুকুম করছে··· মানি না···কাউকে মানি না···দে, চা দে—

[কাপ ধরে জয়দীপ, বাদশা চা ঢেলে দিয়ে বলে—]

বাদশা। এ ঘর থেকে বেরিয়ে চল।

জয়দীপ। কেন?

বাদশা। মেমদিদি বকবে।

জয়দীপ। ওরা আমাকে ঘৃণা করে। ছোঁয় না···কিছু ছুঁতে দেয় না···বাদশা! এই বাদশা!

বাদশা। বল।

জয়দীপ। আমার ব্যাটটা কোথায় আছে জানিস?

বাদশা। ব্যাট নিয়ে কি হবে?

জয়দীপ। বাউণ্ডারী করব, বাউণ্ডারী। চল, আমাকে উপরের ঘরে নিয়ে চল। দেখব আমার ব্যাট, বল, র‍্যাকেট, কক ঠিক আছে কি না। বিশ্বাস কর, ছোঁব না···হাত দেব না···কি হল! দেখছিস কি?

বাদশা। তোমার চেহারা।

জয়দীপ। বাদশা!

বাদশা। কি রোগ যে হল।

স্বল্পবাসা ঈশিতা আসে।

ঈশিতা। রোগ—রোগ—আর রোগ। এই বাদশা! ওকে এ ঘরে আসতে দিলি কেন?

বাদশা। ও নিজেই এসেছে।

ঈশিতা। যা, বেরিয়ে যা ওকে নিয়ে।

জয়দীপ। না, যাব না।

ঈশিতা। কি বিপদে পড়লাম ছাই। বার করে দে বাদশা।

বাদশা। পারব না।

ঈশিতা। পারবি না!

জয়দীপ। বারে, ঘেন্না করে না?

বাদশা। না দাদাবাবু, না। ঘেন্না আমার করে না। শোবার আগে রোজ তোমার ঘরে উঁকি দিয়ে যাই। কতদিন তোমার গা থেকে সরে যাওয়া চাদর গায়ে টেনে দিয়ে গেছি।

জয়দীপ। তাহলে ত দেখেছিস?

ঈশিতা। কি দেখেছে?

জয়দীপ। পাপ।

বাদশা। দাদাবাবু!

জয়দীপ। হ্যাঁরে, দেখিস নি, গভীর রাত্রে জমাট বাধা একরাশ পাপ কেমন চলা-ফেরা করে? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বাদশা। মেমদিদি! তুমি দাদাবাবুকে কলকাতা নিয়ে যাও। আমার বড় ভয় করছে…[কান্না]

ঈশিতা। কাঁদছিস!

বাদশা। কেন মেমদিদি! চাকর বলে কি কাঁদতেও পাব না!

ঈশিতা। তোর চাকরী থাকবে না।

বাদশা। না থাকাই ভাল। এই পাপপুরীতে আর মানুষ থাকে।

ঈশিতা। কি বললি?

বাদশা। ঠিকই বলেছি। মায়ের পেটের ভাই তোমার, তার এমন অসুখে একটা ভাল ডাক্তারও দেখালে না। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি...দাদাবাবুর কথাই ঠিক। এ বাড়ীতে পাপ ঢুকেছে।

জয়দীপ। আমি দেখেছি...এই ত একটু আগে দেখলাম...পাপ আমি দেখেছি। গীর্জ্জায় রাত তিনটের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী পথ ধরে সে নেমে আসে। সে এলেই কালপেঁচা চিৎকার করে ওঠে। রাতচোরা বাদুড়গুলো ঝটপট করে উড়ে যায়।

ঈশিতা। দাদা!

জয়দীপ। জ্বলে গেল...জ্বলে গেল...সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। [ছট-ফট করে সর্ব্বাঙ্গ চুলকায়। ঘা থেকে রক্ত বার হয়।]

ঈশিতা। আবার সেই রকম আরম্ভ হয়েছে। বাদশা, শীগগির ডাক্তারকে ডাক।

জয়দীপ। কামড়াচ্ছে...হাজার হাজার কাঁকড়া বিছে আমাকে কামড়াচ্ছে। ওই ত ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে আবার আমার দিকে ছুটে ছুটে আসছে। আঃ, শির শির করে ওরা আমার গায়ে উঠছে। এই দেখ আমার হাতে, পায়ে, বুকে কামড়ে ধরেছে। ছাড়িয়ে নে, তোরা টেনে ছাড়িয়ে নে। [বুকের মাংস টেনে ধরে] ধরেছি... একটাকে ধরে ফেলেছি, আর ওরা আমাকে কামড়াতে পারবে না।

ঈশিতা। পাশের ঘরেই ডাক্তার আছে। তাকে ডাক বাদশা!

অরিন্দম আসে।

অরিন্দম। কি হল ঈশিতা। ওঃ, জয়দীপ আবার সেই রকম করছে।

ঈশিতা। কি হবে অরিন। রোগের ত কিছুই কমল না!

অরিন্দম। এইবার কমে যাবে।

বাদশা। আমার মতে কলকাতা নিয়ে গিয়ে,—

অরিন্দম। কিছু দরকার নেই। আমিই সুস্থ করে দেব।

জয়দীপ। ভাল হব! আবার আমি খেলতে পারব? বাদশা, আমার ব্যাটে যেন ময়লা না পড়ে। দে, আর এক কাপ চা।

অরিন্দম। বেশী চা খাওয়া চলবে না।

জয়দীপ। ওই ত চলছে…ওই ত কপাটে, জানালায়, দেওয়ালে অসংখ্য কাঁকড়া বিছে চলছে। দেখ—দেখ, ওই গর্ত্তটা থেকে পালে পালে ওরা বেরোচ্ছে। হুল ভর্ত্তি বিষ। ওরা যুক্তি করেছে, সব বিষ আমার দেহে ঢালবে। ডাক্তার! ওদের আসতে দিও না। ঈশিতা, তুই আড়াল করে দাঁড়া…বাদশা, তুই ঘরের দরজা বন্ধ করে দে—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

বাদশা। আজ কিন্তু বেশী হচ্ছে।

অরিন্দম। শুভ লক্ষণ। ষ্ট্রং ওষুধ দিয়েছি।

ঈশিতা। তুই যা বাদশা। অজ্ঞান হয়ে গেলে বিছানায় শুইয়ে দিবি।

বাদশা। তা যাচ্ছি, তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে খোঁজ নিও মেম-দিদি।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। এতদিনে রোগটা ধরা পড়ল।

ঈশিতা। কি রোগ অরিন?

অরিন্দম। বলা একটু মুস্কিল। মানে—ম্যানেজার আর জানোয়ার অরণ্যই এর জন্যে দায়ী।

ঈশিতা। অরিন।

অরিন্দম। কুলী বস্তির নোংরা মেয়েদের সঙ্গে,—

ঈশিতা। দাদা চরিত্রহীন!

অরিন্দম। ছিল না। ম্যানেজার সাহেবের চক্রান্তে…আমি তখনই বলেছিলাম, তুমি বিশ্বাস করনি।

ঈশিতা। দাদা রোগগ্রস্ত…ম্যানেজারের স্বেচ্ছাচার…চা বাগানে ধর্ম্মঘট…আমার ভাল লাগছে না অরিন…কিছুদিন রেষ্ট দরকার।

অরিন্দম। বেশ ত, প্লেনের টিকিট কিনে দেব? কাশ্মীর ঘুরে আসবে?

ঈশিতা। একা?

অরিন্দম। ম্যানেজারকে সঙ্গে নাও।

ঈশিতা। কি বললে?

অরিন্দম। অরণ্যকেও নিতে পার।

ঈশিতা। অরিন!

অরিন্দম। অরণ্য কোথায় জান? উত্তরবঙ্গে। বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে মানুষের সেবা করছে। লোকটা—

ঈশিতা। আঃ, জানোয়ারের নাম আমার সামনে করো না। চল,—

অরিন্দম। কোথায়?

ঈশিতা। তুমি আমি দুজনে মিলে কাশ্মীর যাই।

অরিন্দম। পাগল।

ঈশিতা। কেন?

অরিন্দম। কুলী বস্তীতে বসন্ত হচ্ছে…

ঈশিতা। মরুক ছোটলোক কুলীগুলো—

অরিন্দম। ছিঃ, ওরা দরিদ্রনারায়ণ।

ঈশিতা। থাম। দেখ, এটা কেমন? [পকেট থেকে মদের শিশি বার করে]

অরিন্দম। কি ওটা?

ঈশিতা। মদ। খাবে না?

অরিন্দম। না। আমি জীবনে মদ স্পর্শ করিনি। তুমি খাও।

ঈশিতা। আমি ত রোজই খাচ্ছি, আজ তোমাকেও খেতে হবে।

অরিন্দম। কিন্তু···

ঈশিতা। না—না, কোন কিন্তু শুনব না। আমি খেয়ে তোমাকে খাইয়ে দেব। [ঈশিতা মদ খায়। অরিন্দমকে খাইয়ে দেয়।]

অরিন্দম। আঃ, বুকটা জ্বালা করে উঠল··

ঈশিতা। আমার জ্বালা করছে না? আমার বুকটা পুড়ে যাচ্ছে না? তুমি অন্ধ, তাই দেখতে পাওনা...

অরিন্দম। ডারলিং···

ঈশিতা। আমি আর পারছি না অরিন। এই জীবন, এই যৌবনের বোঝা আমি আর বইতে পারছি না।

অরিন্দম। আমি···আমি ত আছি প্রিয়া। আমি ত আমার সব কিছু তোমাকে দিয়ে দিয়েছি··

[ঈশিতার হাত ধরে। ঈশিতা নেশায় বিভোর। গান গাইতে থাকে।]

ঈশিতা। গীত :

থ্যাঙ্কস্ থ্যাঙ্কয়ু ডারলিং,
ফর এভরীথিং ইউ গেভ টু মী।

নট জাষ্ট ফরদা ব্রকেন হার্ট
বাট দা প্রেশাস মেমোরীজ।
আই রিমেমবার ডারলিং !
এভরীথিং ইউ ইউজড টু ডু।
ওয়াকিং টুগেদার হ্যাণ্ড ইন হ্যাণ্ড।
এণ্ড দা ফাষ্ট টাইম আই কিশড্ ইউ।
আই সেড থ্যাঙ্কস্ থ্যাঙ্ক্যু ডারলিং
ফর এভরীথিং ইউ গেভ টু মী।

অরিন্দম। ডারলিং···মাই ডারলিং···মাই হার্ট···মাই লাইফ ·· নাউ আই এ্যাম গোয়িং টু মাই রুম।

ঈশিতা। চলে যাবে! আমি একা থাকব?

অরিন্দম। বেশীদিন একা থাকতে হবে না প্রিয়া! শীঘ্রই আমাদের মিলন হবে।

ঈশিতা। অরিন!

অরিন্দম। বিয়ের পর দুজনে বেড়াতে যাব ওই পাহাড়ী উপত্যকায়। আকাশে জেগে থাকবে এক ফালি চাঁদ···বাতাসে ভেসে আসবে বাতাবী ফুলের বুনো গন্ধ···আমরা দেখব···ফুটন্ত বনফুলের বুকে বসে এক ভিনদেশী ভ্রমর কেমন করে পান করছে তার সবটুকু মধু। গুডনাইট··· [প্রস্থান।

ঈশিতা। গুডনাইট···অরিনের কথাগুলো যেন গান। ওই গানের সুরে আমি যেন হারিয়ে যাই—দূরে—পাহাড়ী সিমানা ছাড়িয়ে—আরও দূরে···গভীর অরণ্যে···ইস্, আবার সেই জানোয়ারের নাম! না—না, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, কিছুতেই না। সে আমার [চেয়ারে বসে] দুশমন···আমার সুন্দর জীবনে সে সাইক্লোন এনে দিয়েছে···[চেয়ারে অর্ধশায়িতা হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়]

অমিত রায় আসে। একদৃষ্টি দিয়ে ঈশিতাকে দেখে।
ছবি বার করে মেলায়।

অমিত। [স্বগত] নেশায় বিভোর! তবু মুখে লেগে আছে সেই হাসি।

[সহসা ঈশিতার তন্দ্রা কেটে যায়। উঠে বসে, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—]

ঈশিতা। কে! কে! ও, ম্যানেজার সাহেব! এত রাত্রে আপনি কেন এখানে এসেছেন?

অমিত। না···মানে···আ···আমি যাচ্ছি···

ঈশিতা। শুনুন মিঃ রয়।

অমিত। বলুন।

ঈশিতা। কি ভেবেছেন আপনি?

অমিত। আপনি ভুল কচ্ছেন মিস চৌধুরী।

ঈশিতা। সাট আপ! ভুল করছি···এ দৃশ্য দেখার পরও ভুল করছি। বাদশার কথা, অরিনের কথা এতদিন আমি বিশ্বাস করিনি··· আপনি লম্পট···আপনি চরিত্রহীন।

অমিত। কি বলছেন?

ঈশিতা। মিথ্যা বলেছি? আপনি আমার দাদার জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন। আমাকেও আপনি নষ্ট করতে চান···

অমিত। মিস চৌধুরী!

ঈশিতা। আপনি এসেছিলেন ঘুমন্ত ঈশিতার দেহ বল্লরী চুরি করে দেখতে। ভেবেছিলেন, মদের নেশায় ঈশিতা হয়ত প্রিয়তম বলে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে।

অমিত। ওই সব তিতো কথা আমি শুনতে আসিনি।

ঈশিতা। ঈশিতার মুখ থেকে মিষ্টি কথা শোনবার সৌভাগ্য আপনার হয়নি।

অমিত। সে সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করি।

ঈশিতা। মিথ্যা কথা। আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান। দাদাকে মেরে, আমাকে বিয়ে করে, গ্রিনভিউ চা বাগানের মালিক হতে চান। আমি সন্দেহ করি...বাবার মৃত্যুর পিছনেও আপনার কালো হাত আছে।

অমিত। ধরে ফেলেছেন তাহলে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বাদশা আসে।

বাদশা। সর্ব্বনাশ হয়েছে...সর্ব্বনাশ হয়েছে মেমদিদি!

ঈশিতা। কি হয়েছে?

বাদশা। দাদাবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অমিত। বাদশা!

বাদশা। হ্যাঁ ম্যানেজারবাবু! দ্বারোয়ানকে বেহুস করে কালো কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে কে একজন দাদাবাবুকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

ঈশিতা। তুই কি বলছিস বাদশা!

বাদশা। ঠিকই বলছি মেমদিদি! দ্বারোয়ান জ্ঞান ফেরার পর আমাকে বলতেই আমি সারা বাড়ী তছনছ করে খুঁজে দেখলাম, দাদাবাবু নেই! [কান্না]

অমিত। সাংঘাতিক রহস্য...আমি এখনি পুলিশে খবর দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

ঈশিতা। শেষকালে দাদার ঘরে কে গিয়েছিল?

বাদশা। ম্যানেজারবাবু!

ঈশিতা। দারোগাবাবু এলে আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবি। আর ওই শয়তান ম্যানেজারের উপর কড়া নজর রাখবি। আমি অরিনকে খবর দিতে চললাম।

[প্রস্থান।

বাদশা। হে ভগবান! তুমি দাদাবাবুকে রক্ষা করো।

[প্রস্থান।

—:০:—

দশম দৃশ্য ঃ

মেলা।

চেক লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবী, মুসলমান প্রৌঢ়ের ছদ্মবেশে বঙ্কিম বক্সি আসে।

বঙ্কিম। রক্ষা করতে পারবে না…যতই চেষ্টা কর। কাজ প্রায় গুটিয়ে এনেছি। শুধু—না—না, উত্তেজিত হলে চলবে না…আগে কাজ শেষ করতে হবে।

ছোট্ট ঝাঁকা মাথায় ছোট্ট মেয়ে স্বপ্না আসে।

গান গায় সে।

স্বপ্না। গান ঃ

পুতুল আছে পুতুল, রং বেরংয়ের পুতুল।

হাতী ঘোড়া বাঘের বাচ্ছা,

দুষ্টু হরিণ ছুটছে আচ্ছা,

কলসী কাঁখে রূপকুমারী নামটি তাহার মিতুল।

বঙ্কিম। তুমি পুতুল বিক্রি করছিলে?

স্বপ্না। হ্যাঁ চাচা।

বঙ্কিম। তোমার বাড়ী কোথায়?

স্বপ্না। মিষ্টিপুকুর।

বঙ্কিম। বাঃ, ভারী মিষ্টি নামটি তোমার গাঁয়ের। তা তোমার নাম কি?

স্বপ্না। স্বপ্না।

বঙ্কিম। লেখাপড়া কর না?

স্বপ্না। নিশ্চয়ই। বাবা গরীব। স্কুলের মাইনা দিতে কষ্ট হয়, তাই আমি পুতুল বিক্রি করে মাইনা দি।

বঙ্কিম। কোন ক্লাসে পড়?

স্বপ্না। ক্লাস নাইন। চলি—

বঙ্কিম। শোন,—

স্বপ্না। বলুন।

বঙ্কিম। তুমি ত ওই চৌরাস্তার উপর দিয়ে যাবে?

স্বপ্না। হ্যাঁ।

বঙ্কিম। দেখবে পলাশ গাছের নাচে একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এই চিঠিখানা দেবে, কেমন?

স্বপ্না। আচ্ছা।

বঙ্কিম। চার আনা পয়সা নিয়ে যাও স্বপ্না।

স্বপ্না। বারে, পয়সা নেব কেন?

বঙ্কিম। আমার কাজ করে দিচ্ছ, তাই...

স্বপ্না। তার জন্য পয়সা নেব কেন! আপনি গুরুজন, আপনার কথা আমাকে ত শুনতেই হবে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

[প্রস্থান]

বঙ্কিম। একদল সোনার ছেলে-মেয়ে আসছে···আগামী দিনের পৃথিবী দখল করতে।

কুষ্ঠ রোগীর ছদ্মবেশে সোমনাথ আসে।

সোমনাথ। বাবু একটা পয়সা···বাবু একটা পয়সা···একটা পয়সা দিন বাবু। দুদিন কিছু খাইনি···একটা পয়সা দিন না বাবু!

বঙ্কিম। ছয়, সাত, আট, নয়, শূন্য··

সোমনাথ। শূন্য এক শূন্য···[বঙ্কিমকে একটি চিঠি দেয়] বাবু, একটা পয়সা···দুদিন কিছু খাইনি বাবু। চোখে দেখতে পাই না বাবু। বাবু একটা পয়সা···[একপাশে বসে বসে ভিক্ষা চায়]

বঙ্কিম। যাক, নিশ্চিন্ত···আর কিছুদিন পরে জানা যাবে রহস্যময় বিভৎস ইতিহাস।

গান গাইতে গাইতে টুকুন আসে।

টুকুন। গীত :

নয়া ইতিহাস আর কবে লেখা হবে—
পুরোনো ভুগোল বল কবে হবে শেষ?
স্বাস্থ্য যে আজ ভেঙ্গে গেছে পৃথিবীর
অশুভ কর্ম্মে নিয়োজিত বিজ্ঞান—
ওগো পথিক! একটু দাঁড়াও, শোনাই তোমায় গান।
প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা ভালবাসা আর নাই,
পথে প্রান্তরে মিথ্যার রোশনাই,
কে জানে কখন শেষ হবে লেখা এ যুগের খতিয়ান।

বঙ্কিম। তারপর?

টুকুন। আমাকে বলছেন?

বঙ্কিম। হ্যাঁ। তুমি ত অরণ্যবাবুর ভাই?

টুকুন। কি করে চিনলেন?

বঙ্কিম। চিনি। তোমার মেজদা ত মা-বোনের খবর রাখে না।

টুকুন। মা ভিক্ষে করছে···বোনটা পাগল হয়ে গেছে। আমিও বাড়ী যাই না। মাঝে মাঝে দূর থেকে মাকে দেখে আবার চলে যাই। আমার—

বঙ্কিম। প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটতে দেব না।

টুকুন। আপনি কে বলুন ত?

বঙ্কিম। বাজে কথা বাদ দিয়ে কাজ কর।

টুকুন। কাজ! কাজ কে দেবে?

বঙ্কিম। এই চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে দাও গে।

টুকুন। কাকে?

বঙ্কিম। পোষ্ট-অফিসের সামনে এক মহিলা সবুজ শাড়ী পরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকেই দিও।

টুকুন। দিলেই আমার কাজ হবে?

বঙ্কিম। যাও, কথা বলো না।

টুকুন। চললাম স্যার।

[টুকুন গাইতে গাইতে যায়।]

পিচঢালা পথে মানুষের স্রোত চলে সকলেই যেন হাসপতালের রোগী।
সময়ের ট্রাকে ভাবনার বোঝা আঁটা জীবন টেবিলে মরণ অপারেশন।

[প্রস্থান।

সোমনাথ। বাবু, একটি পয়সা···তিনদিন কিছু খাইনি···গরীব অন্ধ···কিছু সাহায্য করুন···একটি পয়সা দিন বাবু।

বঙ্কিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সোমনাথ। এক, দুই, শুন্য···বাবু একটা পয়সা···

সাজন আসে। পরণে সস্তা দরের ফুলপ্যাণ্ট ও হাওয়াই সার্ট। মুখে জ্বলন্ত সিগার।

সাজন। ভাগ শালা! পয়সা—পয়সা, শালার পয়সা রাস্তায় পড়ে আছে, লয়?

বঙ্কিম। জ্বালাতন করে মারলে ভিখিরীটা।

সাজন। চাচার ঘর কুথাকে গো?

বঙ্কিম। মিষ্টিপুকুর গাঁয়ে। তোমার নাম কি ভাই?

সাজন। সিরি সাজন ওরাওঁ।

বঙ্কিম। চা বাগানে কাজ কর?

সাজন। হ্যাঁ।

বঙ্কিম। যাক, খোদার ফজলে তাহলে কাজকর্ম্ম ভালই চলছে?

সাজন। না গো চাচা···কাজ বন্ধ।

বঙ্কিম। কাজ বন্ধ ত সংসার চলছে কি করে?

সাজন। দেওতা চালাচ্ছে গো চাচা!

বঙ্কিম। খোদার দোয়াতে সবই চলে যায়। [হাই-তোলে] বিসমিল্লা—

সাজন। জান গো চাচা···দুশরা রোজগার আছে আমার।

সোমনাথ। বাবু একটি পয়সা···বাবু···

সাজন। ফির উ মতন মাঙ্গলে দিব এক ঝাপ্পড়।

ভুটান আসে।

ভুটান। হুঁশিয়ার সাজন! উকে তু মারবি কেনে? তু শালা দারোগাবাবু লয়?

সাজন। চুপ মার ভুটান।

ভুটান। রোয়াবী দেখাচ্ছিস মোকে?

বঙ্কিম। থাম ভাই। ঝগড়া করো না।

ভুটান। আপনি শহর থেকে আসছেন মিঞাসাব?

বঙ্কিম। না।

ভুটান। আসে বাবু, সহর থেকে কত বাবু ইখানে আসে। মদ খায়, তাড়ি খায়, সিদ্ধি, গাঁজা লিয়ে যায়। রাত ভর ডবকা কামিন লিয়ে ফুর্ত্তি করে।

সাজন। বকবি না শালা বুদ্ধু।

ভুটান। উঃ, মেজাজ! শালা উপরী রোজগার করছে, ছুট পরছে, ছিগারেট মারছে···শালা লাটের ব্যাটা বাদশা!

সাজন। তুর মাথা ছিঁড়ে লিব ভুটান।

ভুটান। আয়, লিবি আয় চগলীখোর। [দুজনে মারামারি করে]

বঙ্কিম। থাম—থাম। তোমার নাম কি?

ভুটান। মোকার নাম ভুটান। শালা হারামী···দিব এক লাথ—

সোমনাথ। একটা পয়সা দিন বাবু। চারদিন কিছু খাইনি বাবু···

গজানন আসে।

গজানন। তুই ব্যাটা ভিখিরী এখানেও জ্বালাতে এসেছিস? আপনি কে স্যার?

বঙ্কিম। জী আমার নাম সবুর মিঞা।

গজানন। মেলা দেখতে এসেছিলেন?

বঙ্কিম। জী হাঁ।

গজানন। কিছু দেখতে পাবেন না মিঞাসাব, দিনের বেলায় কিছু দেখতে পাবেন না। রাত্রে যদি আসেন•••তাহলে, কথা বুঝেছেন ?

বঙ্কিম। রাত্রে কি হয় বাবু ?

গজানন। আরে বাপ্, মিঠাবাড়ীর মেলায় রাত্রে কি হয় ? নাচ, গান, ঝুমুর, জুয়া, কথা বুঝেছেন ? এই, তোরাও কি মেলায় যাচ্ছিস নাকি ?

সাজন। হ্যাঁ চললম নাপিবাবু।

ভুটান। তাড়ি খেয়ে চললাম। সেই রাত শেষ হলে ঘরকে ফিরব।

গজানন। আপনি স্যার ফুল দেখেছেন ?

বঙ্কিম। ফুল !

গজানন। হ্যাঁ ফুল। মানে ফুটি ফুটি করছে। কথা বুঝেছেন ? মাত্র দশ টাকা আমাকে দেবেন। নিয়ে যাব। ফুল দেখে আপনি ট্যারা হয়ে যাবেন। কথা বুঝেছেন ?

সাজন। নাপিবাবুর কথা সত্যি আজ্ঞে।

গজানন। তুই প্যাণ্ট পরেছিস, চলতে জানিস ? দেখ—ঠিক এমনি করে চলবি। আর সহরের বাবুসাহেবরা এলেই কায়দা করে বলবি,—গুডমরণিং স্যার। কথা বুঝেছিস ?

মাতাল পাখী আসে।

পাখী। গুডমোরণিং স্যার !

সাজন।
গজানন। } পাখী !

পাখী। [হাসি] ইঞ্জিরি কথা শিখে নিলম নাপিবাবু। কি রে ভুটান, শিখলম না?

ভুটান। তু এখন ইখানে কেনে পাখী?

পাখী। মেলাকে যাব। ফুল লিব, ফিতা কিনব। বাবুজী আসবে, উর সাথে কথা বলব।

গজানন। আমার সাথে কথা বলবি না?

পাখী। তু থাম বুড়া। আয় বাবা, সাজন একদম সাহেব হয়ে গেল।

সাজন। তুর সাথে আমার লতুন কথা আছে।

বঙ্কিম। তোমার নাম কি?

পাখী। পাখী। তা তু কে বটে বাবু? মদ লিতে এসেছিস, লয়? আয় বাবা, তুকে চিনা চিনা ঠেকছে গো। কোথাকে দেখেছি মন বলছে।

বঙ্কিম। [স্বগত] শুন্য—শুন্য তিন।

সোমনাথ। বাবু, একটি পয়সা দিন। পাঁচদিন কিছু খাইনি বাবু। গরীব অন্ধ বাবু। একটি পয়সা দিন বাবু।

[প্রস্থান।

পাখী। এ্যাই—এ্যাই মরদ! ভুটান, উকে ই পয়সাটা দিয়ে দে ত।

ভুটান। ঠিক আছে। বাবুজীর সাথে দেখা হলে আমার কথা বলবি।

[প্রস্থান।

পাখী। ভুটান চলে গেল।

গজানন। তা যাক। চল, আমরাও যাই।

পাখী। কোথাকে?

গজানন। মেলায়।

বঙ্কিম। গজাননবাবু! [দাড়ি খোলে]

সাজন। }
পাখী। } আয় বাবা! দারোগাবাবু!

গজানন। নমস্কার স্যার, নমস্কার। এদের সঙ্গে আমি তামাসা করছিলাম।

পাখী। মিছা কথা। উ আমাকে বৌ করতে চেয়েছিল। শাড়ী দিব বলেছিল।

গজানন। সেটা স্যার এমনি। মানে ওরা ত খুব গরীব, তাই। তাছাড়া ওকে আমি মেয়ের মত,—

বঙ্কিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গজানন। ক্ষমা করে দিন স্যার। আমি জানি আপনি সদাশয় মহাপুরুষ এবং ত্রেতার রামচন্দ্রের মত আপনার সাদা মন…ওই পাখী-ফাকির কথা বিশ্বাস করবেন না। ওরা ছোটলোক এবং মাতাল এবং মিথ্যা কথা বলে। নমস্কার স্যার।

[প্রস্থান।

বঙ্কিম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাখী। বাবুজী!

বঙ্কিম। চললাম পাখী। আমার এখানকার কাজ শেষ। জীবনটাকে নতুন পথে চালিয়ে নতুন করে দেখলাম সমাজের রূপ। আমি কি ভাবছি জান? ভাবছি…সব মানুষই বোধহয় জন্ম অপরাধি।

[প্রস্থান।

পাখী। এ্যাই সাজন!

সাজন। কি ?

পাখী। হুই দুকান থেকে টুকুসখানি তাড়ি লিয়ে আসবি ?

সাজন। হ্যাঁ আনব। কেনে আনব না—তুঁয় বললক...

পাখী। পয়সা লিয়ে যা।

সাজন। আমি দিব।

পাখী। তু পয়সা দিবি!

সাজন। কেনে দিব না পাখী। তুঁম মোকে চিনছিস নাই। আমি তুর লেগে মোকার পেরাণডা তুলে তুর হাতে দিতে পারি, হ্যাঁ।

[প্রস্থান।

পাখী। ছোকরা প্যাগল হয়ে গেছে...[হাসি] উর পেরাণটা তুলে উ আমার হাতে দিয়ে দিবে। [হাসি]

অরণ্য আসে।

অরণ্য। হাসছিস কেন রে পাখী ?

পাখী। তোমাকে দেখে গো বাবুজী। কতদিন তোমাকে দেখলম নাই। কোথাকে যেয়েছিলে গো ?

অরণ্য। আবার মদ খেয়েছিস ?

পাখী। হ্যাঁ খেলম। দিনভর বেশ থাকলম ত, রাতের বেলায় মনটা কেমন কেমন করে। মেলাতলায় যাবে না বাবুজী ?

অরণ্য। যাব।

পাখী। মদ খাবে না?

অরণ্য। আছে তোর কাছে ?

পাখী। না।

অরণ্য। একটুকুও নেই?

পাখী। আছে। তবে মদ লয়।

অরণ্য। তবে কি?

পাখী। বহুৎ মিঠি।

অরণ্য। কোথায় আছে? তাড়াতাড়ি বল।

পাখী। লাজ করছে।

অরণ্য। পাখী!

পাখী। তুমি আমার ছবি আঁকবে বাবুজী! ইখানে দাঁড়াব। তুমি মোকে দেখে দেখে এঁকে লিবে।

অরণ্য। তোর খুব নেশা হয়ে গেছে পাখী।

পাখী। আমার নেশা দেখলে, আর কিছু দেখলে না বাবু?

অরণ্য। কি বলছিস?

পাখী। তোমার আঁখ নাই।

অরণ্য। পাখী!

পাখী। তোমার দিল নাই।

অরণ্য। কি!

পাখী। আমি তোমাকে ভালবাসা দিলম বাবুজী। [অরণ্যকে ধরে]

অরণ্য। পাখী!

পাখী। আমি তোমার বৌ।

[সহসা অরণ্য পাখীর হাত ছাড়াইয়া তাহার গালে চড় মারে। পাখী দূরে সরে গিয়ে বলে—]

পাখী। বাবুজী!

অরণ্য। খুব লেগেছে, না রে? আয়, কাছে আয়...আরও কাছে আয়।

[পাখী ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধের মত অরণ্যের কাছে সরে আসে। চোখে তার কামনা বিহ্বল দৃষ্টি।]

অরণ্য। [পাখীর গালে হাত বুলায়] তুই আমার উপর রাগ করিস না। আমি তোকে ভালবাসি। খুব ভালবাসি। তুই যে আমার—

পাখী। কি?

অরণ্য। বোন।

[প্রস্থান।

পাখী। [রাগে ফুঁসতে থাকে] শোধ লিব...তোমার ভালবাসার শোধ লিব বাবুজী। তুমি যেমন আমার পেরাণটাকে ভেঙ্গে দিয়ে গেলে, আমিও তেমনি তোমার দীলে.. সাজন! সাজন! তু আয়, মোকার হাত ধর...তঁয় মোকে ঘরে লিয়ে চল...আমি বাবুজীর ওপর বদলা লিব। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

—:০:—

একাদশ দৃশ্য ;

শিউলীর শয়ন কক্ষ।

ভূলুন্ঠিতা শিউলী আসে। মুখে অসংলগ্ন কথা।

শিউলী। শোধ নেব বলেছিলাম…কিন্তু পারিনি। আর আসেনি আমাদের বাড়ী। শুনেছি, জয়দীপকে কে গুম করে রেখেছে। সেদিন যদি বলতাম…ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, বিয়ের পরে আবার কি সব যা-তা ভাবছি। আমার যে বিয়ে হয়েছে…আমি যে এখন এক সুন্দর গৃহস্থের কুলবধূ। [ঘোমটা টানে] বর আমাকে খুব ভালবাসে। বলেছে, যখন তখন আমাকে ডেকো না শিউলী! আমিও তাই এতক্ষণ ডাকিনি…এইবার ডাকব। বরটা ভারি দুষ্টু…তা হোক… ডাকি…এই…এই শুনছ…

বনানী আসে।

বনানী। এখনও ঘুমাস নি শিউলী?

শিউলী। ঘুম যে আসছে না।

বনানী। আজও টুকুনের কোন সন্ধান পেলাম না মা। অরণ্যও এল না। ভিক্ষে করে কতদিন সংসার চালাব?

শিউলী। চাকরী করতে দিলে না কেন? অনেক মাইনা পেতাম। এই যা—কি সব যা-তা বলছি। বৌকে সে চাকরী করতে দেবে কেন?

বনানী। শিউলী!

শিউলী। বরটা খুব ভাল। জান মা, আমাকে খুব—যা, মার সামনে ভালবাসার কথা বলছি…কি লজ্জা! [জিব কেটে থাকে]

বনানী। কি করি আমি! ভিক্ষা করেও ডাক্তার মুখার্জ্জীকে দেখালাম। তিনি বললেন—অন্য কিছু নয়, মানসীক রোগ…বিয়ের পরে ঠিক সেরে যাবে।

শিউলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সেই জন্যেই ত বিয়ে করলাম। জান মা, কি সুন্দর সংসার…শ্বশুরবাড়ীর কথা বলছি…উঠোনের এককোণে তুলসীমঞ্চ…ছোটদা যেমনটি বলেছিল, ঠিক তেমনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বনানী। তুমি আমাকে এ দৃশ্যও দেখালে ঠাকুর।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

শিউলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পোড়ামুখী মালতী উঁকি দিচ্ছে…আজ যে ফুলশয্যা বুঝতে পেরেছে…দুষ্টু মেয়ে কোথাকার। বর দেখেছিস? দেখবি আয়…আয়না…

রোগমুক্ত জয়দীপ আসে।

জয়দীপ। কেমন আছেন?

শিউলী। যাও দুষ্টু কোথাকার…তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

জয়দীপ। কেন?

শিউলী। কখন থেকে ডাকছি…

জয়দীপ। সেকি! আমি ত এইমাত্র কলকাতা থেকে আসছি।

শিউলী। বৌয়ের কাছে মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় জান?

জয়দীপ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মানে…আমাকে আপনি চিনতে পাচ্ছেন না।

শিউলী। ওরে দুষ্টু! বিয়ে হতে না হতেই চালাকি! রাগ

করো না লক্ষ্মীটি···এস···সকলে না ঘুমালে কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলব বল ত! [জয়ের হাত ধরে] এস, ভেতরে এস।

জয়দীপ। ছেড়ে দিন, ছাড়ুন। ভুল করছেন···

শিউলী। না গো মশাই, না। ভুল করছি না···এই যা··· জানালাটা হাট করে খোলা···বন্ধ করে দিই...না, খোলাই থাক··· কি বল?

জয়দীপ। মানে···আমি আপনার স্বামী নই···

শিউলী। পছন্দ হয়নি···এখনও পছন্দ হল না···বেরিয়ে যাও··· বেরিয়ে যাও বলছি···

জয়দীপ। যাচ্ছি···

বনানী আবার আসে।

বনানী। না বাবা, না। রাগ করো না...ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

জয়দীপ। ও, আমার অনুমান তাহলে ঠিক।

বনানী। তুমি কে বাবা?

জয়দীপ। আমি জয়দীপ চৌধুরী।

বনানী। সে কি! তুমি যে,—

জয়দীপ চুপ করুন মা। অরণ্যবাবুর মুখে সব শুনবেন। কলকাতা থেকে আমি লুকিয়ে এসেছি।

শিউলী। জায়গা নেই। তোমাদের মত ছেলেদের কোথাও লুকোবার জায়গা নেই।

বনানী। শিউলী!

শিউলী। ওরা শিক্ষিত, ওরা দেশসেবক, অথচ মেয়ের মা-বাপকে পথে না বসিয়ে বিয়ে করতে পারে না। ওরা ওদের বাবাকে বলতে

পারে না, পণের পয়সা ঘরে তুলে সমাজটাকে আর অসুস্থ করবেন না। তুমি অবশ্য আমাকে এমনি এমনি বিয়ে করেছ। সেইজন্যই ত তোমাকে খুব ভালবাসি। যাও, শাশুড়ির সঙ্গে গল্প কর—আমার সঙ্গে দেখা হবে, সেই অনেক রাত্তিরে—সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

বনানী। ওর কথা ধরো না বাবা। কিন্তু তুমি যে বললে অরণ্যের কথা, তা অরণ্য কই ?

অরণ্য আসে।

অরণ্য। আমি এসেছি মা। [পদধূলি নেয়]

বনানী। আবার পালাবি ত বাবা ?

অরণ্য। না মা। এখানে কিছু কাজ জমে গেছে !

বনানী। ওকে কোথায় পেলি অরণ্য ?

অরণ্য। সে অনেক কথা। আপাততঃ জয়দীপবাবু কিছুদিন এ বাড়ীতে থাকবেন।

বনানী। ভিখিরীর ঘরে রাজপুত্তুর থাবে কি বাবা ?

জয়দীপ। আপনারা যা খাবেন, আমি তাই খাব মা !

অরণ্য। খাবার না জোটে আমাদের সঙ্গে উপোষ করবে।

জয়দীপ। তা করব। কিন্তু আমাকে একটা ভিক্ষা দিতে হবে মা।

বনানী। ভিখিরীর কাছে ভিক্ষে !

জয়দীপ। ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না মা !

অরণ্য। বলুন, কি চান ?

জয়দীপ। চান নয়, দাও।

অরণ্য। কি চাও, বল?

জয়দীপ। আমি শিউলীকে চাই।

বনানী। } জয়দীপ!
অরণ্য। }

জয়দীপ। আমার নতুন জীবনের রাঙ্গা প্রভাতে শিউলীই হবে জীবন-সঙ্গিনী।

[প্রস্থান।

বনানী। একি স্বপ্ন না সত্যি!

অরণ্য। সত্যি মা, সত্যি…তোমার হতভাগা অরণ্যের তপস্যা বিফল হবে না। ভারতের যুব মানসের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওই দেখ, ভোর হয়ে এল…পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের জরাজীর্ণ পাতাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে—শুন্য শাখায় মঞ্জুরীত হচ্ছে সবুজ কিশলয়।

বনানী। অরণ্য!

অরণ্য। যাও মা, যাও। জয়দীপ এখানে আছে, এ কথা যেন কেউ না জানে।

বনানী। আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। কিন্তু এত আনন্দ আমি রাখব কোথায়? শিউলী! ওরে ও শিউলী! তোর বান্ধবীদের ডাক, তারা শাঁখ বাজাক, উলু দিক, সাজাক বরণডালা।

[প্রস্থান।

অরণ্য। মা! মাগো! দুটো দিন অপেক্ষা কর। সুদক্ষ শিকারীর দল চারিদিক থেকে অরণ্য ঘিরে ফেলেছে—এবার ধরা পড়বে হিংস্র জানোয়ার।

[প্রস্থান।

—:•:—

অরিন্দম। ভুল ত ইচ্ছা করেই কচ্ছেন ম্যানেজার? ইচ্ছাকৃত সীমাহীন ভুলের কবে প্রায়শ্চিত্ত করবেন?

বঙ্কিম বক্সি আসে।

বঙ্কিম। আজ, এখনি।

ঈশিতা। }
অরিন্দম। } দারোগাবাবু!

বঙ্কিম। লেট মী ফিনিষ! বলুন মিঃ রয়, জয়দীপবাবু কোথায়?

ঈশিতা। বলুন ম্যানেজারবাবু! "আমি জানি না।"

বঙ্কিম। মিস চৌধুরী, আপনি আমাকে ইনসাল্ট্ কচ্ছেন!

ঈশিতা। কেন করব না মিঃ বক্সি? তিনমাস হল দাদা নিখোঁজ। আজও আপনি তার কোন সন্ধানই করতে পারলেন না। শুধু আমার মন রাখতে মাঝে মাঝে একে তাকে নরম সুরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

বঙ্কিম। কি বলছেন আপনি?

অরিন্দম। ঠিকই বলছেন। আপনি ত জানেন, জয়দীপ নিখোঁজ হবার রাত্রে ম্যানেজারবাবু তার ঘরে গিয়েছিলেন?

অমিত। আমি ত অস্বীকার করিনি।

বঙ্কিম। তাহলে বলুন, জয়দীপ কোথায়?

অমিত। জানি না।

বঙ্কিম। মিঃ রয়!

অরিন্দম। চিৎকার করে কোন লাভ হবে না মিঃ বক্সি। জয়দীপকে উনি হয় গুম করেছেন, নয়—

ঈশিতা। খুন করেছেন।

অমিত। তাতে আমার লাভ?

অরিন্দম। অসহায়া ঈশিতাকে বিয়ে করে গ্রীনভিউ চা বাগানের মালিক হয়ে বসা।

অমিত। আমি বেইমান নই ডাঃ বোস!

বঙ্কিম। থামুন। আপনি যে কি, তা আমার জানা হয়ে গেছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কুঠিতে প্রথম এসেই আমি ভদ্রলোককে সন্দেহ করেছিলাম?

অরিন্দম। আমিও ঈশিতাকে কতবার সাবধান করে দিয়েছি।

ঈশিতা। অথচ আমি ভদ্রলোকের উপর পর্ব্বত প্রমাণ বিশ্বাস রেখে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম। উঃ, কি বীভৎস...কি চক্রান্ত।

বঙ্কিম। বলুন মিঃ রয়! কোথায় আছেন জয়দীপবাবু?

অমিত। আমি জানি না।

ঈশিতা। আমি কিন্তু এবার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছি দারোগাবাবু। আপনি পুলিশের চাকরী ছেড়ে দিয়ে চৌকিদারী করুন গিয়ে।

বঙ্কিম। আমাকে আর এক সপ্তাহ সময় দিন মিস্ চৌধুরী। শুধু আপনিই নন, আমার ঊর্দ্ধতন অফিসাররাও আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের বিবাহের পরেই আমি চক্রান্তকারীকে গ্রেপ্তার করবো। এবং জয়দীপবাবুকে খুঁজে বার করবো। অফকোর্শ যদি তিনি জীবিত থাকেন।

অরিন্দম। জয়দীপ জীবিত নেই।

ঈশিতা। অরিন!

অরিন্দম। আমি সন্দেহ করছি ঈশিতা! কারণ জয়দীপকে না মারলে চক্রান্তকারীর চক্রান্ত সার্থক হবে না। তোমাকে বিয়ে করে এই বিশাল সম্পত্তির অধিশ্বর হবার পথে জয়দীপই ছিল প্রধান বাধা।

অমিত। ডাঃ বোস!

অরিন্দম। ইয়েস মিঃ রয়। তাই প্রথমে নোংরা মেয়েদের সাহায্যে জয়ের দেহে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কুৎসিত রোগ। কিন্তু চিকিৎসা করে তাকে প্রায় সুস্থ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেললেন।

অমিত। মিথ্যা কথা।

বঙ্কিম। চুপ করুন। আপনি ডাঃ বোসকে খুন করতে চেয়েছিলেন।

ঈশিতা। মিঃ বঙ্কি!

বঙ্কিম। হ্যাঁ মিস্ চৌধুরী। ম্যানেজারের প্রেরিত এক কুখ্যাত গুণ্ডা আজ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

অরিন্দম। হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! এরপরেও আপনি ভদ্রলোক? এর-পরেও আপনি চরিত্রবান মহাপুরুষ মিঃ রয়?

রোরুদ্দমানা পাখীর সঙ্গে উত্তেজিত সাজন আসে।

পাখী। বিচার করুন বাবুজী! মোকার দুশমনের বিচার করুন।

ঈশিতা। কি হলো পাখী?

সাজন। সর্ব্বনাশ হয়ে গেলো মেমসাব। পাখী বললে তুকে আমি বিয়া করবো। আমি বললম তা করনা কেনে বিয়া। তুঁয় মোকার বউ হবি ত ভাল কথা…কিন্তু বাবুজী…একটা বিপদ হয়ে গেলো।

অরিন্দম। কি হলো বলবি ত?

সাজন। বিয়ার দিন ধরলাম, কুটুম বললাম, এখন উ পাখী বলছে বিয়া হবে নাই।

বঙ্কিম। কেন?

পাখী। মোকার জাত নেই বাবু।

বঙ্কিম।
ঈশিতা।
অরিন্দম। } পাখী!

পাখী। হ্যাঁ দারোগাবাবু! দুশমন আমার ইজ্জত নিয়েছে।

অরিন্দম। কে সে লম্পট?

বঙ্কিম। শয়তানকে চাবকে লাল করে দেব।

ঈশিতা। বল! কে সেই জানোয়ার?

পাখী। লিডরবাবু!

বঙ্কিম।
অরিন্দম। } অরণ্য সেন!

ঈশিতা। জানোয়ার!...

সাজন। শুধু লিডরবাবু একা নয় মেমসাব।

পাখী। আর এক বাবু আছে।

বঙ্কিম।
ঈশিতা।
অরিন্দম। } কে?

সাজন। ম্যানেজারবাবু!

অরিন্দম। সাজন!

ঈশিতা। কি হল সাধুমহারাজ! মাথা নামালেন কেন?

পাখী। এখন কথা বলতে লাজ করছে গো। সিদিন মোকে বললো, তুর কোন দুঃখ থাকবে না পাখী। আমি তুকে রাণী করে রাখবো। লিডরবাবু বলল তুকে আমি বিয়া করব...

অমিত। বিশ্বাস করুন মিঃ বক্সি! অরণ্যবাবু কি করেছেন আমি জানি না। আমি কিন্তু পাখীর সঙ্গে—

বঙ্কিম। সাট আপ। একটি কথা বলবেন না।

অমিত। গ্রীনভিউ চা বাগানের ম্যানেজার হিসাবে—

ঈশিতা। না। আজ থেকে আপনি ম্যানেজার নয়। আমি আপনাকে ম্যানেজারের পোষ্ট থেকে ডিসচার্য করলাম।

পাখী। বদলা নিলাম···উত ফাটকে পচবে। ইবার সেই লিডরবাবুকে দেখে লিতে হবে। আয় সাজন! তঁয় কিচ্ছু ভাবনা করিস নাই। লিডরবাবু! তঁয় মোকে ঘেন্না করল···দয়া করল··· ইবার-ই পাখী তুকে দেখে লিবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বঙ্কিম।
ঈশিতা। } পাখী!
অরিন্দম।

পাখী। পাখী উড়ে চললো গো! সি বাবুজী পাখীর ভালবাসার বাসা ভেঙ্গে দিয়েছে, তাই-হ পাখী বদলার আশমানে উড়ে চলে গেল।

[প্রস্থান।

সাজন। উর সাথে আমিও চললুম বাবু! উকে আমি উড়ে যেতে দিব না। উকে বিয়া করব। উ মোকার বৌ হবেক বটে। ই-বার আমার পুরা মজুরী লিখে লিবেন মেমসাব। লিখে লিবেন, শিরি সাজন ওরাওঁ, পাখী ওরাওঁ তার বৌ। সাকিন ঝিলিমিলি··· মজুরী একদম পুরা।

[প্রস্থান।

বঙ্কিম। মিঃ রায়ের কিছু বলার আছে?

অমিত। না।

পল্লব আসে।

পল্লব। আমি কিন্তু একটা কথা বলব দারোগাবাবু।

বঙ্কিম। বলুন।

পল্লব। আমার দাদা আর ম্যানেজারবাবু দুজনেই এক গভীর চক্রান্তের যুগ্ম নায়ক।

মিতা আসে।

মিতা। আমিও পল্লবের সঙ্গে একমত।

অরণ্য আসে।

অরণ্য। আমিও তোমাদের মতে মত দিলাম।

বঙ্কিম। অরণ্যবাবু!

ঈশিতা। এখনও বাবু বলছেন মিঃ বঙ্কিম?

অরিন্দম। পাখী আর সাজনের মুখে সব কথা শোনার পরে পরিষ্কার বুঝলাম,—

অরণ্য। অরণ্য সেন জানোয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঈশিতা। লজ্জা হওয়া উচিৎ।

অরণ্য। জানোয়ারের আবার লজ্জা!

ঈশিতা। দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

অরণ্য। সে কি! এটা পিয়ালীর জঙ্গল—এখানে ত জানোয়ারই বাস করে।

মিতা। অসহ্য।

ঈশিতা। মিঃ বঙ্কিম! এখনও আপনি চুপ করে থাকবেন!

[দ্বাদশ দৃশ্য।

অরণ্য। গুলি করে জানোয়ারটাকে মেরে দিন।

ঈশিতা। সাট আপ লোফার।

অরণ্য। মিস চৌধুরী! এই অরণ্যে প্রবেশ করবেন না। এখানে হিংস্র জানোয়ারে বীভৎস মাতামাতি। শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারে বর্তমান সভ্যতা এখনও পৌঁছোতে পারেনি।

ঈশিতা। গেট আউট স্কাউণ্ড্রেল! [সহসা অরণ্যের গালে চড় মারে]

[ঈশিতা যখন অরণ্যকে চড় মারে, তখন মিতার কাছ থেকে একটি লেফাফা পড়ে যায়। বঙ্কিম বক্সি সবার অগোচরে সেটি কুড়িয়ে নেয়।]

অরিন্দম। ঈশিতা!

অরণ্য। ভুল করলেন মিস চৌধুরী! নগর সভ্যতার দুরন্ত অহঙ্কারে অরণ্যকে স্পর্শ করে ভীষণ ভুল করলেন। হাতটা তুলে ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখুন, ওই হাতে লেগে আছে অসভ্য অরণ্যের আদীম হিংস্রতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। মিঃ বক্সি! এর পরেও কি আপনি নীরব থাকবেন?

বঙ্কিম। না থেকে উপায় নেই ডাক্তার বোস! গভীর জলের মাছ ধরতে গেলে যেমন ক্রমাগত সুতো ছেড়ে দিতে হয়, আমিও তেমনি সুতো ছেড়ে যাচ্ছি। আগামী পরশু আপনার জন্ম উৎসব। সেই উৎসবের পরই আমি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করব।

[প্রস্থান।

অমিত। আমি কি আজই অফিসে গিয়ে রেজিগনেসন লেটার লিখে দেব?

ঈশিতা। সিওর। এক মিনিট দেরী করবেন না। আপনি যান, আর যাবার আগে জেনে যান, গ্রীনভিউ চা বাগানের নূতন ম্যানেজার হলেন পল্লব সেন।

[প্রস্থান।

অমিত। মাননীয় নূতন ম্যানেজারকে আমি ধন্যবাদ জানালাম।

অরিন্দম। ম্যানেজার পল্লব সেন!

পল্লব। স্যার!

মিতা। স্যারের সামনে দাঁড়াও।

পল্লব। বলুন স্যার!

অরিন্দম। বড় পোষ্ট দখল করে বসে থাকলে চলবে না। দেশের অনেক মানুষ গরীব, তাদের কথা ভেবে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। জনগণের দুঃখ দূর করতে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।

পল্লব। চেষ্টা করব স্যার। আপনি ত জানেন, কাজে আমি ফাঁকি দিই না।

মিতা। আপনি কিছু ভাববেন না স্যা'র, ওর পিছনে আমি আছি। তুমি এক কাজ কর পল্লব! খামটা পোষ্ট করে দিয়ে এস। [খাম খুঁজে পায় না] একি হল। খামটা যে খুঁজে পাচ্ছি না। স্যার, আমি একটু ওইদিকে যাচ্ছি—খামটা বোধহয় ঝাউ গাছের তলায় পড়ে আছে।

[প্রস্থান।

অরিন্দম। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে মিতা! ওকি! ঈশিতা যে চলে যাচ্ছে।

পল্লব। আমরাও যাই চলুন স্যার। ভীষণ মেঘ উঠেছে।

অরিন্দম। সর্ব্বনাশ! ঝড় উঠেছে যে, আরে ঈশিতা যে উল্টো পথে যাচ্ছে—

পল্লব। ভীষণ ঝড় উঠেছে স্যার। মিতা, শীগ্‌গির এদিকে এস। মিতা—মিতা—

[প্রস্থান।

অরিন্দম। ঈশিতা, দাঁড়াও…তুমি পথ ভুল করেছ…আমি যাচ্ছি, ঈশিতা—ঈশিতা—

[প্রস্থান।

—:০:—

ত্রয়োদশ দৃশ্য :

পার্ব্বত্য পথ।

[প্রবল বেগে ঝড় বয়। অদূরে বাজ পড়ে।]

ঈশিতা আসে। এলোমেলো চুল, শরীর অবসন্ন, কপাল কেটে রক্ত ঝরছে।

ঈশিতা। ডাক্তার—ডাক্তার, অরিন…আমি পথ হারিয়েছি। গাছের ডাল পড়ে আমার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে…আমাকে বাঁচাও ‥না—না, কারও সাড়া শব্দ নেই। ধূলোয় সব অন্ধকার হয়ে গেছে…অরিন…আমাকে বাঁচাও…

অরণ্য আসে।

অরণ্য। ভয় নেই—ভয় নেই, পাথরের চাঁই কিম্বা কোন গাছ ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ুন। আমি যাচ্ছি—

ঈশিতা। ভগবান রক্ষা করেছে…কে একজন সাড়া দিয়েছে। ওই ত এই দিকেই আসছে…বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—

অরণ্য। কণ্ঠস্বর যেন চেনা মনে হচ্ছে…ভয় নেই, আমি এসে গেছি,—

[ঈশিতার সামনে যায়। ঈশিতা অরণ্যকে দেখে ভয় পায়।
অরণ্য গালে হাত বুলায়। ঈশিতা ডান হাত দেখে।]

ঈশিতা। কে! কে তুমি!

অরণ্য। আমি অরণ্য।

ঈশিতা। না—না…তুমি এস না…দূর হয়ে যাও—দূর হয়ে যাও—জা—নো—য়া—র।

[অরণ্য ঈশিতাকে ধরতে যায়। ঈশিতা ভয়ে জ্ঞান হারায়।
অরণ্য জ্ঞানহীনা ঈশিতাকে ধরে ফেলে।]

অরণ্য। ভয়ঙ্কর অরণ্যের হাতে জ্ঞানহীনা নগর সভ্যতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ঈশিতার জ্ঞানহীন দেহ তুলিয়া লইয়া প্রস্থান।

পাখী আসে।

পাখী। বাবু…বাবু! কুথাকে গেল বাবু! এখনি ত উর কথা শুনলম…আয় বাবা! হুই বাবু যাচ্ছে…কাঁধে উটা কি হলোক? বাবু! তুমি মোকার কথা শুনে যাও,—তুমি মোকে মাপ করে দাও। আমি দারোগাবাবুকে এখনি গিয়ে বলব—আমি মিছা কথা বলেছি—[প্রস্থানোদ্যত]

সাজন আসে।

সাজন। না। এক পা নড়বি না পাখী।

পাখী। কেনে রে সাজন! আমি ত লিডরবাবুর নামে পুলিশ বাবুকে মিছা কথা বলে আসলাম।

সাজন। ভাল হল...তুর মিছা কথায় বহুৎ ভাল হল।

পাখী। কিন্তু লিডরবাবুর যে মন্দ হবে। দারোগাবাবু তাকে বেঁধে লিয়ে যেয়ে ফাটকে দিয়ে দেবে।

সাজন। তাতে তুর কি ক্ষেতি হবে রে পাখী?

পাখী। ক্ষেতি হল রে সাজন—আমার বহুৎ ক্ষেতি হল। ই পাথর পারা বুকটা কান্না করে উঠল…মন বলল, পাখী তু ভুল করলি—বহুৎ ভুল করলি। তু ইখানে দাঁড়া সাজন…আমি পাখীর পারা উড়ে যেয়ে বাবুদিকে বলে আসি…লিডরবাবু মানুষ নয় দেবতা।

সাজন। খবর্দার পাখী। [পাখীর হাত ধরে] যাবি না বলে দিলম।

পাখী। ছাড়—মোকে ছেড়ে দে সাজন!

সাজন। না।

পাখী। তু ঘরকে যা—আমি এখনি চলে আসব?

সাজন। না—না।

পাখী। দেওতার নাম লিয়ে বলছি, তুকে আমি বিয়া করব, তু একবার মোকে ছেড়ে দে সাজন।

সাজন। না—না—না। দিব না তুকে ছেড়ে। তুকে ছেড়ে দিলে তু দারোগাবাবুর কাছকে যাবি না—যাবি সি শালা লিডর-বাবুর কাছে।

পাখী। হঁ্যা যাবো। তাই যাবো। তুই মোকে ছেড়ে দে।

[পাখী সাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়। সাজন পাখীর হাত চেপে ধরে। পাখী যেন ক্ষেপে যায়।]

পাখী। তবে দেখ কুত্তা!

[সহসা পাখী সাজনের হাত কামড়ে দেয়। সাজন
চিৎকার করে, হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই
পাখীর আঁচল টেনে ধরে বলে—]

সাজন। কুথাকে যাবি শয়তানী! আমি তুকে কিছুতেই লিডর-বাবুর কাছকে যেতে দিব না।

[পাখী পরিশ্রান্ত হয়ে হাঁফায়। শাড়ী সামলায়।
উচ্চকণ্ঠে বলে।]

পাখী। দারোগাবাবু! তুমি শুন লিডরবাবুর কোন দোষ নাই, ম্যানেজারবাবু…

সাজন। কে।

সহসা ডাঃ অরিন্দম বোস কালো পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ
ঢেকে পাখী ও সাজনের কাছে এসে দুজনকেই
গুলি করে।

[পাখী ও সাজনের আর্ত্তনাদ করে প্রস্থান।

কালোছায়া। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[ডাঃ অরিন্দম রিভলভার হাতে হাসতে হাসতে চলে
যায়। বনতল যেন কেঁপে ওঠে। হাসির
শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।]

—:•:—

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

ভুটানের চালাঘর।

কালো পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রিভলভার হাতে
জয়দীপ আসে।

জয়দীপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, একজোড়া খুন। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল এমন সময়ে—

শিউলী আসে।

শিউলী। দিলে ত শেষ করে?

জয়দীপ। না দিয়ে উপায় ছিল না···শেষ পর্য্যন্ত বিপদে পড়তাম।

শিউলী। তুমি মুখটা অন্ততঃ খোলো।

জয়দীপ। কেন?

শিউলী। আমার ভয় করছে। মরা জানোয়ার দুটো যেন তাকাচ্ছে। ওই দেখ আমার বর আমাকে গুলি করে মারতে আসছে···না—না, মেরোনা, আমাকে মেরোনা···কে···কে তুমি···

জয়দীপ। [মুখ খুলে শিউলীর দুই কাঁধে হাত দিয়ে বলে—] শিউলী! এই শিউলী! আমাকে চিনতে পারছ না! চোখ মেল— চেয়ে দেখ আমি—

শিউলী। [চোখ মেলে] তুমি·· তুমি···

জয়দীপ। এবার চিনতে পেরেছ ত?

শিউলী। হ্যাঁ…পেরেছি। জানো! বেশ ছদিন ভাল ছিলাম… কিন্তু…

জয়দীপ। না—না, কোন কিন্তু নেই। কোন ভয় নেই। অরণ্যদা বাড়ীতে রয়েছেন, টুকুনের চিঠি এসেছে, সে রেডিওয় চান্স পেয়েছে …আজ অনুরোধের আসরে তার গান শুনলে, মনে নেই?

শিউলী। হ্যাঁ। কি সুন্দর ছোড়দার গলা…তুমি বিয়ের পরে আমাকে গান শেখাবে ত, বল না গো?

জয়দীপ। শেখাব—শেখাব। দেখবে। হল ত?

শিউলী। সত্যি তুমি খুব সুন্দর। আচ্ছা, আমাকে ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, পিং পিং খেলা শেখাবে ত?

জয়দীপ। সব শেখাব। আগে বিয়ে হোক তারপর সব কিছু শেখাব।

শিউলী। তাহলে চল। ঝড় কমে গেছে এবার আমরা বাড়ী চলে যাই। বাবাঃ আর কোনদিন পাহাড়ের ধারে বেড়াতে আসবনা।

জয়দীপ। ঠিক আছে চল। [উভয়ে প্রস্থানোদ্যত]

মাতাল ভুটান আসে। বলে।

ভুটান। নাই…যেতে দিব নাই। শালা ঘরে সেঁধিয়ে সব কিছু চুরি করে পালাবে…আর আমি তোমাদের ছেড়ে দিব? না—না, শালা, ছাড়ব নাই।

জয়দীপ। সর্ব্বনাশ! ভুটান মদ খেয়েছে…[মুখ ঢাকা দেয়]

শিউলী। কি হবে।

ভুটান। মজা হবে…ভারী সোন্দর মজা হবে…শালার প চুইয়ের ঠিলিটা মেয়ে দিয়েছ ত বাবা চোর?

শিউলী। না—না, তোমার কিছু চুরি যায় নি।

ভুটান। শালা চোর ভদ্দর লোক আছে বটে…আয় বাবা, সাথে আবার ডবকা বিটি ছোয়া…কাল পুষাকে সব ঢাকা দিইছে…বাসী ভাত ছিল পেটে চালান করে দিয়েছ, য়্যাঁ ?

জয়দীপ। আমরা চোর নয়।

ভুটান। খবদ্দার শালা ! মিছা কথা বললে এক হাসুয়া মেরে মাথা কেটে নিব…

জয়দীপ। [স্বগত] এবার পরিচয় না দিলে বিপদ হতে পারে শিউলী।

শিউলী। কিন্তু ও যদি বলে দেয় ?

ভুটান। আয় বাবা ! দুজনে গুজুর গুজুর করে ভালবাসা করছে। শালা আমিও ভালবাসা করেছিলাম…কিন্তু টুকনী শুক্রাকে বিয়া করে আমাকে ভুলে গেল…যা শালা ভুলে যা…শুক্রাকে নিয়ে সুখে থাক। আমি একা একা থাকব…কর শালা তোরা—ভালবাসা কর।

[প্রস্থান।

শিউলী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, লোকটা কি অসভ্য।

জয়দীপ। চুপ।

শিউলী। কি হলো !

জয়দীপ। ওই দেখ একটা মাতাল মেয়ে এদিকে আসছে…

শিউলী। তাইতো ! যদি তোমাকে চিনতে পারে। তাহলে কি হবে ?

জয়দীপ। চিনতে পারবে না।

শিউলী। জয়দীপ !

জয়দীপ। মেয়েটা এখানে আসার আগেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। এস—

শিউলী। চল। তাড়াতাড়ি চল—মেয়েটা আসছে—

[উভয়ের প্রস্থান।

টলায়মান ঈশিতা আসে। বুক ভরা আতঙ্ক।

ঈশিতা। না—না, এসো না…তুমি আমার সামনে এসো না। তোমাকে আমি…কই। সে ত নেই…এটা ত পিয়ালীর জঙ্গল নয়… তাহলে এটা কোন জায়গা! আমি কোথায়!

অরণ্য আসে।

অরণ্য। আপনাদেরই চা বাগানের এক শ্রমিকের ঘরে।

ঈশিতা। এটা ঘর। এখানে মানুষ বাস করে!

অরণ্য। এতদিনে চোখ পড়ল বুঝি? দেখুন মিস চৌধুরী! ভাল করে চেয়ে দেখুন…মানুষের মত দেখতে একদল প্রাণী এই রকম ঘরে বাস করে। সব দিন তারা পেট ভরে খেতে পায়না—সব দিন এদের কাজ থাকেনা—অথচ তাদের জীবন আছে—জীবনের জ্বালা আছে।

ঈশিতা। তুমি থামো।

অরণ্য। না। আজ আমি বলব। আজ আমার বলার পালা। এ দেশের লক্ষ কোটি মানুষ শুধু বাঁচার নেশায় বেঁচে আছে। তাদের দুঃখের খবর কেউ রাখে না…অথচ সামান্যতম সুখটুকু লুণ্ঠন করতে চারিদিক থেকে এগিয়ে আসে শোষণের হাত।

[ঈশিতা সহসা ডান হাত তুলে দেখে, অরণ্য গালে হাত দেয়।]

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পদ্মফুলের মত নরম হাতে অরণ্যের ভ্যাপসা গন্ধ।

মাতাল ভুটান আসে। তার এক হাতে মদের বোতল অন্য হাতে হাঁস্থুয়া।

ভুটান। শালা গন্ধতেই ত নেশা হয়ে গেল! একদম তাজা মাল হলক বটে। এ্যাই শালা চোর…এখনও ভালবাসা হচ্ছে—মারব এক হাঁস্থুয়া—শালার মুণ্ডুটা রসগোল্লার মতুন মাটিতে হড়কে পড়বে।

অরণ্য। ভুটান!

ভুটান। চোপরাও শালা! আয় বাবা! বাবু! তুমি…কিন্তু ওই বিটি ছোঁয়া তঁয় কে হলক কি?

অরণ্য। তোদের বাগানের মালেকান!

ভুটান। আয় বাবা! মেমসাব! আপনি বাবুর সাথে ভালবাসা করছেন?

অরণ্য। চুপ কর ভুটান। দে, তোর মদের বোতলটা আমাকে দে। [ভুটানের হাত থেকে মদের বোতল নিয়ে পান করে]

ঈশিতা। তুমি মদ খাচ্ছ!

অরণ্য। আজ নতুন নয়। অনেক দিন ধরে অনেক মদ খেয়েছি।

ভুটান। হরিণের মাংস লঙ্কা দিয়ে ভাজা আছে, লিয়ে আসব বাবু?

অরণ্য। না থাক। তুই যা।

ভুটান। কোথাকে যাব বাবু?

অরণ্য। এখান থেকে দূর হয়ে যা।

ঈশিতা। না—না, যেও না। আমাকে একা ফেলে রেখে তুমি এ ঘর থেকে যেও না ভুটান।

ভুটান। যাব মেমসাব। বাবু আজ বদলা লিবে।

অরণ্য। ভুটান!

ভুটান। বদলা নাও বাবু, বদলা নাও। মেমসাব তোমার গালে চড় মেরেছে, জানোয়ার বলে তোমাকে বে-ইজ্জত করেছে। আজ তার শোধ নিয়ে নাও।

অরণ্য। কি করব বল ত ভুটান? চাবুক মারব?

ভুটান। না।

অরণ্য। একটা ঘুঁষিতে ওই সুন্দর মুখখানা ছাতু করে দেব?

ভুটান। না।

অরণ্য। তবে কি খুন করব?

ভুটান। না।

অরণ্য। তবে কি করে অপমানের শোধ নেব বল?

ভুটান। ইজ্জতের বদলা ইজ্জত নিয়ে নাও।

[সহসা ভুটানের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে হুঙ্কার দিয়ে বলে—]

অরণ্য। চোপরাও শালা মাতাল! ওই মেমসাহেবদের মত তুইও আমাকে জানোয়ার বানাতে চাস? তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব শালা পশু...জিভটা ছিঁড়ে ওই জঙ্গলে ফেলে দেব।

ভুটান। বাবু!

অরণ্য। যা গড়তে পারবি না, তা ভাঙ্গতে চাস কেন রে শালা? যা কুড়িয়ে পাওয়া যায় না, তাকে হারাতে বলিস কোন সাহসে? ইজ্জত নিতে ত বলছিস—ইজ্জত দিয়েছিস কখনও?

ভুটান। আজ দিলাম।

অরণ্য। ভুটান!

ভুটান। তুমি মানুষ নয়—দেবতা, এই কথা বলে তোমাকে গড় করে চললাম বাবু—গড় করে চললাম।

[প্রণাম করে প্রস্থান।

ঈশিতা। যেওনা…যেওনা ভুটান।

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ঈশিতা। তুমি হাসছো!

অরণ্য। হাসবো না? অরণ্যে এখন গভীর রাত। রাতের অরণ্যকে দেখেছ কখনও!

ঈশিতা। বুঝেছি, ভুটানের কাছে সাধুতার অভিনয় করে একা পেয়ে আমাকে তুমি,—

অরণ্য। ঈশিতা চৌধুরী! আপনারা যেমন মিথ্যা কথার জাল বুনে স্বার্থের প্রজাপতিগুলোকে ফাঁদে ফেলেন, আমি তা পারি না। আমি অরণ্য। জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি, অন্যায় কাজ করিনি, তাই অন্যায় সহ্যও করতে পারিনি।

ঈশিতা। আমি বিশ্বাস করি না।

অরণ্য। মদ খাবেন একটু?

ঈশিতা। কি বললে?

অরণ্য। খাওয়া তো অভ্যাস আছে দেবী, হরিণের মাংস দিয়ে চলুক না খানিক?

ঈশিতা। আমি এখনি কুঠিতে ফিরে যাব।

অরণ্য। গভীর রাতে গভীর অরণ্য থেকে বেরোবেন কি করে?

ঈশিতা। ওকি! কিসের শব্দ?

অরণ্য। মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি এল বলে।

ঈশিতা। বৃষ্টি পড়ছে।

অরণ্য। মিষ্টি বাদল রাত। সামনে সুন্দরী উর্ব্বশী! ঘরে কেউ নেই…হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ঈশিতা। আঃ!

অরণ্য। ঠিক এই মুহূর্তে আপনার কি মনে হচ্ছে?

ঈশিতা। তোমাকে গুলি করে শেষ করে দিই।

অরণ্য। ভয় করছে না?

ঈশিতা। ভয়!

অরণ্য। হ্যাঁ, ভয়। সব হারাবার ভয়? যে রূপের অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, যে যৌবনের মদালসায় দেশটাকে জাহান্নমে পাঠাতে চাইছেন—সেই রূপ-যৌবন হারাবার ভয় আপনাকে পাগল করে দিচ্ছে না?

ঈশিতা। অরণ্য সেন!

অরণ্য। অরণ্যের গালে চড় মেরেছ, মনে আছে? [ঈশিতার দিকে অগ্রসর হয়, ঈশিতা ভয় পায়।]

ঈশিতা। না—না—না…

অরণ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ, কোন ভয় নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারেন।

[প্রস্থান।

ঈশিতা। কোথায় গেল জানোয়ার অরণ্য সেন? নিশ্চয়ই আরও মদ গিলতে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে বলে গেল…তা ত ঘুমবোই! যতই তুমি বড় বড় কথা বল, ঈশিতা চৌধুরী একবিন্দু বিশ্বাস করে না। কি কুক্ষণে পিকনিক করতে বেরিয়েছিলাম…না বাবা, দুয়ারে ছিটকিনি দিয়ে আসি। [দু পা এগিয়ে] দুয়ারই নেই ত ছিটকিনি… [হাই তোলে] সত্যি কিন্তু ঘুম পাচ্ছে। না, ঘুমবো না। ঘুমলেই জানোয়ার অরণ্য সেন এসে আমার—আঃ—[হাই তোলে] না—না, ঘুমাবো না। জেগে থাকব—ঠিক জেগে বসে থাকব। [খাটিয়ায় অর্ধশায়িত হয়। ঘুম নামে।]

ধীরে ধীরে অরণ্য আসে।

[মৃদু হাসে। গায়ের চাদরটা খুলে ঈশিতার গায়ে চাপা দেয়। দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। রাত্রি প্রহর পেরিয়ে চলে। ভোর হয়, পাখী ডাকে। ঈশিতার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে অরণ্য। গায়ে চাদরটা দেখে. ঈশিতা অবাক হয়। নিজের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে অরণ্যের দিকে চেয়ে হেসে বলে—]

ঈশিতা। অরণ্য দেখলাম অরণ্যবাবু।

অরণ্য। কি দেখলেন ?

ঈশিতা। যত ভয়—তত ভরসা।

অরণ্য। মিস চৌধুরী !

ঈশিতা। না। আর ওসব নয়, শুধু ঈশিতা।

অরণ্য। সেকি ! জানোয়ারের মুখে নাম শুনলে জাত যাবে না ?

ঈশিতা। আমাকে ক্ষমা করুন অরণ্যবাবু ! আজ আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে।

অরণ্য। না। এখনও ভুল ভাঙ্গেনি। এখনও অনেক ভুল আছে।

ঈশিতা। কি বলছেন ?

অরণ্য। আজ নয়, দুদিন পরে বলব।

ঈশিতা। দুদিন পরে নয়, কাল আমার জন্মদিন। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—কালই বলবেন, আমার আর কি ভুল আছে।

অরণ্য। তার আগে বলুন ত—সারারাত আমি কোথায় ছিলাম ?

ঈশিতা। আমার হৃদয়ে।

অরণ্য। কি বললেন?

ঈশিতা। সারারাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলেছি...এক সময় দেখলাম, চারিদিকে অন্ধকার, আর আমি চলতে পারছি না। নিজের অজান্তে কখন যেন এক গভীর অরণ্যে পৌঁছে গেছি।

[প্রস্থান।

অরণ্য। ঈশিতা চৌধুরী! তুমি আবার ভুল করলে। এখনও অরণ্যকে চিনতে পারলে না। যৌবনের নেশায় ভুল করে অরণ্যকে তুমি জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ করে গেলে...ঠিক আছে, অরণ্য যাবে। অরণ্যকে কাল নতুন করে চিনবে; দেখবে, ভুলের অন্ধকার অরণ্যে কোন এক জানোয়ার থাবা গেড়ে বসে আছে—কোন এক শিকারের সন্ধানে।

[প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চদশ দৃশ্য।

সাহেব কুঠি।

[নহবৎ বাজে।]

বালতি হাতে বাদশা আসে।

বাদশা। সন্ধান কেউ করলো না। মানুষটা বেঁচে আছে না মরে গেছে সে খোঁজও কেউ রাখলো না। মেমদিদি ত বেঁচে গেছে। নইলে তিন মাস যেতে না যেতে এ বাড়ীতে আবার জন্মদিনের উৎসব হয়।

মিতা আসে।

মিতা। বাদশা! কাল আমাদের ঘর থেকে একখানা খাম কুড়িয়ে পাসনি?

বাদশা। না।

মিতা। কোথায় যে গেল খামটা...পিকনিক করতে গিয়ে—আসল কাজ ভেস্তে গেল...কি হল, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? যা, তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আয়...

বাদশা। পারব না।

মিতা। বলিস কি রে বাদশা! মেমদিদির জন্মদিনে কত লোক এসেছে—দেখিস নি?

বাদশা। দেখেছি।

মিতা। তারা এখানে খাবে।

বাদশা। জানি।

মিতা। তাহলে জলের কত দরকার ভেবেছিস ?

বাদশা। আর ভাবতে পারছি না সিষ্টার দিদি।

মিতা। বাদশা !

বাদশা। আমার আর ভাল লাগছে না। আমি চাকরীতে জবাব দিয়ে এখান থেকে চলে যাব।

পল্লব আসে।

পল্লব। কেন রে বাদশা ! চলে যাবি কেন ?

বাদশা। এ বাড়ীতে আর চাকরী করব না।

পল্লব। ঠিক আছে। এ বাড়ীতে না করিস, আমাদের বাড়ীতে চাকরী করবি।

বাদশা। কেরাণীবাবু !

মিতা। আঃ, আবার কেরাণীবাবু ! জানিস না হতভাগা, উনি এখন ম্যানেজার ?

বাদশা। মনে থাকে না সিষ্টার দিদি। তা আপনাদের বিয়ে হচ্ছে কবে ?

মিতা। তোর মেমদিদির বিয়েটা আগে হোক। মিস চৌধুরীর সঙ্গে ডাক্তারবাবুর বিয়ের একমাসের মধ্যে আমরা বিয়ে করবো। না কি বল পল্লব ?

পল্লব। নিশ্চয়ই।

বাদশা। কালে কালে আরও কত দেখবো।

মিতা। }
পল্লব। } কি দেখলি ?

বাদশা। দেখলাম, এ দেশে আর একটাও পুরুষ নেই, সকগুলোই মেয়ে।

[প্রস্থান।

মিতা। }
পল্লব। } হাঃ-হাঃ-হাঃ !

ডাঃ অরিন্দম আসে।

অরিন্দম। কি হলো ! তোমরা হাসছো কেন?

মিতা। বাদশা একটা মজার কথা বলে গেল স্যার।

পল্লব। বলই না কথাটা।

অরিন্দম। না পল্লব ! আজে-বাজে কথা শোনবার সময় নেই। নিমন্ত্রিতরা প্রায় সকলেই এসে গেছেন...কিন্তু ঈশিতা এখনও উপর থেকে নামছে না কেন?

মিতা। তিনি ড্রেস করছেন স্যার।

অরিন্দম। তাই নাকি ! তা আজ একটু ড্রেস করবে বৈকি। আজ শুধু জন্ম-উৎসবই নয়, বিয়ের দিনও আজ ঘোষণা করা হবে। একটা কথা পল্লব ! পুরাণো ম্যানেজার মিঃ রয়কেও আমি নিমন্ত্রণ করেছি।

পল্লব। সে কি স্যার।

অরিন্দম। আহা ! বেচারীর বড় সাধ ছিল ঈশিতাকে বিয়ে করার। তাছাড়া দারোগাবাবুর কথা মতই তাকে বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করতে হলো।

বঙ্কিম বক্সি আসে।

বঙ্কিম। শুধু পুরণো ম্যানেজারবাবুই নয় ডাঃ বোস, নাটের গুরু অরণ্য সেনকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

মিতা। }
পল্লব। } দারোগাবাবু!
অরিন্দম। }

বঙ্কিম। যথার্থ প্রমাণের অভাবে যাদের আমি গ্রেপ্তার করতে পারিনি, আজ তাদের গ্রেপ্তার করব।

অরিন্দম। থ্যাঙ্কয়ু মিঃ বঙ্কি।

মিতা। আজ তাহলে শিকার ফাঁদে পড়বে।

পল্লব। চুপ কর। অমিত রায় আসছে।

অমিত রায় আসে।

অরিন্দম। আসুন—আসুন মিঃ রয়।

অমিত। অনেক আগেই এসেছি ডাঃ বোস। বাগানের কাছে আসতেই ভুটানের মুখে একটা দুঃসংবাদ শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা মিঃ বঙ্কি! সাজন ও পাখীর হত্যাকারী কে বা কারা, জানতে পেরেছেন?

অরণ্য আসে।

অরণ্য। মিস চৌধুরীর জন্মদিনে তুচ্ছ কুলি-কামিনদের মৃত্যুর কথা না তোলাই ভাল মিঃ রয়।

অরিন্দম। আসুন অরণ্যবাবু! আপনাদের সকলকে একসঙ্গে পেয়ে কি আনন্দ যে হচ্ছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঈশিতা দেখলে খুব খুশী হবে।

বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত ঈশিতা আসে। তার হাতে কয়েকটি ফুলের তোড়া।

ঈশিতা। খুশী হব মানে? ভীষণ খুশী হয়েছি। আপনারা

সকলেই যে আমার জন্মদিনে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি,...

অমিত। আপনার জন্মদিনে আমার এই সামান্য উপহারের সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। [গীতাঞ্জলি বই ঈশিতার হাতে দেয়, ঈশিতা দেয় একটি ফুলের তোড়া।]

বঙ্কিম। আমার এই ফুলের স্তবক আপনার জন্মদিনটিকে মধুময় করে তুলুক ঈশিতা দেবী। [ফুলের স্তবক দেয়। ঈশিতা দেয় ফুলের তোড়া।]

পল্লব। আমার ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন ম্যাডাম। [একটি সুন্দর শাড়ী দেয়। ঈশিতা দেয় ফুলের তোড়া।]

মিতা। মেমদিদির জন্মদিনে এটা আমার দীন উপহার। [একটি সুদৃশ্য ক্যামেরা দেয়, ঈশিতা দেয় ফুলের তোড়া।]

অরিন্দম। আপনাদের মধ্যে উপহার দিতে যদি কেউ বাকি থাকেন সচ্ছন্দে দিতে পারেন। অতীতের তিক্ততা মুছে ফেলে আজ আমরা সকলেই একত্রে মিলিত হয়েছি...তাহলে উপহার আর কেউ দিচ্ছেন না?

অরণ্য। আমার একটা কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু—

অরিন্দম। থাক, প্রসঙ্গ বাদ দিন! এতে লজ্জার কিছু নেই। সাধ থাকলেও অনেকের সামর্থে কুলোয় না...হ্যাঁ, মাননীয় ভদ্রমণ্ডলী! আপনাদের সামনে আমি একটা কথা বলতে চাই...আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, কুমারী ঈশিতা চৌধুরী আমার ভাবী স্ত্রী। তাই আমার ভাবী স্ত্রীর জন্মদিনে আমি তাকে এই সামান্য উপহার দিয়ে অভিনন্দন জানালাম। [বহুমূল্য মুক্তার মালা ঈশিতার গলায় পরাইয়া দিলে সকলে হাততালি দিল।]

বঙ্কিম। এইবার মিস চৌধুরীকে সেদিনের সেই পিকনিকের আসরে গাওয়া গানটি আমি গাইবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ঈশিতা। গানটা আপনার ভাল লেগেছে। আমারও ভাল লাগে। শুনুন।

[ঈশিতা গাইতে থাকে।]

ঈশিতা। **গীত :**

না-না-না ওগো বন্ধু! আজ নয়, আর শুধু দুদিন পরে।
আ-আ-আমি হব তোমারই, সেইদিন কাছে নিও নিবিড় করে।
দুজনেই দুজনারে কাছে পাবো,
পাহাড়ী পথ ধরে হারিয়ে যাবো,
মা-মা-মায়াবী চাঁদ জোছনা ছড়াবে বাসর ঘরে।

[নাচের ছন্দে ছন্দে গান পরিবেশন শেষ হলে সকলে হাততালি দেয়।]

পল্লব। মাননীয় ভদ্রমণ্ডলীর কাছে গ্রিনভিউ চা বাগানের ম্যানেজার হিসাবে আমি একটা শুভ-সংবাদ পরিবেশন করছি। সংবাদটি হচ্ছে আগামী ২৪শে শ্রাবণ ডাক্তার অরবিন্দ বোসের সঙ্গে কুমারী ঈশিতা চৌধুরীর শুভ-বিবাহ।

সহসা পাগলার ছদ্মবেশে সোমনাথ আসে।

সোমনাথ। না—না কখনও না। কিছুতেই না।

অরিন্দম। এই এই…কে তুই!

পল্লব। আশ্চর্য্য! পাগলটা ঝড়ের মত ছুটে এলো। দারোয়ান ঘুমুচ্ছে নাকি?

ঈশিতা। যা দূর হ এখান থেকে।

সোমনাথ। আমি একটা গল্প বলব।

ঈশিতা। জ্বালাতন। বাদশা—বাদশা—

সোমনাথ। গল্পটা যে আমাকে বলতেই হবে।

বঙ্কিম। ঠিক আছে বাবা। বল তোর গল্প।

সোমনাথ। আজ থেকে এক বছর আগে গ্রীনভিউ চা বাগানের মালিক বাবু বিশ্বদীপ চৌধুরী পিয়ালীর জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর আততায়ীর হাতে নিহত হন।

অরিন্দম। দূর পাগল। বিশ্বদীপবাবু জানোয়ারের মুখে প্রাণ দিয়েছেন।

সোমনাথ। রাইট। কিন্তু সেই জানোয়ার বনের জানোয়ার নয়।

ঈশিতা। তবে!

সোমনাথ। মানুষ জানোয়ার।

ঈশিতা। তার মানে!

বঙ্কিম। গল্পটা শেষ করতে দিন মিস চৌধুরী। বল পাগলা।

সোমনাথ। সেই মানুষ জানোয়ার বিশ্বদীপবাবুকে খুন করে পাহাড়ের খাদে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তার বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির পথে দ্বিতীয় বাধা জয়দীপবাবুর দেহে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করে তাকে রোগগ্রস্থ ও পাগল করে দিলেন।

অরিন্দম। শোন ঈশিতা। আমার কথার সঙ্গে মিলছে কিনা দেখ।

ঈশিতা। তারপর?

সোমনাথ। মানুষ জানোয়ার তাতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে জয়দীপবাবুকে গুম করে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাদ সাধল অন্য একজন। তিনি জয়দীপবাবুকে গুম করে ফেললেন।

ঈশিতা। এ সব কি সত্যি ?

অরিন্দম। নিশ্চয়ই। মিঃ বক্সি…

বঙ্কিম। নিশ্চিন্ত থাকুন ডাঃ বোস। বল পাগল।

অরণ্য। }
অমিত। } পাগলার পাগলামী ভাল লাগেনা। [প্রস্থানোদ্যত]

বঙ্কিম। না—আপনারা কেউ পালাবার চেষ্টা করবেন না। ডাঃ বোস আর মিস চৌধুরীকে আমি কথা দিয়েছিলাম, যে শীঘ্রই এক রোমাঞ্চকর রহস্যের অবসান ঘটাব। যাক আপনারা তারপরের ঘটনা আমার মুখ থেকে শুনুন। মানুষ জানোয়ার ঈশিতা দেবীকে বিয়ে করে রাজকন্যা সহ রাজত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন—বাদ—সাধলেন এক মার্জ্জিত রুচি উদার-প্রাণ পুরুষ।

ঈশিতা। শয়তান জানোয়ার তাহলে কোথায় ?

বঙ্কিম। আমাদের মধ্যেই উপস্থিত আছেন।

ঈশিতা। মিঃ বক্সি। আমার বাবাকে খুন করেছে, দাদার দেহে বিষ ছড়িয়ে তাকে গুম করতে চেয়েছিল যে শয়তান তার নাম বলুন।

বঙ্কিম। শুনবেন তার নাম ? তাহলে শুনুন …না—কেউ একপা নড়বেন না। পালাবার চেষ্টা করলেই আমি তাকে গুলি করব।

ঈশিতা। বলুন দারোগাবাবু। শয়তান খুনীর নাম বলুন।

বঙ্কিম। ডাঃ অরিন্দম বোস।

অরিন্দম। মিথ্যা কথা ! আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া এ আর কিছু নয়।

বঙ্কিম। ডাঃ বোস !

অরিন্দম। একটা পাগলার মুখের প্রলাপ শুনে আপনি ভুল করেছেন মিঃ বক্সি।

সোমনাথ। পাগল আমি নই ডাঃ বোস।

[সোমনাথ ছদ্মবেশ ত্যাগ করে। সকলে প্রশ্ন করে।]

মিতা।
ঈশিতা।
পল্লব।
অরিন্দম।
} কে আপনি?

সোমনাথ। আমি শ্রমিক পরাণ ওরাওঁ, ভগবান তাড়িওয়ালা, কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ভিক্ষুক। ডাঃ বোস নিশ্চয়ই এবার আমাকে চিনতে পারছেন?

ঈশিতা। আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো?

সোমনাথ। না মিস চৌধুরী স্বপ্ন দেখছেন না। পাখী আর সাজনকে খুন করেছেন ডাঃ বোস। জয়দীপের দেহে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করেছেন ডাঃ বোস।

অরিন্দম। সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বঙ্কিম। দেখুন ত এই খামটা কোথাকার, আর কি লেখা আছে।

[মিতা চুপি চুপি পালাতে চেষ্টা করে।
অরণ্য পথ রোধ করে।]

সোমনাথ। পালাতে চেষ্টা করবেন না সিষ্টার মিতা।

পল্লব। সোমনাথবাবু!

সোমনাথ। তোমার ভাবি স্ত্রী ডাঃ বোসের রক্ষিতা। আসল নাম চন্দনা মিত্র। ডাক্তারের হয়ে অনেক পাপ কাজ করেছেন। এবং পাপের সহকর্মি।

বঙ্কিম। পিকনিকের দিনে ওই খামটি আমার হস্তগত হয়।

বোম্বের কোন এক ওষুধ কোম্পানীর কাছে আর্সনিক পাঠাবার জন্য লেখা।

পল্লব। কিন্তু,—মিঃ রায়, আমার দাদা,—

বঙ্কিম। আমার অনুরোধে অপরাধির ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। চাবুক মারার পরদিনই ঘটনাটা ওরা আমার কাছে প্রকাশ করেন। অবশ্য তার আগেই মাননীয় সত্যান্বেষী সোমনাথবাবুকে নিয়োগ করেছিলেন মিঃ অমিত রায়।

ঈশিতা। ডাক্তার! এর পরেও তুমি মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছ?

অরিন্দম। কেন থাকবো না। আমি ওদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করব।

জয়দীপ আসে।

জয়দীপ। তোমার পক্ষের প্রধান সাক্ষি হবো আমি।

ঈশিতা। দাদা!

জয়দীপ। মরিনি ঈশিতা! ডাক্তার আমাকে শেষ করতেই চেয়েছিল, কিন্তু অরণ্যদা আর ম্যানেজার বাবুর মহান চেষ্টায় এবার আমি বেঁচে গেছি।

ঈশিতা। শয়তান, লম্পট, খুনী অরিন্দম বোসকে গ্রেপ্তার করুন দারোগাবাবু?

বঙ্কিম। সিপাই!

সিপাই আসে।

অরিন্দম। না। ডাঃ অরিন্দম বোস এত সহজে পরাজয় স্বীকার করবে না। [পকেটে হাত দিয়ে রিভলভার বার করতে চেষ্টা করে।]

অরণ্য আসে ও তার হাত চেপে ধরে বলে।

অরণ্য। ডাঃ অরিন্দম। আত্মহত্যার চেষ্টা করবেন না। পিছনে অরণ্য আছে।

অরিন্দম। জানোয়ার অরণ্য সেন! তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখে মেরে ফেললে।

মিতা। এর চেয়ে মৃত্যু হলে আমি বেঁচে যেতাম।

বঙ্কিম। গ্রেপ্তার কর।

[উভয়কে সিপাই গ্রেপ্তার করে।]

অরণ্য। মিস চৌধুরী! আপনার শুভ জন্মদিনে উপস্থিত হয়ে নিজের আঁকা এই ছবিটি উপহার দিয়ে গেলাম।

[ঈশিতা ছবিটি খুলে দেখে, বেনারসী পরিহিতা নিজেরই ছবি।]

ঈশিতা। একি! এ যে আমারই ছবি। সেই প্রথমদিনের উলঙ্গ ছবির পরণে বেনারসী শাড়ী। অরণ্য—অরণ্য—

[ইত্যবসরে অরণ্য অনেকখানি পথ চলে গেছে।
ঈশিতার ডাকে দূর থেকে বলে—]

অরণ্য। অরণ্য আবার জনারণ্যে ফিরে যাচ্ছে। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, উলঙ্গ সভ্যতার পরণে তুলে দিয়েছি বেনারসী শাড়ী। "হে উলঙ্গ সভ্যতা! তোমার দুরন্ত গতি থামাও।"